গণতান্ত্রিক সমাজবাদ

ফেবীয় সমাজবাদী মত

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী : কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ১৯৬৫

মুদ্রাকর
প্রশান্তকুমার বসু
ডি. পি. প্রিণ্টার্স
৫২/১ সিকদার বাগান
কলিকাতা ৭০০ 004

উৎসর্গ

"যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত"

এই আদর্শের অন্তর্নিহিত সুরের সঙ্গে যাঁরা সহমর্মিতা বোধ করেন
তাঁদের সবার উদ্দেশে।

ভূমিকা

"আমরা আজকাল সবাই সমাজবাদী", এই উক্তি প্রথম কে করেছিলেন তা নিয়ে মতদ্বৈধ আছে কিন্তু কথাটা চলে আসছে প্রায় একশ বছর ধরে। বস্তুত, সমাজবাদের সংজ্ঞা এত ব্যাপক যে এর মধ্যে উনিশ শতকের সমবায় ব্যবস্থার প্রবক্তা রবার্ট ওয়েন-ও পড়েন, আবার অবাস্তব আদর্শবাদী শার্ল ফুরিয়ে-ও পড়েন। আমাদের শতাব্দীতে বিপ্লবোত্তর রুশ দেশের নাম হোল সোভিয়েট সমাজবাদী সাধারণতন্ত্রের সংযুক্ত রাষ্ট্র, অন্যদিকে হিটলারের স্থাপিত দলের নাম ছিল জাতীয় সমাজবাদী শ্রমিক দল। বর্তমান যুগে দেশে-বিদেশে সমাজবাদী দলের সংখ্যা অজস্র। ব্রিটেনে গত শতাব্দীর আশির দশকে (১৮৮৪) কয়েকজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি স্থাপন করেন "ফেবিয়ান সোসাইটি"। মার্কসের সাম্যবাদ তখন কিছুটা স্বীকৃতি পাচ্ছে, কিন্তু ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবি অনেকে চাইলেন মার্কস-প্রদর্শিত বিপ্লবের পন্থা পরিহার করে অসাম্য দূরীকরণ। এঁদের কাম্য ছিল গণতান্ত্রিক রীতিতে, অর্থাৎ পার্লামেন্টের আইনের পরিবর্তন করে, পার্লামেন্ট-শাসিত সরকার নিয়ন্ত্রণের এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের সহায়তায় ধাপে ধাপে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা।

সংগঠনের নামকরণ থেকেই তাঁদের কার্যপ্রণালীর আভাষ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টের জন্মের দুই শতাব্দী আগে কার্থেজের অদম্য আগ্রাসী নেতা হানিবলের বিরুদ্ধে রোমের সেনাপতি ফাবিয়ুস ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধ করার নীতির পরিবর্তে দীর্ঘ প্রতীক্ষার নীতি গ্রহণ করেন—এত দীর্ঘ প্রতীক্ষা যাতে হানিবলের শক্তি ক্ষীয়মান হয়ে আসবে। ফাবিয়ুস মাক্সিমস্-এর নামে নতুন বিশেষণ যুক্ত হোল—"কুন্‌ক্‌টেটর" (Cunctator)—অর্থাৎ বিলম্বকারী বা দীর্ঘসূত্রী। ব্রিটেনের ফেবিয়ান সোসাইটিও চাইলেন গণতান্ত্রিক বিবর্তনের মাধ্যমে তাঁরা সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা করবেন—মার্কসীয় বিপ্লবের পন্থা গ্রহণের কোনো প্রয়োজন হবে না। মার্কসের ঐতিহাসিক বিবর্তন-তত্ত্ব তারা গ্রহণ করেন নি, তাঁরা সদ্য সদ্য প্রভাবিত হয়েছিলেন ১৮৭৯-তে প্রকাশিত হেনরি জর্জের "প্রোগ্রেস অ্যান্ড পভার্টি" বইটি এবং ১৮৮২-তে জর্জের লন্ডনে দেওয়া বক্তৃতায়। জর্জের সাম্যবাদ তাঁরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর "সিংগল ট্যাক্স"—বা অন্য সমস্ত ট্যাক্সের বদলে শুধু জমির দামে অনর্জিত উদ্বৃত্তের উপরে ট্যাক্স—দিয়ে সরকারের সব আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে এটা তাঁরা মানতে পারেন নি।

জন্ম হোল গণতান্ত্রিক, বিপ্লব-বিরোধী সমাজবাদের, কিন্তু ব্রিটেনে তখনো সম্পূর্ণভাবে গণতন্ত্র আসে নি। উনিশ শতকে তিনবার নির্বাচকমণ্ডলীর প্রসারের জন্য আইন হয়েছিল, কিন্তু শতকের শেষেও দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক —অর্থাৎ মেয়েরা—ভোটাধিকার পায় নি। এই অধিকার সীমিতভাবে দেওয়া হোল ১৯১৮তে এবং পুরোপুরিভাবে আরো দশ বছর পরে। ফেবিয়ান সোসাইটির মতবাদ নিয়ে যে রাজনৈতিক দল জন্ম নিল—প্রথমে "স্বাধীন" শ্রমিক দল এবং পরে শুধু শ্রমিক দল—সে দল একবার ক্ষমতা পেল অল্পদিনের জন্য ১৯২৩-এ, এবং পরে আবার ১৯২৯এ। কিন্তু তাদের কার্যসূচী রূপায়িত করার আগেই এসে গেল বিশ্বব্যাপী মন্দা এবং ব্রিটেনে "জাতীয় সরকার"। তারপরে কেইনসীয় নীতির জয়জয়কার—যাতে সরকারি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার উপরে জোর ছিল কিন্তু সাম্য-অসাম্য নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না। তারও পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধের পরে শ্রমিক দল নিরংকুশ ক্ষমতায় এল এবং সুযোগ পেল গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়করণের এবং সমাজকল্যাণের ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বনের। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা পেল অন্য দেশেও, বিশেষত সুইডেন ও ডেনমার্কে।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের বিবর্তন অধ্যাপক অশোককুমার মুখোপাধ্যায় সাবলীল অথচ তথ্যপূর্ণ কয়েকটি অধ্যায়ে বিবৃত করেছেন। এই মতবাদের তাত্ত্বিক নীতি বিশ্লেষণ করেছেন সার্থকভাবে—কোথায় এর অসম্পূর্ণতা, কোথায় যুক্তিগত ত্রুটি সবই প্রকাশ করেছেন। আমাদের দেশের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির জিজ্ঞাসুদের কাছে বইটি হয়েছে অশেষ মূল্যবান, কারণ আমরা যে মিশ্র অর্থনীতি কার্যকর করার চেষ্টা করেছি সেটা মার্কসীয় সাম্যবাদী নীতি নয়, সেটা ব্রিটিশ শ্রমিকদলের নীতিরই কাছাকাছি। বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে ত্রিশের দশক পর্যন্ত যে সব ভারতীয় নেতার ছাত্রজীবন ইংল্যাণ্ডে কেটেছিল তাঁরা ফেবিয়ান নীতিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ব্রিটিশ শ্রমিক দল ভারতের স্বাধিকার দাবি সমর্থন করতেন। জওহরলাল নেহরু অবশ্য ১৯৩৩-এ তাঁর কন্যার কাছে লিখিত পত্রাবলীতে ফেবিয়ানদের "নিছক বুদ্ধিজীবী" এবং "ধীরগতি" বলে আখ্যাত করেছিলেন এবং সোভিয়েট পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের পরিকল্পনাতে মহলানবিশ মডেলে রুশ ভাবধারা গৃহীত হলেও যে কর্মপন্থা অবলম্বিত হোল সেটা অনেকাংশেই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের কর্মপন্থা। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনাতে সমাজবাদ ও গণতন্ত্র দুইয়ের উপরেই জোর পড়ল।

সমাজবাদী রাষ্ট্রে "যুক্তিবহ" উপাদান-প্রয়োগ এবং মূল্য-নির্ধারণ সম্ভব কি-না এই নিয়ে এক সময়ে বহু বিতর্ক হয়ে গিয়েছে। এখন বিতর্কের রূপ

বদল হয়েছে এবং তর্কটা চলে এসেছে অন্যতর ক্ষেত্রে। সমাজবাদী দেশে পরিবর্তনও আসছে। পরিবর্তনটা কোনো কোনো দিক থেকে গণতন্ত্রমুখী, কোনো কোনো দিক থেকে বিনিয়ন্ত্রণমুখী। অথচ, ব্রিটেনের মতো দেশেও যেখানে একটি প্রখর রক্ষণশীল দল প্রশাসনের শীর্ষে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত—মৌলিক বিনিয়ন্ত্র বা সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার বড় রকমের পরিবর্তন সম্ভব হয় নি। আমাদের দেশে যাঁরা "বাজারের শক্তির" প্রবক্তা তাঁরাও জানেন যে রাজনৈতিক কারণে মিশ্র অর্থনীতির সমাজবাদী পথ থেকে বেশি সরে আসা সম্ভব হবে না। অন্যদিকে মার্কসীয় সমাজবাদ মিশ্র অর্থনীতির রূপ নিচ্ছে, সমাজবাদের সঙ্গে গণতন্ত্রের মিশ্রণ-প্রক্রিয়া হয়তো শুরু হয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ নিয়ে আলোচনার সার্থকতা এখানেই। ভবিষ্যতের চিত্র অস্পষ্ট, কিন্তু যাঁরা অতীত থেকে বর্তমানে উত্তরণের ইতিহাসে অনুরাগী, তাঁরা অধ্যাপক অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের বইটি পড়ে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। আর যাঁরা বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের গতিপথে আলোকের সন্ধান করছেন, তাঁরাও বইটিতে ইতিহাসভিত্তিক এবং তাত্ত্বিক নির্দেশ পাবেন।

নিবেদন

উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে ব্রিটেনে যে বিবর্তনমূলক সমাজবাদী চিন্তাধারার বিকাশ শুরু হয় তাকেই ফেবীয় সমাজবাদ বলা হয়েছে। উদারনীতিক গণতন্ত্রের রাষ্ট্র কাঠামোকে ব্যবহার করে ধীরে ধীরে আইনসভা ও আমলাতন্ত্রের সাহায্য নিয়ে আর্থ-সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ফেবীয় সমাজবাদের ঘোষিত আদর্শ। মূলতঃ ব্রিটেনে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বুদ্ধিজীবিদের যথার্থ শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি অনীহা ও সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় শ্রমিক-শ্রেণীর সম্ভাব্য নেতৃত্ব সম্বন্ধে ভয় থেকেই ফেবীয় সমাজবাদী চিন্তার উদ্ভব হয় এবং এই ধরণের সমাজবাদী চিন্তাকে ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবিমহলে গ্রহণীয় করে তোলার জন্য প্রয়োজনমতো তাত্ত্বিক যুক্তির অবতারণা করা হয়। কোন্ বিশেষ ঐতিহাসিক ও আর্থ-সামাজিক পরি-প্রেক্ষিতে ফেবীয় সমাজবাদের জন্ম হয়, কি ভাবে ফেবীয় সমাজবাদের প্রধান প্রধান তাত্ত্বিক দিকগুলি সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত হয় এবং তাদের বৈশিষ্ট্য কি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর মননশীল আলোকপাত করাই বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য।

আজ পৃথিবীর অনেক দেশেই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মতাদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে যার অন্যতম আদি রূপ হল ফেবীয় সমাজবাদ। এই মতবাদের নীতি ও সমস্যা সম্বন্ধে বাংলাভাষাভাষী সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মননশীল অনুসন্ধিৎসা বর্তমান আলোচনা কিছু পরিমাণে মেটাতে সক্ষম হবে এমন আশা করা যায়।

ফেবীয় সমাজবাদ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ কোন আলোচনা আগে চোখে পড়ে নি। বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য দু'টি: প্রথমত, ফেবীয় মতবাদ সম্পর্কিত মৌলিক গবেষণা ও অন্যান্য সাধারণ আলোচনার বিভিন্ন বক্তব্য বিষয়কে এক জায়গায় যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশন করা, এবং দ্বিতীয়ত, আলোচনাটিকে বাংলাভাষায় পরিবেশন করার সুযোগে গ্রন্থকারের নিজের চিন্তাভাবনাকে যথাসম্ভব স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন করে তোলা। আলোচনাকে যথাসম্ভব যুক্তিভিত্তিক ও সাবলীল করার চেষ্টা করা হয়েছে। কতটা সফল হওয়া গেছে সে বিচারের ভার মননশীল পাঠকের।

এই কাজে সর্বপ্রথম অনুপ্রেরণা পাই অগ্রজপ্রতিম সহকর্মী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। আর গ্রন্থটির প্রকাশের জন্য সাগ্রহ উৎসাহ দেখিয়েছেন সহকর্মী বন্ধুবর ডঃ অশোককুমার ভট্টাচার্য। এঁদের দু'জনকেই আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্ ও কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অর্থনীতির 'এমেরিটাস্ প্রফেসর' ডঃ ভবতোষ দত্ত গ্রন্থটির জন্য মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

পটভূমি

'ফেবীয়' সমাজবাদ (Fabian socialism) বলতে বোঝায় ব্রিটিশ সমাজবাদী চিন্তার একটি বিশিষ্ট দিক যার জন্ম হয় ১৮৮০-র দশকে। ইউরোপে সমাজবাদী চিন্তার বিকাশে 'ফেবীয়' সমাজবাদীদের তাত্ত্বিক চিন্তা ও মতবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের[১] ও পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবধারিত ফল হিসেবে সামন্ততান্ত্রিক আর্থনীতিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে থাকে। "ম্যানর"-ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে কারখানা (mill) এবং খনি (mine)-কেন্দ্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হতে থাকে। পুরোন ব্যবস্থা (old regime) ভেঙ্গে ইউরোপের মানুষ দ্রুত এগোতে থাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে। পশ্চিম ইউরোপের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের ধারাকে দ্রুততর করে দেয় ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লব।[২] এই ঘটনার পর পরই শহরাঞ্চলের মানুষ তার নিজস্ব কিছু কিছু অধিকার দাবী করতে থাকে। শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে শহরাঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলের মানুষের হাতে যে আর্থিক ক্ষমতা আসে সেই অনুপাতে মানুষ তার রাজনীতিক অধিকার পাওয়ার দাবী জানায়। সুতরাং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের রথযাত্রার পথ আটকানো আর সম্ভব হয় না পতনোন্মুখ সামন্ততন্ত্রের পক্ষে। উদীয়মান পুঁজিবাদী শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করে এবং কিছুদিনের মধ্যে শহরাঞ্চলের মানুষদের ভোটাধিকার দিয়ে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজন স্বীকার করে নেয়। উদারনীতিক গণতন্ত্র এই সময় সর্বাঙ্গসুন্দর ছিল না, কিন্তু গণতন্ত্রের যাত্রা একবার সুরু হলে তার গতিরোধ করা সম্ভব হয় না। ফলে সামন্ততন্ত্রকে চির বিদায় নিতে হয় শিল্প বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে। আর গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আর্থিক দিকটিই ক্রমশ মানুষকে শেখায় যে, আর্থিক সাম্য অর্জন করতে না পারলে রাজনৈতিক সাম্য অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ধীরে ধীরে শ্রমিক আন্দোলন দেখা দেয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন মতাদর্শের ভিত্তিতে সমাজবাদী ভাবধারা প্রসার হতে থাকে। একদিকে মার্কস্[৩]-এঙ্গেলস্[৪] এবং অন্যদিকে জন স্টুয়ার্ট মিল[৫] প্রমুখ উদারনীতিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ নিজ নিজ চিন্তাধারা

অনুযায়ী সমাজবাদের আদর্শ ব্যক্ত করেন। মত ও পথের পার্থক্য থাকায় অনেক ধরণের সমাজবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটে। 'ফেবীয়' সমাজবাদ এই রকমেরই একটি চিন্তা যার বিকাশ ঘটেছিল ব্রিটেনে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে। ব্রিটেনের রাষ্ট্রনীতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'ফেবীয়' সমাজবাদ উদারনীতিক গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলে। সমাজবাদী চিন্তার এই বিশিষ্ট ব্রিটিশ রূপটিকে বোঝার জন্য ব্রিটেনের ঊনবিংশ শতকের আর্থ-রাজনৈতিক ইতিহাসের কিছু পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন।

ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবের নেতারা ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই চেষ্টা করেন যাতে ফরাসী বিপ্লব ও তার পরবর্তী হিংসাত্মক ঘটনা ব্রিটেনে না ঘটে। সেজন্য শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রমিকশ্রেণী জন্মলাভ করেছিল তাদের কিছু কিছু স্বার্থরক্ষার জন্য কয়েকটি আইন প্রণীত হয়। প্রখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্ ডেভিড রিকার্ডো[৬] তাঁর নতুন যে অর্থনীতির বিশ্লেষণ ১৮১৭ সালে হাজির করেন তাতে উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমের বিশিষ্ট স্থান স্বীকৃত হয়। শিল্পভিত্তিক সমাজের আর্থ-সামাজিক সংগঠনে শ্রমিকশ্রেণীর গুরুত্ব স্বীকৃতি পায়। একক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নয়, বরং সমাজের সামগ্রিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সামাজিক প্রগতি সম্ভব এমন ধারণা এই সময় থেকেই ব্রিটেনে দেখা যেতে থাকে। "সমাজবাদ" (socialism) কথাটি ইতিমধ্যে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করেছে। যতদূর জানা যায়, ফরাসী সমাজ-দার্শনিক হেনরী সাঁ-শী-মোঁ[৭]-র শিষ্য পীয়ের লেরুক্স[৮] নামে জনৈক ফরাসী সাংবাদিক 'সমাজবাদ' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। ব্রিটেনে রিকার্ডোর অর্থনীতিকে অনুসরণ করে একদল ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্ নিজেদের "র্যাডিকাল" অর্থনীতির বক্তব্য হাজির করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন রাভেনস্টোন, টম্সন্, গ্রে, হজস্কিন্, ব্রে প্রমুখ তরুণ অর্থনীতিবিদ্গণ।[৯] এঁরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক পুঁজিবাদী সমাজ ও অর্থনীতির ধারণার সমালোচনা করেন এবং মোটামুটি এই বক্তব্য হাজির করতে থাকেন যে, সম্পদ উৎপাদনে সমাজের একটি সামগ্রিক ভূমিকা আছে এবং সেজন্য কারখানা ইত্যাদির মালিক ছাড়াও অন্যান্যরাও উৎপাদিত সম্পদের কিছু অংশের ন্যায্য দাবী করতে পারে। ১৮২০-র দশকে ব্রিটেনের কোন কোন শিল্পাঞ্চলে সীমিত আকারে শ্রমিক অসন্তোষের প্রকাশ হতে থাকে। রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে বেন্থাম[১০] তাঁর উপযোগিতাবাদ তত্ত্বের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যাপারে উপযোগিতার মাপকাঠিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার দাবী করতে থাকেন। বুর্জোয়া উদারনীতির নেতৃবৃন্দ শেষ পর্যন্ত ১৮৩২ সালে প্রথম শাসনতান্ত্রিক সংস্কার আইন প্রণয়ন করেন। এই আইনের মাধ্যমে সামন্ততন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে ইংলন্ডের রাষ্ট্রনীতিক অগ্রগতির সূচনা হল বলা যেতে পারে। কিন্তু ১৮৩২-এর রাষ্ট্র-

নীতিক সংস্কার ছিল সীমিত। শ্রমিকশ্রেণী এর মাধ্যমে তাদের কোন রকম অধিকার সুরক্ষিত হতে দেখেনি। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই তাদের দাবী-দাওয়া সম্বলিত একটি "দাবীপত্র" (charter) পার্লামেন্টের কাছে পেশ করে ইংলণ্ডে শ্রমজীবি মানুষের প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলনই "চার্টিস্ট আন্দোলন"[১১] (Chartist movement) নামে পরিচিত হয়।

ব্রিটেনে অষ্টাদশ শতকের শেষ দশক থেকেই এডমণ্ড বার্কে'র[১২] নেতৃত্বে বিপ্লব-বিরোধী সমাজদর্শন প্রচারিত হতে থাকে এবং ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমজীবি মানুষকে বিপ্লবের পথ থেকে নিরত করার জন্য সব রকম প্রচেষ্টা চালায়। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অবিচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ব্রিটেনে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন প্রচেষ্টার একটা বড় রকমের পরাজয় ঘটে ১৮৩৪ সালে। সুতরাং শ্রমজীবি মানুষ যখন চার্টিস্ট আন্দোলন শুরু করে তখন শ্রমিকশ্রেণীর আর্থনীতিক দাবী-দাওয়ার বদলে কিছু রাজনৈতিক দাবীকেই তুলে ধরে মূলত এই কারণে যে, এই দাবীগুলি সাধারণ মানুষের দাবী এবং কল-কারখানায় নিযুক্ত মানুষকে এই রাজনৈতিক আন্দোলনে টেনে আনা যাবে। তখনকার ব্রিটিশ রাজনীতিতে রক্ষণশীল "টোরি"[১৩] দলের বিরোধী "র‍্যাডিকাল" গোষ্ঠীভুক্ত[১৪] কয়েকজন পার্লামেন্টের সদস্যের সহযোগিতায় লণ্ডন শহরের কিছু শ্রমিক নেতা ১৮৩৮ সালে একটি "দাবী সনদ" (Charter of Demands) তৈরী করেন এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যে স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস্ ও বার্মিংহামের শ্রমিকরা তা সমর্থন করে। এই দাবী সনদে ছয়টি প্রধান দাবী জানানো হয়ঃ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, গোপনে ভোটদান বা "ব্যালট" ব্যবস্থা, পার্লামেন্টের সদস্যপদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য সম্পত্তি-ভিত্তিক যোগ্যতার অবসান, পার্লামেন্টের সদস্যদের জন্য ভাতা, সম-আয়তনের নির্বাচনী কেন্দ্র এবং পার্লামেন্টের বাৎসরিক অধিবেশন। এই আন্দোলনের নেতৃবর্গ তখনকার প্রচলিত অর্থে সমাজবাদী (socialist) বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর আর্থ-সামাজিক ক্ষোভকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের কোন নির্দিষ্ট আর্থনীতিক কার্যক্রম ছিল না। এমন কি, চার্টিস্ট আন্দোলনেরও কোন বিশিষ্ট তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল না। তখন যাঁরা 'দরিদ্র আইনে'র[১৫] (Poor Law) বিরোধিতা করছিলেন, শিল্প কারখানার সাংগঠনিক সংস্কার দাবী করছিলেন, বড় বড় শহরে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নগরগুলিতে নানা কারণে বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তাঁরা সকলে এবং ব্রিটিশ রাজনীতিতে র‍্যাডিকালপন্থীগণ, ব্রিটেনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সমর্থকবৃন্দ, এবং বিভিন্ন মতাদর্শাবলম্বী সমাজবাদীগণ সকলেই চার্টিস্ট আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। স্পষ্টতই এই আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে

কোন সাধারণ মতাদর্শের যোগসূত্র ছিল না। কিছুদিনের মধ্যে চার্টিস্ট নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক ব্যক্তিগত উচ্চাশার সংঘর্ষ দেখা দেয় ও কলহ শুরু হয়ে যায়। ফলে ১৮৪৮ সালের মধ্যেই জাতীয় স্তরে চার্টিস্ট আন্দোলনের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না।

চার্টিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা আর্নেস্ট জোনস্[১৬] এবং জর্জ হারনি[১৭] জমি জাতীয়করণ এবং উদ্বৃত্ত জমিতে শহরের শ্রমিকদের বসবাসের প্রস্তাব করেন। কিন্তু ব্রিটেনের তৎকালীন অর্থনীতি ও রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এই সময়কার অন্যান্য সমাজবাদী ধারণাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লুই ব্লাঁ[১৮], আওয়েন[১৯], ও মার্কসের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক ধারণা যেগুলি ব্রিটিশ জনগণের মধ্যে মোটেই গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি। অন্যদিকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের নির্বাধ মুনাফা আহরণের ফলে উদারনীতিক রাষ্ট্র এমন আর্থনীতিক ক্ষমতা অর্জন করে যার ফলে মুনাফার একাংশ দিয়ে রাজনৈতিক অধিকারপ্রাপ্ত জনগণের কিছু কিছু আর্থনীতিক দাবী-দাওয়া আংশিকভাবে মেটানো সম্ভব হয়। ফলে ১৮৫০-এর এবং ১৮৬০-এর দশকে ব্রিটেনে শ্রমিক আন্দোলনে ভাটা পড়ে, চার্টিস্টদের অস্তিত্ব প্রায় ছিলই না এবং সমাজবাদী ভাবধারা বেশি শোনা যায় না। পরে ১৮৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে ব্রিটিশ পুঁজিবাদে মন্দা দেখা দেয়, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বেকারীত্ব বাড়তে থাকে এবং বুর্জোয়া উদারনীতি শ্রমজীবি মানুষের মূল সমস্যাগুলির সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। শোনা যায়, এই সময় হেনরী হাইন্ডম্যান্[২০] আবার নতুন করে চার্টিস্ট আন্দোলনকে পুনর্জীবিত করার সম্ভাবনা নিয়ে কার্ল মার্কসের সঙ্গে আলোচনা করেন, কিন্তু এই ধরণের কোন আন্দোলনের সম্ভাব্য সাফল্য সম্পর্কে মার্কস্ তাঁর ব্যক্তিগত সন্দেহ প্রকাশ করেন। অর্থাৎ ১৮৭০ দশকের শেষদিকে ব্রিটেনে সমাজবাদী আন্দোলনের কোন আশু সম্ভাবনা দেখা যায় না।

কিছুটা পিছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে যে, অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের বক্তব্যে পুঁজিবাদ-ভিত্তিক উপযোগিতাবাদী সমাজদর্শনের প্রথম সমালোচনা করা হয়। পরে ডিকেন্সের[২১] ও হার্ডির[২২] উপন্যাসে সাধারণ মানুষের সামাজিক ও নৈতিক বঞ্চনার বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সময় সামাজিক মতাদর্শ হিসেবে পুঁজিবাদ-ভিত্তিক উপযোগিতাবাদের নৈতিক ও নান্দনিক অধঃপতনের তীব্র সমালোচনা করেন কার্লাইল[২৩], মরিস[২৪], কিংসলে[২৫], রাস্কিন[২৬] প্রমুখ চিন্তাবিদ্গণ। এঁরা সবাই ছিলেন তদানীন্তন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচক। যখন ১৮৭০-এর দশকে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে আর্থনীতিক সংকট তীব্রতর হতে

থাকল তখন ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিকতার সামাজিক-নৈতিক বোধ পুঁজিবাদভিত্তিক অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে আরম্ভ করে। উদারনৈতিক দলের পরিচালিত সরকার এই সংকটমোচনে ব্যর্থ হলে রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে কোন বিকল্পের সন্ধান জরুরী হয়ে পড়ে। এই সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে মূলতঃ আর্থনীতিক সংকট তীব্র সমাজচেতনাকে সমাজ-বাদের খাতে প্রবাহিত করে দেয়। সমাজবাদের প্রতি সাধারণ মানুষের যে আকর্ষণ জন্মায় তা আরও শক্তিশালী হয় এই সময়কার নবজাগ্রত ধর্মীয় এবং নৈতিক বোধের মাধ্যমে।

উদারনীতিক অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা শ্রমজীবি মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৮৮০-র দশকের প্রথম থেকেই ব্রিটেনে তরুণ বুদ্ধি-জীবি মহলে এবং শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে সমাজবাদ সম্পর্কে আগ্রহ জাগতে থাকে। ব্রিটেনে এই সময় সমাজের সমস্যাবলীর কারণ অনুসন্ধান ও সামাজিক প্রগতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে যাঁরা সক্রিয়ভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন হাইন্ডম্যান। তিনি সমাজবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মার্কসের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি সমাজবাদী আদর্শ রূপায়নের জন্য ১৮৮১ সালে সোসাল ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন নামে তাঁর নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলেন। সেই সময়কার অপর একটি সমাজবাদী সংগঠন হল সমাজবাদী লেখক উইলিয়ম মরিস-এর প্রভাবাধীন "সোসালিষ্ট লীগ"। ইংলন্ডে তখনকার তরুণ বুদ্ধি-জীবিদের চিন্তার ওপর তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল। সমাজবাদের মাধ্যমে কোন নৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে তা মরিসের কাছ থেকেই অনেকে শেখেন[১৭]।

এই সময় হাইন্ডম্যান ও অন্যান্য সমাজ-সচেতন তরুণ বুদ্ধিজীবিদের মননের ওপর আমেরিকান লেখক হেনরী জর্জের[১৮] লেখা *Progress and Poverty* (১৮৭৯) বইটি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। হাইন্ডম্যানের সংগঠনের সঙ্গে এই সময় যুক্ত ছিলেন কার্ল মার্কসের কন্যা ইলিনর মার্কস্, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের দত্তক কন্যা হেলেন টেলর, সমাজবাদী ইংরেজ লেখক উইলিয়ম মরিস ও আরো অনেক তরুণ বুদ্ধিজীবি। সোসাল ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন প্রচারিত ইস্তাহারে স্পষ্ট করে ঘোষণা করা হয় যে, মানুষের শ্রমই হল সকল সম্পদের উৎস, সুতরাং সম্পদের প্রকৃত মালিক হবে শ্রমিক শ্রেণী; সেই কারণে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থেই সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন ও আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। হাইন্ডম্যানের অতিমাত্রায় আত্মসচেতন ব্যক্তিত্বের দরুণ সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই সংগঠনটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় এবং একটি অংশ

'সোসালিস্ট লীগ' নামে পরিচিত হয়। এই সংগঠন দুটি শ্রমিক শ্রেণীকে কিছুটা আকৃষ্ট করতে পেরেছিল।

এই ধরণের ঘটনাবলীর পাশাপাশি দেখা যায় যে, কিছু কিছু মানবপ্রেমী (philanthropist) এবং ধর্মীয় নেতা এই সময় দরিদ্র ও শ্রমজীবি মানুষের দুঃখদুর্দশা সম্বন্ধে সচেতন হন এবং নানান কাজকর্মের মাধ্যমে দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষের উপকার করার জন্য এগিয়ে আসেন। তাঁরা বুর্জোয়া উদারনীতির ব্যর্থতাকে বিশ্লেষণ করে নতুন পথ নির্দেশ করেন নি, কিন্তু সমাজের নীচুতলার মানুষের দারিদ্র্য ও দুর্দশা মোচনের জন্য সীমিত প্রয়াসের মাধ্যমে সক্রিয় হয়েছিলেন। অন্যদিকে ১৮৬৭ সালে ব্রিটেনে ট্রেডস্ ইউনিয়ন কংগ্রেস (TUC) শ্রমজীবি মানুষের সংগ্রামের সাধারণ সংস্থা হিসেবে গঠিত হয়। অসংলগ্নভাবে কোথাও কোথাও শ্রমজীবিদের আন্দোলনও ছোট আকারে দেখা গিয়েছিল যদিও বৃহত্তর কোন শ্রমিক আন্দোলন তখন সম্ভব হয় নি। এই সকল শক্তির সম্মিলিত চাপেই শ্রমিক শ্রেণীর দু'একটি বিষয়ে স্বার্থরক্ষার জন্য উদারনীতিক রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে। এই সময় সমাজবাদ সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তা শুরু করেন তাঁদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন বা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কোন যোগ ছিল না। ব্রিটিশ অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থাও তাঁরা বুঝতে পারেন নি। ১৮৭৫ সালের পর থেকে ব্রিটিশ পুঁজিবাদ বিদেশে উচ্চতর মুনাফার লোভে পুঁজি রপ্তানি করতে থাকে এবং ফলে দেশের অভ্যন্তরে শিল্প মন্দা দেখা দেয়। উদারনীতিক শিক্ষা প্রসারের ফলে মানুষের আর্থ-সামাজিক দুরাবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তখনকার ইংলণ্ডের শিক্ষিত যুবসম্প্রদায় আদর্শের দিক দিয়ে ছিল মূলত মিল, স্পেনসার[২৯], কোঁৎ[৩০] এবং ডারউইনের[৩১] শিষ্য এবং হেনরী জর্জের *Progress and Poverty*-র ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত। এঁদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই মার্কস্-এঙ্গেলসের লেখার সঙ্গেও অল্পবিস্তর পরিচিত ছিলেন। সমাজবাদের ধারণা এঁদের মনে একটি আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক ন্যায়নীতির আদর্শ হিসেবে দেখা দেয় যদিও কিভাবে তার রূপায়ণ হবে এবং তার মূল চরিত্র কি সে সম্বন্ধে এঁদের খুব স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। ১৮৭০-এর শেষ ও ১৮৮০-এর শুরুতে ব্রিটেনের উল্লিখিত রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে ব্রিটিশ সমাজবাদী চিন্তা হিসেবে 'ফেবীয়' সমাজবাদের চিন্তাভাবনা শুরু হয়।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution): উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষের হস্তচালিত উপায়ের পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহার করার ফলে যে অভূত-পূর্ব আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটে তাকেই বলা হয় "শিল্প বিপ্লব"। আর্থনীতিক ঐতিহাসিকদের মতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ব্রিটেনে প্রথম শিল্প বিপ্লব শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, বিভিন্ন যন্ত্রের উদ্ভাবন ইত্যাদির সাহায্যে শিল্প বিপ্লব মানুষের জীবনধারাকেই আমূল পরিবর্তিত করে ফেলে। শিল্প বিপ্লবের ফলে উৎপাদন বাড়ে এবং সেইসঙ্গে জনসংখ্যাও দ্রুত বাড়তে থাকে।

২. ফরাসী বিপ্লব (French Revolution): পৃথিবীর ইতিহাসে অষ্টাদশ শতকের (1789) অন্যতম ঐতিহাসিক ঘটনা। উদারনীতি ও পুঁজিবাদের সমর্থকগণ এই বিপ্লবের মাধ্যমে সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে এবং ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশের অবসান হয়। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী এবং মানব অধিকারের আদর্শ প্রচার করলেও পরে বিপ্লব লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ পৃথিবীর অনেক দার্শনিক ও চিন্তাবিদ্‌দের অনুপ্রাণিত করে।

৩. মার্কস্ (Karl Heinrich Marx)—বিশ্ববিখ্যাত জার্মাণ দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী, এবং বিপ্লবী চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের হোতা (1818-83)। দর্শনের ক্ষেত্রে 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' মতের প্রবক্তা। পুঁজিবাদের বিশ্লেষক ও সমাজবাদের জনক হিসেবে বিখ্যাত। তাঁর সমাজদর্শন বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বা মার্কস্‌বাদ নামে পরিচিত।

৪. এঙ্গেলস্ (Friedrich Engels)—জার্মাণ দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী (1820-95)। আজীবন কার্ল মার্কসের অকৃত্রিম বন্ধু ও সহযোগী ছিলেন। তিরিশ বছর বয়স থেকে আমৃত্যু ইংল্যাণ্ডে বসবাস করেন এবং নিজস্ব শিল্প-কারখানা পরিচালনা করেন। মার্কসের সঙ্গে যুগ্মভাবে *Communist Manifesto* (1847) রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *Anti-Duehring* (1878) এবং *Origin of the Family, Private Property and the State* (1884)।

৫. জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill): প্রখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ্ (1806-73)। পিতৃবন্ধু বেন্থাম ও পিতা জেমস্ মিল কর্তৃক প্রচারিত উপযোগিতাবাদ তত্ত্বকে (utilitarianism) আরও মানবতামুখী করে ব্যাখ্যা করা জন স্টুয়ার্ট মিলের অন্যতম কৃতিত্ব। তিনি উদারনীতিক গণতন্ত্রের প্রসার ও সমাজ সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

তাঁর আর্থ-সামাজিক চিন্তা ব্রিটেনে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী চিন্তার সূত্রপাতে সাহায্য করে।

৬. ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo)—ব্রিটিশ ক্লাসিকাল অর্থনীতি-বিদ্ (1772—1823)। তাঁর রচিত *Principles of Political Economy and Taxation* (1817) অর্থনীতি শাস্ত্রের ইতিহাসে অন্যতম প্রভাবশালী গ্রন্থ।

৭. সাঁ-শী মোঁ (Claude Henri Comte de Saint-Simon) : প্রখ্যাত ফরাসী সমাজ দার্শনিক (1760—1825)। শিল্পবিপ্লবের সমর্থক ছিলেন। শিল্প বিকাশের মাধ্যমে এবং শিল্পপতি, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের নেতৃত্বে এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন যার উদ্দেশ্য হবে মানুষের সাধারণ মঙ্গল। অন্যতম 'কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদী' হিসেবে পরিচিত।

৮. পীয়ের লেরুক্স্ (Pierre Leroux)—ফরাসী সাংবাদিক (1797—1871)। ফ্রান্সে সমাজবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল।

৯. রিকার্ডোপন্থী সমাজবাদী র‍্যাডিকাল অর্থনীতিবিদ্‌গণের সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Brian Burkitt, *Radical Political Economy* (1984), ch. 3

১০. বেন্থাম (Jeremy Bentham)—ইংরেজ দার্শনিক (1748—1832)। উপযোগিতাবাদ বা ইউটিলিটেরিয়ানিজম্ নামে নতুন রাষ্ট্রদর্শনের প্রবক্তা। সহকর্মী জেমস্ মিল্-এর সহায়তায় "ওয়েস্টমিন্স্টার রিভিউ" নামক প্রভাবশালী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য "সর্বাধিক মানুষের সুখ" নীতিকে রূপায়ন করা।

১১. 'চার্টিস্ট' আন্দোলন (Chartist Movement)—ব্রিটেনে শ্রমিক অসন্তোষকে ভিত্তি করে ১৮৩৮ সালে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পার্লামেন্টের কাছে লিখিত দাবী সনদ (Charter of Demands) পেশ করে এই আন্দোলন শুরু হয়, কিন্তু সরকার নির্মমভাবে তা দমন করেন। পরে আরো একবার এই ধরণের আন্দোলন শুরু হয়, কিন্তু ১৮৪৮ সালের পর এই আন্দোলনের কোন অস্তিত্বই ছিল না। পরোক্ষভাবে এই আন্দোলন ব্রিটেনে শ্রমিক আন্দোলনের পূর্বসূরী। চার্টিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : G. D. H. Cole, *A History of Socialist Thought*, vol I, ch. XIII.

১২. বার্ক (Edmund Burke)—অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনের বিখ্যাত রাষ্ট্র-দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ্ (1729—97)। রক্ষণশীল রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম প্রবক্তা ও সুবক্তা। বিপ্লবের মাধ্যমে সামাজিক-রাষ্ট্রিক পরিবর্তন সাধনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না।

১৩. "টোরি" দল (Tory Party)—ইংলণ্ডে রাজা দ্বিতীয় জেমস্-এর সমর্থকগণ আনুমাণিক ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে এই রাজনৈতিক সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিপক্ষ 'হুইগ' দলের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা চলে অষ্টাদশ শতকের সব সময়েই। টোরী মতাবলম্বীগণ রাজা ও চার্চের প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে চান। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শুরু (১৮৩০-এর দশক) পর্যন্ত টোরি দলের রাজনৈতিক প্রাধান্য অটুট ছিল।

১৪. "র‍্যাডিকাল" গোষ্ঠী—ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীতে লিবারেল পার্টির মধ্যেই একটি অংশ গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদির সংস্কার ইত্যাদি কার্যক্রমের দাবীতে সরব হয়ে ওঠেন; এঁরা "র‍্যাডিক্যাল" নামে পরিচিত হন।

১৫. "পুওর ল" (Poor Law)—সমাজে দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের আর্থিক সাহায্য করার জন্য ব্রিটেনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৬০১ সালে এই আইন প্রণীত হয়। এই আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় প্রশাসন গড়ে ওঠে।

১৬. আর্নেষ্ট জোন্স (Ernest Jones) —বামপন্থী চার্টিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা (1819—69)। তাঁর সামাজিক পুনর্গঠনের ধারণা কার্ল মার্কসের ধারণার খুব কাছাকাছি ছিল। তিনি শ্রমিক সংগ্রাম ও শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন।

১৭. জর্জ হারনি (George Julian Harney)—কার্ল মার্কসের স্নেহভাজন ইংরেজ বিপ্লবী (1817—97)। তিনি ইউরোপ মহাদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতার পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজি ভাষায় "কম্যুনিষ্ট মেনিফেস্টো"র প্রথম ইংরেজি অনুবাদ (১৮৫০) প্রকাশ করেন। কিন্তু পুরোপুরিভাবে মার্কসের অনুগামী ছিলেন না। চার্টিষ্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব লাভের জন্য আর্নেষ্ট জোন্সের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

১৮. লুই ব্লাঁ (Louis Blanc)—উনিশ শতকের ফরাসী রাজনীতির নেতা ও চিন্তাবিদ্ (1811—82)। সমাজবাদী রাষ্ট্রদর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সমবায়ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। ১৮৪৮ সালে সরকারের পতন হলে ইংল্যাণ্ডে চলে যান এবং ১৮৭১ সালে তৃতীয় রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা হলে ফ্রান্সে ফিরে আসেন।

১৯. রবার্ট আওয়েন (Robert Owen)—ব্রিটিশ সমাজ সংস্কারক ও চিন্তাবিদ্ (1771—1858)। কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদী হিসেবে পরিচিত হন। নিউ লানার্ক নামক জায়গায় নিজ ব্যয়ে "আদর্শ সমাজ" গড়ে তোলার জন্য

প্রয়াসী হন। সমবায়ভিত্তিতে শ্রমিকদের দ্বারা শিল্প পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন।

২০. হেনরী হাইণ্ডম্যান (Henry Hyndman)—ব্রিটেনে সমাজবাদ প্রচারের অন্যতম পথিকৃৎ (1842—1921)। 'সোসাল ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন' নামে সমাজবাদী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা। তাঁর প্রণীত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *England for All* (1881); *Historical Basis of Socialism in England* (1883)।

২১. ডিকেন্স (Charles Dickens)—বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক (1812—70)। উনিশ শতকের ব্রিটিশ সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে অবিরাম প্রতিবাদ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *Oliver Twist* ; *Pickwick Papers* ; *Nicholas Nickleby* ; *Great Expectations* ; *A Tale of Two Cities* ইত্যাদি।

২২. হার্ডি (Thomas Hardy)—ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিক (1840—1928)। সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামে তাঁর লেখা প্রেরণা যোগায়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *Far from the Madding Crowd* ; *The Mayor of Casterbridge* ; *Tess of the D'urbervilles* ইত্যাদি।

২৩. কার্লাইল (Thomas Carlyle)—প্রখ্যাত ব্রিটিশ প্রবন্ধকার ও গ্রন্থকার (1795—1881)। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের তথাকথিত সাম্যের নীতিকে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *French Revolution* ; *Heroes and Hero-Worship* ইত্যাদি।

২৪. মরিস (William Morris)—ইংরেজ শিল্পী, লেখক ও সমাজবাদী চিন্তাবিদ্ (1834—96)। তাঁর কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদী চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় *A Dream of John Ball* ; *News from Nowhere* ইত্যাদি গ্রন্থে। তিনি সমাজবাদী আদর্শের নৈতিক ও নান্দনিক দিকের ওপর জোর দেন।

২৫. কিংসলে (Charles Kingsley)—ইংরেজ ধর্মযাজক ও গ্রন্থকার (1819—75)। ক্রীশ্চিয়ান সমাজবাদ মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।

২৬. রাস্কিন (John Ruskin)—বিদগ্ধ ইংরেজ সমালোচক ও সমাজ দার্শনিক (1819—1900)। শিল্প সমালোচনা থেকে আরম্ভ করে রাজনীতি, সমাজ সংস্কার, স্থাপত্য ইত্যাদি বিষয়ে বিশিষ্ট বক্তব্য উপস্থিত করেন।

২৭. এই প্রসঙ্গে গ্রাহাম ওয়ালাসের স্বীকৃতি স্মর্তব্য : "The rest of us are merely inventing methods of getting what we desire. William Morris taught us what to desire." (quoted in Ian Britain, *Fabianism and Culture*, Cambridge, 1982, p. 79)।

২৮. হেনরী জর্জ (Henry George)—উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমেরিকার অন্যতম অর্থনীতিবিদ্ (1839—97)। সারা জীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেও পাতি-বুর্জোয়া ভাবধারা ত্যাগ করতে পারেন নি। শ্রমিক শ্রেণীর দুঃখ মোচনের জন্য চিন্তাভাবনা করেন। রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ *Progress and Poverty* (1879)।

২৯. স্পেন্সার (Herbert Spencer)—ইংরেজ সমাজ দার্শনিক (1820–1903)। চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের সমর্থক। বিবর্তন-বাদকে তিনি বিশ্বজনীন ব্যাখ্যা হিসেবে প্রচার করেন।

৩০. অগুস্ত কোঁত্ (Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte)—প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ও সমাজ বিজ্ঞানী (1798—1857)। ফরাসী চিন্তানায়ক সাঁ-শী-মঁ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। Positive Philosophy-র প্রবক্তা এবং সমাজতত্ত্বের (sociology) জনক হিসেবে পরিচিত।

৩১. চার্লস ডারউইন (Charles Robert Darwin)—বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী (1809-82)। তিনি জীবজগতে বিবর্তনবাদের প্রবক্তা। তাঁর বিপুল গবেষণালব্ধ জ্ঞান যে সকল পুস্তকে বিধৃত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *On the Origin of Species* (1859)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফেবিয়ান সোসাইটি

ব্রিটেন ১৮৮০-র দশকের প্রারম্ভে যে আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক সংকটের সম্মুখীন হয় তার থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন সহজ পথ ইংলণ্ডের শিক্ষিত সম্প্রদায় খুঁজে পায় নি। এই সময় ১৮৮২-৮৩ সালে লণ্ডন শহরে কয়েকজন তরুণ বুদ্ধিজীবিদের কাছে টমাস ডেভিডসন[১] নামে একজন আমেরিকান মানবপ্রেমী সমাজ-দার্শনিক মানুষের নৈতিক পুনর্জাগরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। ডেভিডসন প্রথম জীবনে ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের একজন স্কুল শিক্ষক, পরে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন, এবং ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন। তিনি ইতালীর জনৈক রোমান ক্যাথলিক দার্শনিকের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং একটি নতুন শিক্ষাদর্শ প্রচারে উদ্যোগী হন। মানুষের নতুন মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন সমাজ গড়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে তিনি তাঁর কল্পিত সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির ও সমাজের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের স্বপ্ন দেখেন। তিনি মনে করেন যে, নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা হলেই নতুন মানবিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সংঘর্ষ কমে আসবে। ফলে একই সঙ্গে ব্যক্তির ও সমাজের প্রগতি সম্ভব হবে। তাঁর পূর্ববর্তী কোন কোন "কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদী"র[২] (utopian socialists) ধারাতেই ডেভিডসন তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। তাঁর বক্তৃতা যাঁরা শুনতে আসতেন তাঁদের মধ্যে অনেক রকমের মতাদর্শের লোক ছিল, যেমন কয়েকজন ছিলেন হাইণ্ডম্যানের সমাজবাদী অনুগামী, আবার কয়েকজন ছিলেন বিশুদ্ধ মানবপ্রেমী। আর কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা সমাজবাদের আদর্শকে তৎকালীন ব্রিটেনের পরিস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য আদর্শ বলে মনে করতেন কিন্তু তাঁরা হাইণ্ডম্যানের সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ সামাজিক প্রগতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার পক্ষপাতী ছিলেন। ডেভিডসনের প্রভাব প্রত্যেকের ওপর কিছু কিছু পড়ে। পারসিভাল চাব, হেবলক্ এলিস প্রমুখ কয়েকজন তাঁর মানবপ্রেমের দ্বারা আকৃষ্ট হন। তাঁরা গঠন করলেন "ফেলোশিপ অব্ দি নিউ লাইফ" নামে একটি সংগঠন যার মূল উদ্দেশ্য ছিল নিঃস্বার্থ মানবপ্রেম ও জ্ঞানের মাধ্যমে ব্যক্তি মানুষের উন্নতি সাধন করা এবং তার মাধ্যমে সমাজকে প্রগতির পরবর্তী ধাপে উন্নীত করা। আর তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে

ফ্রাঙ্ক পোডমোর[৬]-এর মতো সমাজবাদী ও হাইন্ডম্যান-অনুগামীরা পর পরই গঠন করলেন অন্য একটি সংগঠন যার নাম হল "ফেবিয়ান সোসাইটি"। ফেবিয়ান সোসাইটির আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী। ঐদিন যে সভায় "ফেলোশিপ্ অব্ দি নিউ লাইফ" থেকে বেরিয়ে এসে "ফেবিয়ান সোসাইটি" নামে পৃথক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয় সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ফ্রাঙ্ক পোডমোর, এডওয়ার্ড পীজ্[৪] এবং হিউবার্ট ব্ল্যান্ড[৫]-এর নাম উল্লেখ-যোগ্য। পরবর্তী কালে যাঁদের 'ফেবীয়' সমাজবাদের নেতৃস্থানীয় প্রবক্তারূপে দেখা যায় তাঁরা কেউই এই প্রথম দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন না।[৬] সোসাইটি গঠিত হওয়ার দু'এক বছরের মধ্যে একে একে যোগদান করেন জর্জ বার্নার্ড শ[৭], সিডনী ওয়েব[৮], সিডনি ওলিভিয়র[৯], গ্রাহাম ওয়ালাস্[১০], উইলিয়ম ক্লার্ক[১১], শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত[১২] প্রমুখ তরুণ বুদ্ধিজীবির দল। ব্রিটেনে এই সময় মার্কস্-এঙ্গেলসের লেখা বুদ্ধিজীবি মহলে বহুল প্রচারিত ছিল না; তখন মূলত হাইন্ডম্যানের মাধ্যমেই মার্কসীয় চিন্তা-ভাবনা ব্রিটিশ সমাজবাদীদের মধ্যে প্রচারিত হয়।[১৩] সুতরাং ফেবিয়ান সোসাইটি গঠনের প্রথম পর্যায়ে প্রাথমিক উদ্যোক্তাদের ওপর বিশেষভাবে যাঁদের প্রভাব পড়েছিল তাঁরা হলেন দুজন আমেরিকান: এঁদের একজন হলেন হেনরী জর্জ যাঁর থেকে তাঁরা পেয়েছিলেন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার আর্থনীতিক পুনর্গঠনের সাধারণ ধ্যানধারণা ও কার্যক্রম, এবং অন্যজন হলেন টমাস ডেভিডসন যাঁর কাছ থেকে তাঁরা লাভ করেন সমাজ সংস্কারে মানব প্রেমের ভূমিকা সম্বন্ধে গভীর প্রত্যয়।[১৪]

১৮৮২ সালে হেনরী জর্জ লন্ডনে জমির জাতীয়করণ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন তা শুনে বার্নার্ড শ' প্রথম সমাজবাদী মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। আর ১৮৮৩ সালের শেষ দিকে যখন ফেবিয়ান সোসাইটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা তখন সোসাইটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয় যে, "society based on the 'competitive system' should be reconstructed in such a manner as to secure the *general welfare* and *happiness*. Thc society should be reconstituted in accordance with the ***highest moral possibilities***."[১৫] (*italics added*)। এখানে ফেবীয় চিন্তার ওপর ডেভিডসনের প্রভাব সুস্পষ্ট।[১৬]

সামাজিক প্রগতির পথে কোথায় বাধা রয়েছে এবং শান্তিপূর্ণভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে কি ভাবে আর্থ-সামাজিক অসাম্য দূর করে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায় এই চিন্তা ভাবনা থেকেই ফেবীয় সমাজবাদীদের নিজস্ব সমাজ-দর্শনের জন্ম হয়। পুঁজিবাদের প্রভাবাধীন তদানীন্তন ব্রিটিশ সমাজকে

পরিবর্তন করার জন্য গ্রহণযোগ্য কার্যকৌশলের (strategy) কথা ভাবতে গিয়ে ফেবিয়ান সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যগণ প্রাচীন কালের রোমক সেনাধ্যক্ষ ফেবিয়াস[১৭] অনুসৃত রণকৌশলকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রতিপক্ষের প্রবল পরাক্রান্ত সেনাধ্যক্ষ হ্যানিবলের[১৮] বিপুল সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে রোমের সৈন্য চালনা করতে গিয়ে ফেবিয়াস সম্মুখ সমর এড়িয়ে যাওয়ার রণকৌশল গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রথমে বিশাল এবং প্রবল প্রতিপক্ষের সৈন্যবাহিনীকে ঘুরে ঘুরে এবং অপেক্ষা করে করে শক্তিক্ষয় করতে দিতেন এবং পরে শত্রুসৈন্য তার দুর্বলতম মুহূর্তে উপস্থিত হলে তাকে সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করতেন। এইভাবে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফেবিয়াস প্রতিপক্ষের বিপুল সৈন্য বাহিনীকে বিপর্যস্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় সংকল্পবদ্ধ তরুণ ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবির দল পুঁজিবাদকে প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষ শক্তি হিসেবে দেখেন এবং তুলনায় নিজেদের শক্তি-সম্পদ ক্ষুদ্র বিবেচনা করায় ফেবিয়াসের রণকৌশলের অনুকরণে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রাম এড়াতে চেয়েছিলেন। সুতরাং তাঁরা প্রথমে ধীরে ধীরে সমাজবাদের আদর্শ ও তার গুণাবলীর কথা প্রচার করে সমাজবাদের সপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে এবং পরে সুযোগ মত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তার দুর্বলতম অবস্থায় আঘাত হানতে মনস্থ করেন। ফেবিয়াসের রণকৌশলকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন বলেই তাঁরা নিজেদের সংস্থাটির নাম দেন "ফেবিয়ান সোসাইটি" এবং তাঁদের প্রচারিত ব্রিটিশ সমাজবাদের চিন্তাধারা 'ফেবীয়' সমাজবাদ বলে পরিচিত হয়। ফেবিয়ান সোসাইটি প্রকাশিত প্রথম পুস্তিকার নাম-শীর্ষক পৃষ্ঠায় (title page) এই ধরণের নামকরণের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা সংযুক্ত হয়ঃ

"For the right moment you must wait, as Fabius did most patiently, when warring against Hannibal, though many censured his delays, but when the time comes you must strike hard, as Fabius did, or your waiting will be in vain, and fruitless". অবশ্য ফেবিয়ান সোসাইটির ইতিহাসে ফেবীয় সমাজবাদীগণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কঠোরভাবে আঘাত করেছেন এরকম কখনই দেখা যায় নি। সামাজিক-রাষ্ট্রিক বিবর্তনের পথ অনুসরণ করে তাঁরা শুধু অপেক্ষাই করে গেলেন।

ফেবিয়ান সোসাইটিতে প্রথম দিকে যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন শিক্ষাদীক্ষা, বুদ্ধি ও মননের দিক থেকে বেন্থাম ও মিলের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক দর্শনের অনুসারী। এছাড়া, ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক্[১৯] ও স্পেন্সার এবং ফরাসী সমাজ-দার্শনিক কোৎ-এর কিছু প্রভাবও

তাঁদের ওপর পড়তে দেখা যায়। ফলে ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রদর্শনের ঐতিহ্য থেকে ফেবীয় সমাজবাদীগণ কিছুতেই সরে আসতে রাজী হন না। অন্যদিকে অপর দুই বিকল্প রাষ্ট্রাদর্শ, 'নৈরাজ্যবাদ'[২০] অথবা হাইণ্ডম্যান-প্রচারিত মার্কসবাদ, তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। সেই সময় ফেবীয় সমাজবাদীগণ মার্কসীয় বক্তব্যের সঙ্গে একেবারেই অপরিচিত ছিলেন তা নয় এবং এ কখনও সত্য নয় যে মার্কসীয় বক্তব্যকে উপেক্ষা করে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সমাজবাদী ধারণা গড়ে তুলেছিলেন। এঁদের অনেকেই মার্কস্-এঙ্গেলসের লেখা পড়েছিলেন এবং নিজেদের পাক্ষিক আলোচনা সভায় সে সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তাঁরা হাইণ্ডম্যান-প্রদত্ত মার্কসবাদের ব্যাখ্যার সঙ্গে তো বিশেষভাবেই পরিচিত ছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক যে, ১৮৮০-র দশকের প্রথমার্ধে মার্কস্-এঙ্গেলসের দর্শনতত্ত্বাশ্রিত লেখাগুলি বা ইতিহাসের কার্যকারণ সম্পর্কিত তত্ত্বগুলি* ইংরেজিতে অনুবাদিত হয় নি এবং সেগুলি ফেবীয় মহলে অপরিচিত ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদের আলোচনা বা ব্রিটিশ আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে মার্কস্ ও এঙ্গেলসের বিভিন্ন রচনার† সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ফেবিয়ানদের কারো কারো পরিচয় ছিল।[২১]

'ফেবিয়ান সোসাইটি' নাম দিয়ে পৃথক সংগঠন যাঁরা প্রথম গঠন করেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন ব্রিটেনের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। ফেবীয় সমাজবাদী আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্যদের নগণ্য অংশ ছিল শ্রমিকশ্রেণীর মানুষ।[২২] সোসাইটির জন্মের পর থেকে প্রায় তিন দশক ধরে অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এই সংস্থাটি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি নেতৃত্বের দ্বারাই পুরোপুরি প্রভাবিত হয়। প্রথম দু বছর হাইণ্ডম্যানের কোন কোন অনুগামী যাঁরা সোস্যাল ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের সদস্য ছিলেন তাঁরা একই সঙ্গে ফেবিয়ান সোসাইটিরও সদস্য ছিলেন। এই দুই সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন হয়ে যায় ১৮৮৬-৮৭ সালে। মোটামুটি তারপর থেকেই ফেবীয় গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় সদস্যগণ নিজেদের সমাজবাদ সম্পর্কে নিজস্ব ধ্যানধারণাকে একটি তাত্ত্বিক রূপ দেওয়ার জন্য প্রয়াসী হন।

এই সংস্থাটির প্রস্তুতি পর্বে অর্থাৎ প্রথম চার-পাঁচ বছরের মধ্যে যাঁরা এর কাজকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ফ্রাঙ্ক

---

* যেমন, *German Ideology. A Critique of Political Economy, Ludwig Feuerbach, Anti-Duehring* ইত্যাদি।

† যেমন, *Capital* vol I, *Civil War in France, Socialism : Utopian and Scientific, The Conditions of the Working Classes in England* ইত্যাদি।

পোডমোর, জর্জ বার্ণার্ড শ, সিডনী ওয়েব, সিডনী অলিভিয়র, গ্রাহাম ওয়ালাস, এডওয়ার্ড পীজ, অ্যানি বেশান্ত, উইলিয়ম ক্লার্ক ও হিউবার্ট ব্র্যান্ড। এঁরা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। বার্ণার্ড শ' ছিলেন লেখক ও নাট্যকার, ওয়েব ও অলিভিয়র ব্রিটিশ সরকারের উপনিবেশ সংক্রান্ত দপ্তরে কাজ করতেন, গ্রাহাম ওয়ালাস ছিলেন রাষ্ট্রদর্শন ও অর্থনীতির অধ্যাপক, হিউবার্ট ব্র্যান্ড নিজস্ব ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ না করায় পুঁজিবাদের অদক্ষতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সমাজবাদের সমর্থক হন এবং সাংবাদিক হিসেবে "সানডে ক্রনিকল্" পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পোডমোর ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং পোস্ট অফিসের কর্মচারী, উইলিয়ম ক্লার্ক ছিলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও তিনি সমাজবাদের পক্ষে সাংবাদিকতায় নিযুক্ত ছিলেন, অ্যানি বেশান্ত ছিলেন 'র‍্যাডিক্যাল' পন্থী রাজনৈতিক কর্মী। স্বভাবে প্রচারবিমুখ এডওয়ার্ড পীজ প্রথম থেকেই সোসাইটির সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন এবং একটানা পঞ্চান্ন বছর ধরে ঐ পদে আসীন ছিলেন। সিডনী ওয়েবের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যই ছিল যখনই তিনি কোন প্রশ্নের আলোচনা করতেন তখন তিনি তার 'প্রশাসনিক' উত্তর খোঁজবার চেষ্টা করতেন। তাঁর মানসিক গঠন ছিল একজন রাষ্ট্রীয় আমলার মতো, এবং তাঁর ধারণাগুলিকে তিনি প্রশাসনিক প্রয়োজনের অর্থেই গড়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। বার্ণার্ড শ'য়ের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ওয়েবের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সমাজবাদকে তিনি সমাজ প্রশাসনের সমস্যা অথবা মানুষের সামাজিক প্রয়োজনের পরিবর্তন হিসেবে দেখেন নি। রাষ্ট্রের কাজকর্মে অধিকতর সুবিধা ও দক্ষতা আনার জন্যই তিনি সমাজবাদের প্রয়োজন বোধ করেন। রাষ্ট্রের কাজকর্মের ওপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি খুব একটা গুরুত্ব দিতেন না ; সমাজবাদী নীতি-নির্ধারণে এবং নীতি-রূপায়নে তিনি দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের ওপর নির্ভর করার পক্ষপাতী ছিলেন।

ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্যগণ প্রায়ই হাম্পস্টেড হিস্টোরিক ক্লাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করতেন এবং পারস্পরিক দার্শনিক-আর্থনীতিক -রাষ্ট্রনীতিক চিন্তাভাবনা আদান-প্রদান করতেন। ফেবিয়ান সোসাইটি গঠনের প্রথম দিকে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সংস্কারের নৈতিক প্রয়োজনীয়তার কথাই এঁদের আলোচনায় প্রাধান্য পেত। সোসাইটির প্রচারপত্রগুলিতে রাস্কিন ও মরিসের কথা প্রায়ই উদ্ধৃত হতো। সদস্যদের মধ্যে সিডনী ওয়েব ছিলেন জন্ স্টুয়ার্ট মিলের মন্ত্রশিষ্য, অলিভিয়র ছিলেন কোঁৎ-এর সমাজদর্শনে বিশ্বাসী, ব্র্যান্ড ছিলেন রক্ষণশীলতার সমর্থক ও উদারনীতিক অর্থনীতির বিরোধী। প্রথম দিকে ফেবীয় গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক বক্তব্য খুব স্পষ্ট ছিল না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অসাম্য সৃষ্টি হয়, সুতরাং পুঁজিবাদের অবসান করে

সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁদের মূল বক্তব্য। কিন্তু ঠিক কোন্ পথে এবং কোন্ উপায় অবলম্বন করে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে তাঁদের ধারণার মধ্যে ঐক্যমত ছিল না, এমন কি প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝিরও সৃষ্টি হয়। পীজ, অলিভিয়র, ওয়েব এবং ক্লার্ক সরাসরি সোস্যাল ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের কৌশলনীতির সমালোচনা করেন, কিন্তু ব্ল্যান্ড ও বার্নার্ড শ' ফেডারেশনের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। পরে শ্রীমতী বিয়াট্রিস ওয়েবের[23] মাধ্যমে হার্বার্ট স্পেন্সারের বিবর্তনবাদী সমাজদর্শন ফেবিয়ান সোসাইটির সামাজিক প্রগতি সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

মোটামুটিভাবে ১৮৯০ সালের পর থেকে ফেবিয়ান সোসাইটির দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। এই পর্বে যাঁরা ফেবিয়ান সোসাইটিতে যোগ দেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন মিস্ বিয়াট্রিস্ পটার। তিনি ১৮৯২ সালে সোসাইটির সদস্যা হন এবং অল্পদিনের মধ্যে সোসাইটির আলোচনা সভাগুলিতে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। মিস্ পটার ছিলেন ধনী পিতার দুহিতা এবং অত্যন্ত সুরূপা। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে দৈহিক সৌন্দর্যের সঙ্গে এক ধরণের কঠিন অভিজাত ঔদ্ধত্য মেশানো ছিল। তিনি নিজের দাবীতেই ছিলেন একজন সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষক। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সিডনী ওয়েবের ঘনিষ্ঠ হন এবং পরে ওয়েবকে বিবাহ করেন। তারপর থেকে ওয়েব দম্পতি ফেবিয়ান সোসাইটির কার্যক্রম স্থিরীকরণ ও রূপায়ণে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন। বার্ণার্ড শ তাঁর বিশিষ্ট বাচনভঙ্গীতে বিয়াট্রিস্ ওয়েবকে "a rich, spoiled, arrogant young woman with more beauty than brain" বলে বর্ণনা করেন। এই ব্যাপারে জি. ডি. এইচ. কোল বলেছেন, বিয়াট্রিসের মধ্যে একটা "জন্মগত ঔদ্ধত্য" (inborn arrogance) ছিল, এবং যাঁদের তিনি "বোকা" (stupid) বলে মনে করতেন তাদের সম্বন্ধে বিশ্রী রকমের রূঢ় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতেন।[24] মূলত শ্রীমতী ওয়েবের প্রভাবেই ফেবিয়ান সোসাইটি কখনই শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেনি এবং শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদেরও ফেবিয়ান সোসাইটির নেতৃত্বে আসতে দেওয়া হয়নি। কল-কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে বিয়াট্রিস ওয়েবের এমন এক ধরণের অবিশ্বাস ছিল যা প্রায় ঘৃণার পর্যায়ে পড়ে।

ফেবিয়ান সোসাইটির বিকাশের দ্বিতীয় পর্বে আরো যাঁরা এসে যোগ দেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এইচ্.জি. ওয়েলস্,[25] ভার্জিনিয়া উল্ফ,[26] র‍্যাম্জে ম্যাক্ডোনাল্ড,[27] কেয়ার হার্ডি,[28] পেথিক-লরেন্স,[29] এবং জি. ডি. এইচ্. কোল।[30] পরবর্তীকালে এঁদের অনেকেই ব্রিটিশ শ্রমিক দলের নেতৃপদে আসীন

হন এবং ফেবিয়ান সোসাইটিও কালক্রমে শ্রমিক দলের স্বীকৃত গবেষণা ও প্রচার সংস্থায় পরিণত হয়।

১৮৯০ সাল পর্যন্ত ফেবিয়ান সোসাইটি ছিল মূলত এমন একটি সক্রিয় সংগঠন যার কাজকর্ম প্রধানত লন্ডন শহরের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইংলন্ডের ও স্কটল্যান্ডের কোন কোন শহরে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু সদস্য থাকলেও সোসাইটির প্রাণকেন্দ্র ছিল লন্ডন। ১৮৯০ সালে তার সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭৩ এবং এক বছরের মধ্যে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৬১ ; পরে ১৮৯২ সালে সদস্য সংখ্যা হয় ৫৪১ এবং ১৮৯৩ সালে হয় ৬৪০। এই সময় ব্রিটেনের বিভিন্ন স্থানে সোসাইটির ৭৪টি শাখা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ; এমন কি অস্ট্রেলিয়ায় ও ভারতে একটি করে স্থানীয় ফেবিয়ান সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩১] লন্ডনের মূল ফেবিয়ান সোসাইটি অবশ্য কোন শাখাসংস্থা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। ১৮৮৫-৮৬ থেকে ১৮৯০-৯১ সালের মধ্যে ফেবিয়ান সোসাইটির সম্প্রসারণ ঘটে মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, এই সময়ে সমাজবাদের ধারণা ব্রিটেনে দ্রুত প্রসার লাভ করে। ১৮৮৫-র পর থেকে শিল্পে বেকারী বাড়তে থাকে। একটি হিসাব থেকে দেখা যায়, ১৮৮২ সালে দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে কর্মহীন বা বেকারের সংখ্যা ছিল মোট শ্রমিকসংখ্যার ২.৩ শতাংশ এবং ১৮৮৬ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ১০.২ শতাংশ।[৩২] অ-দক্ষ এবং অর্ধ-দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে বেকারীত্ব ছিল আরো বেশি। জোশেফ চেম্বারলেন[৩৩] ও চার্লস্ ডিল্‌কের[৩৪] নেতৃত্বে লিবারেল পার্টি'র "র‍্যাডিকাল" অংশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য যে আন্দোলন করছিলেন তা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল যখন ১৮৮৬ সালে "আয়ার্লান্ডের প্রশ্নে"[৩৫] চেম্বারলেন দলত্যাগ করেন এবং একই বছরে বিবাহ বিচ্ছেদ-জনিত ব্যক্তিগত কারণে ডিল্‌কের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেল। ব্রিটিশ রাজনীতিতে 'র‍্যাডিকাল'পন্থীরা এইভাবে হঠাৎ নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ায় তাদের একটি অংশ সমাজবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন ; কেউ কেউ নৈরাজ্যবাদ বা অন্য কোন বামপন্থী মতবাদকে গ্রহণ করেন। মোটামুটিভাবে ১৮৮৬ সালের পর থেকেই ব্রিটেনে সমাজবাদ ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে এবং সমাজবাদী ভাবধারার অনুগামীদের নেতৃত্বে শীঘ্রই "নব শ্রমিক আন্দোলন" (New Unionism)[৩৬] আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের নেতারা শ্রমিকের "কাজের অধিকার" অর্জন করার পক্ষে সরকারের নৈতিক দায়িত্বের কথা প্রচার করেন এবং সেই সঙ্গে ন্যূনতম মজুরী ও আট ঘণ্টার শ্রমদিবসের জন্য দাবীকে সমর্থন করেন। ১৮৮৬-৮৭ সালে ইংলন্ডে কিছু কিছু বিক্ষিপ্তভাবে সংগঠিত হিংসাত্মক শ্রমিক অসন্তোষ দেখা যায়। তখন ভদ্র-সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ফেবীয় নেতাগণ আতঙ্কিত হয়ে বিপ্লববিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়ত, ১৮৮৯ সালে বিখ্যাত 'লন্ডন ডক ধর্মঘটের' পর থেকে "নিউ য়ুনিয়নিজম্" শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে এবং সমাজবাদের আদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে। এই সময় পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ও সমাজবাদের পক্ষে ফেবিয়ান সোসাইটির যুক্তি-তর্ক ও গবেষণামূলক কাজকর্ম শ্রমিক আন্দোলনকে সহায়তা করে এবং ফেবীয় মতবাদ জনপ্রিয় হওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু ফেবীয় নেতৃবৃন্দ শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে ঢুকতে চান নি এবং পারেনও নি। পরে ১৮৯৩ সালে "ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি"[৩৭] প্রতিষ্ঠিত হলে ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণী ক্রমশই তার প্রভাবে চলে যেতে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ১৮৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকেই ব্রিটিশ রাজনীতিতে অনেকগুলি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট উপস্থিত হয়। হেনরী জর্জের ধ্যানধারণায় অনুপ্রেরিত এবং মিল-স্পেন্সারের গণতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বাস- ফেবিয়ান সোসাইটির তরুণ বুদ্ধিজীবিগণ ১৮৮৫ সাল থেকেই বুঝতে পারছিলেন যে, রক্ষণশীল 'কনজারভেটিভ পার্টি' ও উদারনীতিক 'লিবারেল পার্টি' উভয়ের কার্যক্রমের বিরোধিতা করার জন্য ব্রিটিশ রাজনীতিতে একটি সমাজবাদী শক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং সমাজবাদ ছাড়া ব্রিটেনের সামাজিক প্রগতির কোন সম্ভাবনা নেই। একই সঙ্গে তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, কোন রকম হিংসাত্মক কার্যক্রমের কথা বললে ব্রিটেনের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক সমর্থন পাওয়া যাবে না। সুতরাং সমাজবাদের আদর্শকে ব্রিটিশ সমাজের বৃহত্তম অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য করার কথা তাঁরা ভাবতে আরম্ভ করেন। সমাজবাদের জন্য সংগ্রামকে সফল করার জন্য 'সমাজবাদ' সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মন থেকে ভয় বা আশংকা দূর করার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বুঝতে পারেন। তাঁরা এমন-ভাবে সমাজবাদের তত্ত্ব গড়ে তোলেন এবং তাঁদের কার্যক্রমের বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজবাদী সমাজব্যবস্থার ছবি আঁকেন যাতে যে কোন শিক্ষিত ব্রিটিশ নাগরিকের পক্ষেই সমাজবাদের আদর্শ গ্রহণ করা কোন বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করবে না। মূলত 'সমাজবাদ' বলতে সমাজের অলস ধনী শ্রেণীর বিরুদ্ধে সার্বিক সংগ্রামকেই তাঁরা বোঝাতে চেয়েছিলেন। ফেবীয় সমাজবাদের উদ্ভব সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ'য়ের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে :

It was in 1885 that Fabian Society, amid the jeers of the catastrophists, turned its back on the barricades and made up its mind to turn heroic defeat into prosaic success. We set ourselves two definite tasks : first, to provide a parliamentary program (sic) for a Prime Minister converted to Socialism as Peel was converted to Free Trade ; and second, to make it as easy

and matter-of-course for the ordinary respectable Englishman to be a Socialist as to be a Liberal or a Conservative···Membership of the Fabian Society, though it involves an avowal of Socialism, excites no more comment than membership of the Society of Friends, or even the Church of England...Socialism, on its aggressive side, is, and always has been, an attack on idleness."[৩৮]

ফেবিয়ান সোসাইটি ১৮৮৯ সালে "সমাজবাদ" সম্বন্ধে তাঁদের সামগ্রিক বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে প্রথম উপস্থিত করেন *Essays in Fabian Socialism* গ্রন্থটিতে।[৩৯] ফেবীয় সমাজবাদ সম্বন্ধে এটাই হল আকর গ্রন্থ। এর প্রথম সংস্করণের (১৮৮৯) ভূমিকায় বলা হয় যে, "···the writers are all Social Democrats, with a common conviction of the necessity of vesting the organization of industry and the material of production in a state identified with the whole people by complete Democracy." অর্থাৎ ফেবীয় সমাজবাদে রাষ্ট্রযন্ত্র বর্তমান থাকবে কিন্তু তা হবে সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক এবং সামাজিক উৎপাদনের পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগঠনের ওপর। বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করার জন্য অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেননি। হিংসাত্মক পথে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ধারণা যে ব্রিটেনের অধিকাংশ মানুষকে সমাজবাদের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে সে বিষয়ে তাঁরা নিঃসংশয় ছিলেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ব্রিটেনে যতই 'কাউণ্টি কাউন্সিলে'র অথবা 'এডুকেশন অথরিটি'র মতো স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলি গড়ে উঠতে থাকবে ততই ফেবীয় সমাজবাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষকে দিনে দিনে সমাজবাদের জন্য 'ব্যর্থ উৎসাহী' ('futile enthusiast') থেকে 'যোগ্য ফেবীয়পন্থীতে' ('useful Fabian') পরিণত করা যাবে। ফেবীয় সমাজবাদের আকর গ্রন্থটিতে সমাজবাদের বিভিন্ন ধরণের ভিত্তি (আর্থনীতিক, ঐতিহাসিক, শিল্পসংক্রান্ত, নৈতিক), সমাজ সংগঠনে সম্পত্তি ও শিল্পের ভূমিকা, এবং সামাজিক গণতন্ত্রে রূপান্তরের বিভিন্ন সমস্যা ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বার্ণার্ড শ, সিডনী ওয়েব, উইলিয়ম ক্লার্ক, সিডনী অলিভিয়র, গ্রাহাম ওয়ালাস, অ্যানি বেশান্ত, এবং হিউবার্ট ব্ল্যাণ্ড। এখানে তাঁরা নিজেদের "authoritative teacher of Socialism" না বলে সমাজবাদ সম্পর্কে "communicative learner" হিসেবে দেখেতে চেয়েছেন। ফেবীয় সমাজবাদের প্রাথমিক বক্তব্য এঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায়।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. ডেভিডসন (Thomas Davidson)—স্কটল্যাণ্ডের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি (1840—1900)। প্রথম জীবনে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পরে ধর্মীয় জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন। রোমে পোপের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করেন এবং পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে The Fellowship of New Life আন্দোলন শুরু করেন। সমসাময়িকদের কাছে তিনি "ভ্রাম্যমান পণ্ডিত" (the wandering scholar) নামে পরিচিত ছিলেন।

২. কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদী (utopian socialists)—মার্কস-পূর্ববর্তী সমাজবাদীগণ পুঁজিবাদের অসম বণ্টননীতির ও তজ্জনিত সমাজে দারিদ্র্য ও নোংরামির প্রচণ্ড সমালোচনা করেন, এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের নীতিতে সমাজ পুনর্গঠনের নিজ নিজ পরিকল্পনা পেশ করেন। এঁদের আলোচনার অধিকাংশই ছিল কল্পনাপ্রসূত। সাঁ-শী-মোঁ, রবার্ট ফুরিয়ে প্রমুখ ব্যক্তিগণ এঁদের প্রতিনিধিস্থানীয়।

৩. ফ্রাংক পোডমোর (Frank Podmore)—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (1856—1910) এবং ব্রিটিশ পোস্ট অফিসে কর্মরত ছিলেন।

৪. এডওয়ার্ড পীজ্ (Edward Reynolds Pease)—ফেবিয়ান সোসাইটির জন্মলগ্ন থেকেই সদস্য (1857—1955)। দীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর ধরে (1884—1939) সোসাইটির কার্যকরী সমিতির সদস্য এবং তেইশ বছর (1890—1913) তিনি সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *The History of the Fabian Society* (1925)।

৫. হিউবার্ট ব্ল্যাণ্ড (Hubert Bland)—তিনি ইংরেজ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং পেশায় ছিলেন সাংবাদিক (1856—1914)। সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক বিষয়ে কয়েকটি পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। ফেবিয়ান সোসাটির উৎসাহী সদস্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য।

৬. A. M. McBriar, *Fabian Socialism and English Politics 1884—1918* (1962), pp. 2-3.

৭. বার্নার্ড শ' (George Bernard Shaw)—জন্ম আয়ারল্যাণ্ডে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডেই প্রায় সারা জীবন অতিবাহিত করেন। ইংরাজীতে নাট্যকার প্রবন্ধকার (1856—1950) হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। সাতাশ বছর (1884—1911) ফেবিয়ান সোসাইটির কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অনেক মননশীল প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করেন।

৮. সিডনী ওয়েব (Sidney James Webb)—ইংরেজ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি (1859—1947)। ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ব্রিটিশ সিভিল

সার্ভিসে যোগ দেন। লণ্ডন সিটি কাউন্সিল ও লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিলে দীর্ঘকাল সদস্য ছিলেন। ১৯২২ সালে লেবার পার্টির প্রার্থী হিসেবে কমন্স সভায় নির্বাচিত হন এবং ১৯২৪ সালে মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯২৯ সালে Baron Passfield নামে সম্মানিত হন। ফেবিয়ান সোসাইটির প্রথম সারির তাত্ত্বিক নেতা।

৯. সিডনী অলিভিয়র (Sydney Olivier)—ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্য (1859—1943)। সোসাইটির পক্ষ থেকে তিনিই প্রথম আর্থনীতিক বক্তব্য তুলে ধরেন *Capital and Labour* (1888) পুস্তকটিতে।

১০. গ্রাহাম ওয়ালাস (Graham Wallas)—রাষ্ট্রদর্শনের অধ্যাপক (1858—1932)। রাষ্ট্রনীতিক মনোবিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ। দীর্ঘকাল (1886—1904) ফেবিয়ান সোসাইটির কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন।

১১. উইলিয়ম ক্লার্ক (William Clarke)—পেশায় রাজনৈতিক সাংবাদিক (1852—1901)। কিছুদিন *Progressive Review* নামক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে কয়েকটি পুস্তিকা লেখেন।

১২. শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত (Annie Besant)—ইংল্যান্ডে র‍্যাডিকাল আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ও সমাজ সংস্কারক (1847—1933)। পরে ভারতবর্ষে আসেন, ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী হন। রাজনীতি ক্ষেত্রে অবসর নেওয়ার পর থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভানেত্রী হন।

১৩. মার্কসের 'দাস কাপিটাল' (*Das Kapital*) গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে। তবে এর কিছু আগেই বার্নার্ড শ 'কাপিটাল' গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদ পড়েছিলেন বলে জানা যায়।

১৪. G. Lichtheim, *A Short History of Socialism*, p. 202

১৫. E. R. Pease, *The History of Fabian Society* (London : Frank Cass, 1963), pp. 31—32.

১৬. ফেবিয়ান সোসাইটির প্রথম প্রজন্মের ওপর ডেভিডসনের প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : W. Wolfe, *From Radicalism to Socialism* (Yale University Press, 1963), pp. 151—68.

১৭. ফেবিয়াস (Quintus Fabius Maximus Cunctator)—প্রাচীন রোমের সেনাপতি ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্ যিনি কার্থেজের বীর যোদ্ধা হ্যানিবলের বিশাল সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সাবধানতার সঙ্গে সময়ক্ষেপ করার কৌশল (delaying tactics) প্রয়োগ করে সামরিক খ্যাতি অর্জন করেন, সেইজন্য তিনি "Cunctator" (অর্থাৎ delayer) নামে পরিচিত হন। তিনি পাঁচবার

'কন্সাল' (consul) নিযুক্ত হন। খ্রীঃ পূঃ ২১৭ অব্দে তিনি রোমের 'ডিক্টেটর' (dictator) নিযুক্ত হন। আনুমানিক ২০৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৮. হানিবল (Hannibal)—প্রাচীন কার্থেজের বিখ্যাত সেনাপতি (247—182 B. C.)। দুর্লঙ্ঘ্য আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করে রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন, দুটি যুদ্ধে রোমানদের পরাজিত করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোম নগরী দখল করতে পারেন নি। পরে কার্থেজের শাসক পদে বৃত হন। রোমান শক্তির চাপে শেষ পর্যন্ত কার্থেজ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন।

১৯. জন লক্ (John Locke)—ইংরেজ দার্শনিক (1632—1704)। দর্শন শাস্ত্রের চর্চায় অভিজ্ঞতাবাদের (empiricism) অন্যতম প্রবক্তা। ইংল্যাণ্ডে বুর্জোয়াদের পরিচালিত ১৬৮৮ সালের "গৌরবময় বিপ্লবের" (Glorious Revolution) সমর্থক এবং আধুনিক উদারনীতিক গণতন্ত্রের মুখ্য প্রবক্তা।

২০. নৈরাজ্যবাদ (Anarchism)—উনিশ শতকের একটি বিশেষ রাষ্ট্রদর্শন যার মূল বক্তব্য হল রাষ্ট্রের বিলুপ্তি না ঘটালে ব্যক্তির স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে না। প্রধান প্রবক্তাদের অন্যতম উইলিয়ম গডউইন, প্রুধোঁ, বাকুনিন ও ক্রোপোটকিন।

২১. A. M. McBriar, op. cit, p. 11.

২২. এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : E. Hobsbawm, *Labouring Men : Studies in the History of Labour* (London : Weidenfeld and Nicolson. 1964), pp. 255—59.

২৩. (শ্রীমতী) বিয়াট্রিস্ ওয়েব (Martha Beatrice Webb ne'e Potter)—উচ্চবিত্ত ইংরেজ পরিবারে জন্ম। মূলত সমাজ বিজ্ঞানের গবেষক (1858—1943), মিস্ পটার ১৮৯২ সালে ফেবীয় নেতা সিডনী ওয়েবকে বিবাহ করেন। ওয়েব দম্পতীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ রচিত হয়। তিনি Poor Law Commission (1905—09)-এর সদস্যা ছিলেন।

২৪. G. D. H. Cole, *A History of Socialist Thought* (London : Macmillan, 1956), vol III, p. 21!

২৫. এইচ্. জি. ওয়েলস্ (Herbert George Wells)—বিশিষ্ট ইংরেজ বুদ্ধিজীবি ও বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাসের লেখক (1866—1946)। ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্য হন ১৯০৩ সালে এবং সোসাইটির প্রথম যুগের নেতাদের বিরোধিতা করে নতুন নীতি দাবী করেন। ১৯০৯ সালে সোসাইটি থেকে

পদত্যাগ করেন। তাঁর রচিত সমাজবাদী সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *A Modern Utopia* (1905) এবং *New World for Old* (1908)।

২৬. ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ (Virginia Adelaine Woolf)—ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও সমালোচক (1882—1941).

২৭. র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড (James Ramsay MacDonald)—ব্রিটিশ শ্রমিক দলের নেতা (1866—1937) যিনি দু'বার প্রধানমন্ত্রী হন।

২৮. কেয়ার হার্ডি (James Keir Hardie)—ব্রিটেনে শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ (1856—1915)। ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৯৩) এবং ১৯০৬ সালে ব্রিটিশ লেবার পার্টি গঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। হাউস্‌ অব্‌ কমন্সে লেবার পার্টির নেতা (1906—07)।

২৯. পেথিক-লরেন্স (Frederick William Pethick-Lawrence)—ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্‌ ও গ্রন্থকার (1871—1961)। ইটন স্কুল ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং পরে ব্রিটিশ শ্রমিক দলের সঙ্গে যুক্ত হন। পার্লামেন্টে শ্রমিক দলের সদস্য হন (1923—31 এবং 1935—50)। ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধে নিযুক্ত "রাউন্ড টেবিলের" সদস্য (1931) এবং ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় Secretary of State for India and Burma (1945—47) হিসাবে কাজ করেন।

৩০. জি. ডি. এইচ. কোল (George Douglas Howard Cole)—অর্থনীতি ও রাষ্ট্রদর্শনের অধ্যাপক (1889—1959)। প্রথম জীবনে ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্য ছিলেন। পরে গীল্ড সমাজবাদের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত হন। শেষ জীবনে ফেবিয়ান সোসাইটিতে পুনরায় যোগদান করেন।

৩১. G. D. H. Cole, *A History of Socialist Thought*, vol. III, pp. 127-28.

৩২. *ibid*

৩৩. জোশেফ চেম্বারলেন (Joseph Chamberlain)—ব্রিটেনে পৌর শাসন আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ও লিবারেল পার্টির নেতা (1836—1914)। আয়ারল্যান্ডের প্রশ্নে গ্ল্যাডস্টোন মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন এবং "লিবারেল ইউনিয়নিস্ট" নামে নিজস্ব অনুগামীদের সংঘবদ্ধ করেন। পরে আবার মন্ত্রী হন (1893—1903)। ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক নীতির সমর্থক ছিলেন।

৩৪. চার্লস ডিল্‌ক্‌ (Sir Charles Wentworth Dilke)—ব্রিটিশ রাজনীতিতে লিবারেল পার্টির মধ্যে 'র‍্যাডিকাল' পন্থী নেতা (1843—1911)।

সংসদীয় সংস্কার, পৌর শাসনে ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ, ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সমর্থন জানান। ১৮৮৫ সালে বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যাপারে তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবনের কার্যত অবসান হয়।

৩৫. আয়ারল্যান্ড প্রশ্ন (The Irish Question)—গ্ল্যাডস্টোনের নেতৃত্বাধীন লিবারেল পার্টি আয়ারল্যাণ্ডের স্বায়ত্তশাসন বা 'হোম রুলে'র দাবী মেনে নিলে তার প্রতিবাদে লিবারেল পার্টি থেকে জোশেফ চেম্বারলেন পদত্যাগ করেন এবং "লিবারেল ইউনিয়নিষ্ট" নামে পৃথক একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। আয়ারল্যান্ড সংক্রান্ত এই রাজনৈতিক বিতর্কিত বিষয়টিই ব্রিটিশ রাজনীতিতে Irish Question নামে পরিচিত।

৩৬. "নিউ য়ুনিয়নিজম্" বলতে ব্রিটেনে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট ও ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনকে বোঝায় না। জন্ বার্নস্ (১৮৫৯—১৯৪১), টম্ মান (১৮৫৬—১৯৪১), বেন্ টিলেট (১৮৬০—১৯৪৩) প্রমুখ শ্রমিক আন্দোলনের নেতারা এই সময় চেষ্টা করেন যাতে শ্রমিক আন্দোলন কোন রাজনৈতিক দলের কুক্ষিগত না হয়। রাজনৈতিক দলগুলির অভিভাবকত্ব থেকে শ্রমিক আন্দোলনকে মুক্ত করাই ছিল "নিউ য়ুনিয়নিজমে"র লক্ষ্য। এই আন্দোলনের অধিকাংশ নেতাই ছিলেন সমাজবাদী ভাবধারার অনুগামী।

৩৭. ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি —ব্রিটেনের শ্রমিক নেতা জেমস্ কেয়ার হার্ডি'র নেতৃত্বে ১৮৯৩ সালে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক মঞ্চ হিসাবে এই সংস্থাটি ছিল ব্রিটিশ লেবার পার্টির পূর্বসূরী কন্জারভেটিভ ও লিবারেল উভয় দলের প্রভাব থেকে শ্রমিক আন্দোলনকে মুক্ত করা এবং শ্রমিকের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মজুরীর দাবীকে আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল এই সংস্থার উদ্দেশ্য।

৩৮. G. B. Shaw's preface to *The Fabian Essays in Socialism* (1889), ed. G. B. Shaw (1908 reprint)।

৩৯. George Bernard Shaw (ed.), *Fabian Essays in Socialism* (London : Fabian Society in collaboration with George Allen & Unwin, 1889)।

তৃতীয় অধ্যায়

ফেবীয় কার্যক্রম

ফেবিয়ান সোসাইটির তরুণ বুদ্ধিজীবিগণ প্রথম দিকে হাইণ্ডম্যানের নেতৃত্বে কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হাইণ্ডম্যানের মেজাজের সঙ্গে তাল রাখা খুবই মুস্কিল হয়। পরে ১৮৮৬ সালে শ্রমিকদের সহিংস দাঙ্গাকে হাইণ্ডম্যান সমর্থন করলে ফেবীয়পন্থীদের সঙ্গে তাঁর মত পার্থক্য দেখা দেয়। এর পর থেকে ফেবীয় সমাজবাদীগণ কোনমতেই সহিংস পথে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় রাজী হননি, কেননা এ পথে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে পেঁছান যাবে না। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের বিবেকের কাছে আবেদন করলে এবং তার সামাজিক বোধ জাগ্রত করতে পারলে মানুষ স্বেচ্ছায় সমাজবাদের পক্ষে চলে আসবে এবং কোন সহিংস বিপ্লবের বা জোরজবরদস্তির প্রয়োজনই হবে না। ১৮৮৬ সালের প্রথম দিকে এ বিষয়ে সিডনী ওয়েব পরিষ্কারভাবেই তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেন:

"...We preach Socialism as a faith, as a scientific theory, as a judgment of morality on the facts of life. Socialism suffers if identified with any particular scheme, or even with Collectivism itself. In this, as in many other cases, we find the public are so much concerned with details, that they miss the principle: they cannot see the forest for the trees. Indeed, it is no more fair to identify Socialism with Collectivism than it would be to identify Christianity with Primitive Methodism or with the teachings of the Plymouth Brethren."[১]

হিউবার্ট ব্ল্যাণ্ডের মতো 'বামপন্থী' ফেবীয় নেতাও শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব সাধনের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ফেবীয় মতের সমর্থক *The Practical Socialist* মাসিক পত্রিকায় (অক্টোবর ১৮৮৬) ব্ল্যাণ্ডের মন্তব্য: "...the hope of revolution arising out of the 'increasing misery' of the working class and a revolt of the unemployed was futile"। তাঁর মতে বড় বড় বৈপ্লবিক কথাবার্তা বেশি না বলে প্রকৃত সমাজবাদীর উচিত 'শিক্ষিত শ্রমিকদের' নিজস্ব দল গঠন করা এবং গঠনমূলক

আইন প্রণয়নের জন্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা। এই মূল কাজগুলো করা না হলে হঠাৎ কোন রাষ্ট্রিক বিপ্লব সম্ভব হবে না।[২]

১৮৮৬ সালের শেষ দিকে 'ফেবিয়ান পার্লামেন্টারী লীগ' নামে ফেবিয়ান সোসাইটির একটি সহযোগী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। পার্লামেন্টারী লীগের যে ইস্তাহার ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয় সেটাই ছিল ফেবীয়গোষ্ঠীর সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার পথ সম্বন্ধে প্রথম স্পষ্ট ঘোষণা। এই ইস্তাহারে উল্লেখ করা হয়, কি ভাবে ইউরোপ ও আমেরিকায় সমাজবাদী দলগুলি বিভিন্ন স্তরে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করতে সমর্থ হচ্ছে। সুতরাং ব্রিটিশ সমাজবাদীদেরও উচিত রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের সঙ্গে নিজেদের রাজনীতিক উপায়ে যুক্ত করা এবং সেজন্য বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসনমূলক পৌর সংস্থার মাধ্যমে সমাজবাদীদের কাজ করার সুযোগ আছে। পরবর্তীকালে এই ধারণাই রূপান্তরিত হয় পৌর সমাজবাদ বা মিউনিসিপ্যাল সোশালিজমের কার্যক্রমে।

লণ্ডনের র‍্যাডিক্যাল গোষ্ঠীর সঙ্গে ফেবীয় সমাজবাদীদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয় ১৮৮৬-৮৭ সালে প্রধানত অ্যানি বেশান্তের প্রচেষ্টার মাধ্যমে। শ্রীমতী বেশান্ত নিজে আগে র‍্যাডিক্যাল গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন এবং পরে তিনি ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্যা হন। র‍্যাডিক্যাল মতবাদ ও ফেবীয় মতবাদের মধ্যে সংযোগসূত্র হিসাবে যে কার্যক্রম সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল তা হল র‍্যাডি-কালদের প্রস্তাবিত করনীতি (taxation policy)। অনুপার্জিত আয়ের ওপর কর বসাতে পারলে সহজেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা যাবে এই ধরণের র‍্যাডিকাল আর্থনীতিক ধারণা ফেবীয় তাত্ত্বিকগণ সহজেই গ্রহণ করেন। হেনরী জর্জ অনেক আগেই এই ধরণের ধারণা প্রচার করেন।

ফেবীয় সমাজবাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমও মোটামুটি লণ্ডনের র‍্যাডিকাল মহল থেকে এসেছিল। সেটি হল পৌরায়নের (municipalisation) কার্যক্রম। রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করার আগে পৌর সংস্থায় কর্তৃত্ব অর্জন করা সহজসাধ্য, সুতরাং সমাজবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পৌরস্তর থেকে শুরু করলে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা সহজসাধ্য হবে বলে তাঁরা মনে করতেন। এই সময় থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত র‍্যাডিকাল ও অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে একযোগে ফেবীয় নেতৃবৃন্দ কাজ করেন ব্রিটেনের বৃহত্তম পৌরসংস্থা "লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিল" (সংক্ষেপে LCC) গঠন করা, পরিচালনা করা এবং তার মাধ্যমে কতকগুলি সেবা বা প্রকল্পকে পৌর মালিকানা ও পরিচালনার অধীনে আনার জন্য।[৩] একই সঙ্গে ব্রিটেনের অন্যান্য শহরের পৌরসংস্থাগুলিতেও ফেবীয় সমাজবাদীদের সাধ্যমত সক্রিয় থাকতে দেখা যায়।

১৮৮৭-থেকে ১৮৯১ সালের মধ্যে প্রকাশিত ফেবিয়ান সোসাইটির পুস্তিকা-গুলি থেকে দেখা যায় যে, ফেবীয় সমাজবাদের একটি মোটামুটি রূপরেখা এই সময় স্পষ্ট হয়। ফেবিয়ান সোসাইটির সমাজবাদের কার্যক্রমকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসন যন্ত্রের উন্নতি সাধন। দ্বিতীয়ত, সমাজের সকল শ্রেণীর, বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর, কল্যাণবর্ধনের জন্য প্রশাসনিক ক্ষমতার সম্প্রসারণ। তৃতীয়ত, সমাজে আর্থ-সামাজিক অসাম্য দূরীকরণের জন্য বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ। চতুর্থত, অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ যেমন, জাতীয় সৈন্য বাহিনী (national militia) গঠন করা, আয়ার্ল্যান্ডের জন্য "হোম রুল" দাবীকে সমর্থন করা, ইত্যাদি।

ফেবিয়ান সোসাইটি কর্তৃক প্রচারিত এই সময়কার প্রস্তাবিত আর্থনীতিক-রাষ্ট্রনীতিক কার্যক্রমের বিশদ আলোচনা করলে দেখা যায় যে, নানান্ ধরণের প্রস্তাব ফেবীয় সমাজবাদীদের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হোত। এই ধরণের প্রস্তাবগুলির মধ্যে ছিল ঃ পার্লামেন্টের লর্ড সভায় বংশানুক্রমিক সদস্যপদের অবসান করা ; কমন্স সভার নির্বাচন ব্যবস্থার অধিকতর গণতন্ত্রীকরণ করা ; স্ত্রীজাতিকে ভোটদানের মত রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা ; পার্লামেন্টের সদস্যদের বেতন ও ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা ; শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ যাতে সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে সেজন্য রাষ্ট্র কর্তৃক নির্বাচনী ব্যয় বহন করা ; স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সংস্কার, পুনর্গঠন ও গণতন্ত্রীকরণ করা ; শ্রমিক কল্যাণের জন্য নতুন "কারখানা আইন" প্রণয়ন করা ; আইনের মাধ্যমে শ্রমিকের কাজের সময় সীমা আট ঘণ্টায় সীমিত করা ; রেলপথ, জাতীয় জলপথ ও কয়লাখনিগুলিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পরিচালনার অধীনে আনা ; জল সরবরাহ, গ্যাস সরবরাহ, ট্রাম পরিবহন, বাজার পরিচালন ও বন্দর পরিচালন পৌর কর্তৃত্বের অধীনে আনা ; এবং সর্বোপরি, বেকারীত্বের কষ্ট লাঘবের জন্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নতুন কর্মসুযোগ সৃষ্টি করা এবং কর্মপ্রাপ্তির সম্প্রসারণ ঘটানো।[৪]

যখন শ্রমজীবি আন্দোলনের কিছু নেতা 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি' গঠন করেন (১৮৯৩), তখন ফেবীয় সমাজবাদীগণ স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে এই প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন। আবার ব্রিটিশ লেবার পার্টি গঠনের প্রথম ধাপ হিসেবে যখন "লেবার রিপ্রেজেন্টেশন কমিটি"[৫] গঠন করা হয় (১৯০০) তখনও তার প্রথম অধিবেশনে ফেবিয়ান সোসাইটির প্রতিনিধি যোগ দেন। কিন্তু ফেবিয়ান সোসাইটি সব সময়ই শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে সমাজবাদী ভাবধারা প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করে। আজ পর্যন্ত

ফেবিয়ান সোসাইটি ব্রিটিশ লেবার পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেও তার নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রেখেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

আর্থনীতিক তত্ত্ব

বিভিন্ন পেশায় এবং কাজে কর্মরত তরুণ বুদ্ধিজীবিদের নিয়েই ফেবিয়ান সোসাইটি গঠিত হয়েছিল, ফলে সোসাইটির সদস্যদের মানসিকতায় ও দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে পুরোপুরি ঐক্য প্রথম দিকে ছিল না। সামাজিক প্রগতির গতি-প্রকৃতি, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক, রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রভৃতি অনেক মূল বিষয়ে নেতৃস্থানীয় ফেবিয়ানদের মধ্যে মতৈক্যের অভাব ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁরা বুঝেছিলেন যে, মার্কসবাদের মতো একটি সামগ্রিক সমাজদর্শন এবং অর্থনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে গেলে বা ব্রিটেনকে মুক্ত রাখতে হলে এবং ফেবিয়ান সোসাইটির বক্তব্যকে ব্রিটেনের বুদ্ধিজীবিমহলে গ্রহণযোগ্য করতে হলে ফেবীয় সমাজবাদের একটি তাত্ত্বিক কাঠামো গঠন করা প্রয়োজন। ১৮৮৯ সালে জর্জ বার্নাড শ'য়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত *Fabian Essays in Socialism* বইটিতে ফেবীয় সমাজবাদ সম্পর্কে এই ধরণের একটি সামগ্রিক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা দেখা যায়।

ফেবীয় সমাজবাদের তাত্ত্বিক কাঠামোর ভরকেন্দ্র ছিল তার আর্থনীতিক তত্ত্ব। জর্জ বার্নার্ড শ'য়ের ওপর দায়িত্ব পড়ে ফেবীয় আর্থনীতিক তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেওয়ার। এই ব্যাপারে সিডনী ওয়েব, গ্রাহাম ওয়ালাস্ এবং সিডনী অলিভিয়ার তাঁকে সাহায্য করেন। সোসাইটি গঠন করার প্রথম থেকেই তাঁরা এ বিষয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করেন। ক্লাসিকাল অর্থনীতি ও মার্কসীয় অর্থনীতি এই দু'ধরণের ধারণা সম্পর্কে ফেবিয়ান সোসাইটির অধিবেশনগুলিতে কিছু কিছু আলোচনা হত, কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট আর্থনীতিক তত্ত্বের ওপর সমাজবাদের পক্ষে ফেবিয়ান বক্তব্যকে দাঁড় করানো প্রথম দিকে সম্ভব হয় নি। শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির আলোচনায় 'খাজনা'র (rent) ধারণাকে কি ভাবে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে তাঁরা ভেবেছিলেন, কিন্তু মূল্যতত্ত্বের মোটামুটি যুক্তিগ্রাহ্য কোন বক্তব্য প্রথম দিকে ছিল না। এই বিষয়ে বার্নার্ড শ'য়ের স্বীকারোক্তি লক্ষণীয়ঃ

"In 1885 we used to prate about Marx's theory of value and Lassallcan iron law of wages as if it were still in 1870. In spite of Henry George, no socialist seemed to have any working

knowledge of the theory of economic rent ; its application ot skilled labour was so unheard of that the expression "rent of ability" was received with laughter when the Fabians first introduced it into their lectures and discussions ; and, as for the modern theory of value, it was scouted as a blasphemy against Marx"[১]।

বার্নার্ড শ' এই সময় নিয়মিতভাবে Hampstead Historic Club-এর পাক্ষিক আলোচনা সভাগুলিতে যোগ দিতেন এবং সেখানেই অর্থনীতির তাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁর আগ্রহ জন্মায়। তখনকার বেশ কিছু অর্থনীতিবিদ্ এবং অর্থনীতির অধ্যাপকের সঙ্গে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। তিনি নিজে প্রথমে হেনরী জর্জের এবং পরে কার্ল মার্কসের আর্থনীতিক ধ্যানধারণার দ্বারা প্রভাবিত হন, কিন্তু এই প্রভাব ছিল ক্ষণস্থায়ী। ১৮৮৪-৮৫ সালে বার্নার্ড শ ও সিডনী ওয়েবের সঙ্গে আর্থনীতিক বিষয়ে অর্থনীতিবিদ্ স্ট্যানলি জেভন্স[২] -এর অনুগামী রেভারেণ্ড ফিলিপ উইক্‌স্টীডের[৩] দীর্ঘ আলোচনা হয়। সমাজ-বাদী পত্রিকা *Today*-র পাতায় উইক্‌স্টীড মার্কসীয় আর্থনীতিক তত্ত্বের যে সমালোচনা করেন বার্নার্ড শ ও সিডনী ওয়েব তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বার্নার্ড শ তখন মার্কস্ অপেক্ষা উইক্‌স্টীডের বক্তব্যকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। ফলে মার্কস্ মূল্য তত্ত্বের যে শ্রমভিত্তিক ব্যাখ্যা (labour theory of value) দেন তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ফেবীয় সমাজবাদীদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। মার্কস্-প্রদত্ত "উদ্বৃত্ত মূল্যের" (surplus value) ব্যাখ্যাকে উইক্‌স্টীড গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নি। তিনি দেখাতে চান যে, 'শ্রমশক্তি'র (labour force) মূল্য কোন বস্তুর উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত শ্রমের পরিমাণের সাহায্যে নির্ধারিত হয় না ; সুতরাং পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্রেতা যখন 'শ্রম শক্তি'র মূল্য দিয়ে কোন দ্রব্য কেনেন তখন ক্রেতা যে সেই দ্রব্যটির ভোগের মাধ্যমে কোন 'উদ্বৃত্ত মূল্য' ভোগ করছেন তা প্রমাণিত হয় না। উইক্‌স্টীডের এই সমালোচনা বার্নার্ড শ প্রমুখ ফেবীয় তাত্ত্বিকদের আর্থনীতিক ধারণাকে প্রভাবিত করে।

ফেবীয় মতাবলম্বীগণ যে মার্কসীয় আর্থনীতিক ধারণাকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার পেছনে একটি কারণ ছিল লণ্ডনের তৎকালীন রাজনীতি। ১৮৮৬-৮৭ সাল নাগাদ মার্কসীয় তত্ত্বের সঙ্গে হাইণ্ডম্যান ও তাঁর নেতৃত্বাধীন সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের রাজনীতিকে এক করে দেখার প্রবণতা লণ্ডনের রাজনীতিতে লক্ষ্য করা যায়। এই সময় লণ্ডনের 'র‍্যাডিকাল' পন্থীরা সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের রাজনীতি থেকে নিজেদের দূরে

সরিয়ে নিয়ে যায় এবং রাজনীতিক কার্যক্ষেত্রে ফেডারেশনের ব্যর্থতাকে মার্কসীয় তত্ত্বের ত্রুটির প্রমাণ হিসাবে দেখানর চেষ্টা হয়। লণ্ডনের 'র‍্যাডিকাল' রাজনীতি মহলে ফেবীয় সমাজবাদীদের 'অনুপ্রবেশ করা' (permeate) সহজসাধ্য করার জন্যই ফেবীয় তাত্ত্বিকদের কাছে মার্কসীয় তত্ত্বের বিরোধিতা করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। অন্যদিকে, এই সময় ব্রিটেনের বুদ্ধিজীবি মহলে ডেভিড রিকার্ডো, জন ষ্টুয়ার্ট মিল ও হেনরী জর্জের আর্থনীতিক ধারণাগুলি মোটা-মুটিভাবে গৃহীত হয়েছিল। ফলে সমাজবাদের পক্ষে আর্থনীতিক যুক্তি হিসাবে ফেবিয়ান সোসাইটির তাত্ত্বিকদের কাছে রিকার্ডো ও মিল-এর আর্থনীতিক ধারণা অনেক বেশি গ্রহণীয় বলে প্রতিভাত হয়। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সমাজবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার মার্কসীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে তাঁদের ধারণা দৃঢ়মূল হয়। কিন্তু পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য তাঁদের দেখাতেই হয় যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক তার উৎপাদনের পূর্ণমূল্য ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং মার্কসের বক্তব্য গ্রহণ না করলেও কোন এক ধরণের 'উদ্বৃত্ত মূল্য' (surplus value) সম্পর্কিত তত্ত্বের প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেন।

জেভন্স প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণের 'প্রান্তিক উপযোগিতা' (marginal utility) তত্ত্ব ফেবীয় তাত্ত্বিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। কারণ, প্রান্তিক উপযোগিতা তত্ত্বানুযায়ী মনে করা হয় যে, উৎপাদনের উপাদান হিসেবে পুঁজি (capital) এবং শ্রম (labour) উভয়েই কোন বিশেষ অবস্থায় সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ দানের আনুপাতিক হিসেবে যথাক্রমে সুদ (interest) এবং মজুরী (wage) লাভ করে। এই ধরণের তত্ত্ব মেনে নিলে পুঁজিবাদী উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় শ্রমিকের বঞ্চনা (exploitation) প্রমাণিত হয় না। সুতরাং ফেবিয়ান সোসাইটির আর্থনীতিক তত্ত্ব গড়ে তোলার জন্য অর্থনীতির আলোচনায় 'খাজনা'র (rent) ধারণার প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট হন এবং রিকার্ডো-প্রবর্তিত 'খাজনা তত্ত্ব'-কে পুঁজিবাদী শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে ফেবীয় তাত্ত্বিকগণ তাঁদের নিজস্ব 'খাজনা তত্ত্ব' (theory of rent) উপস্থিত করেন।

মূলতঃ বার্নার্ড শ, সিডনী ওয়েব, গ্রাহাম ওয়ালাস ও সিডনী অলিভিয়ারের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের যুক্ত প্রচেষ্টায় ফেবীয় আর্থ-নীতিক তত্ত্বের মূল বক্তব্য গড়ে ওঠে ১৮৮৬ থেকে ১৮৮৮ সালের মধ্যে। এঁদের মধ্যে বার্নার্ড শ এবং ওয়ালাস প্রথমদিকে মার্কসীয় তত্ত্বের বক্তব্য দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন,[৪] কিন্তু সিডনী ওয়েব গোড়া থেকেই জন ষ্টুয়ার্ট মিল-এর মূল্যতত্ত্বকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য তাঁরা সকলেই 'উদ্বৃত্ত

মূল্য' সম্বন্ধে কোন এক ধরণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করার জন্য উৎসাহিত ছিলেন, কেননা সমাজবাদী হিসাবে তাঁদের পক্ষে প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিল যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজের কোন অংশই তার ন্যায্য প্রাপ্য পায় না এবং সামাজিক ন্যায়বিচার (social justice) লাভ করতে হলে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন আছে। ফেবিয়ান সোসাইটির পক্ষে আর্থনীতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে সিডনী ওয়েবের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় লন্ডনের *Quarterly Journal of Economics* পত্রিকায় (জানুয়ারী ১৮৮৮)। পরে সর্বসাধারণের বোধগম্য রূপে সহজভাবে ফেবীয় আর্থনীতিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন বার্নার্ড শ তাঁর সম্পাদিত *Fabian Essays in Socialism* (১৮৮৯) গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে। পরে এই গ্রন্থটির ১৯২০ সালে যে সংস্করণ প্রকাশিত হয় তার ভূমিকায় সিডনী ওয়েব মন্তব্য করেন যে, ফেবীয় আর্থনীতিক তত্ত্ব খুবই দেশোপযোগী ও কালোপযোগী ছিল। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য : "The part of the book that comes most triumphantly through the ordeal···is... the economic analysis···Tested by a whole generation of further experience and criticism, I conclude that in 1889, we knew our Political Economy, and that our Political Economy was sound."

ফেবীয় আর্থনীতিক তত্ত্বের মূল হল তার 'খাজনা তত্ত্ব' (theory of rent) যার জনক হিসেবে কৃতিত্ব দেওয়া হয় সিডনী ওয়েব ও সিডনী অলিভিয়রকে এবং এই তত্ত্ব ফেবিয়ান সোসাইটির স্বীকৃতি পায় ১৮৮৮ সালে[৫]। "ওয়েব, বার্নার্ড শ, এবং ওয়ালাস মনে করতেন যে, ফেবিয়ান সোসাইটির 'খাজনা তত্ত্ব' সমাজবাদী আর্থনীতিক চিন্তার ইতিহাসে একটি বিশেষ সংযোজন।[৬]

ফেবিয়ান তাত্ত্বিকদের মতে, পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষকে যে অবিচার ও বঞ্চনা ভোগ করতে হয় তার মূলে রয়েছে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হাতে "অনুপার্জিত আয়" (unearned income)। অনুপার্জিত আয়ের ধারণাকে ব্যাখ্যা করে তাঁরা দেখান যে, সম্পত্তির অলস মালিক শুধু তার ব্যক্তিগত মালিকানার কারণেই এই ধরণের আয় ভোগ করে ; এই আয় উপার্জনের জন্য মালিককে কোন রকম প্রচেষ্টা বা পরিশ্রম করতে হয় না। রিকার্ডো ও মিল-এর অনুকরণে এই 'অনুপার্জিত আয়'কেই ফেবিয়ান আর্থনীতিক তত্ত্বে 'খাজনা' (rent) বলে ধরা হয়। যেহেতু এই আয় বা খাজনা হল মূলত এক ধরণের সামাজিক উদ্বৃত্ত, সেজন্য তাঁরা মনে করতেন সামাজিক কারণে গঠিত এই উদ্বৃত্ত আয়ের ওপর সমগ্র সমাজের অধিকার আছে এবং সমাজের হাতে এই অধিকার কায়েম করার অর্থই হল সমাজবাদ (socialism) প্রতিষ্ঠা করা।

আর্থনীতিক তত্ত্বের আলোচনায় বার্নার্ড শ প্রথমেই "আর্থনীতিক খাজনা" সম্বন্ধে তৎকালীন প্রচলিত কয়েকটি সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন। যেমন, প্রথমত জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রদত্ত সংজ্ঞা : "the rent of land consists of the excess of its return above the return to the worst land in cultivation" (*Principles of Political Economy*, 1865 edition, vol. I); দ্বিতীয়ত, হেনরী ফসেট প্রদত্ত সংজ্ঞা : "the rent of land represents the pecuniary value of the advantages which such land possesses over the worst land in cultivation" (*Manual of Political Economy*, 1876); তৃতীয়ত, আলফ্রেড মার্শাল প্রদত্ত সংজ্ঞা : the rent of a piece of land is the excecss of its produce over the produce of an adjacent piece of land which would not be cultivated at all if rent were paid for it (*Economics of Industry*, 1879, Book II, ch. iii); চতুর্থত, সিজউইক প্রদত্ত সংজ্ঞা : "the normal rent *per acre* of any piece [of land] is the surplus of the value of its produce over the value of the net produce per acre of the best advantageous land that it is profitable to cultivate (*Principles of Political Economy*, 1883, Book II, ch. vii)। মূলত খাজনার এই সকল সংজ্ঞাগুলি সবই হল রিকার্ডো প্রদত্ত সংজ্ঞার পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ। রিকার্ডোর মতে, "Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the *original* and *indestructible* powers of the soil (*Principles of Political Economy and Taxation*, 1817, ch. ii)। তারপর বার্নার্ড শ বলেছেন যে, তাহলে পুঁজিবাদী শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে "মুনাফা"কে (profit) "the rent of ability" বলে গণ্য করা যেতে পারে অর্থাৎ profit বলতে "the excess of the produce of ability over that of ordinary stupidity" বুঝতে হবে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মুনাফার অর্থ হল কোন দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় ও তার বাজার দরের মধ্যেকার বিয়োগ ফল। অর্থাৎ profit বা মুনাফা এক্ষেত্রে আর্থনীতিক অর্থে খাজনার সমার্থক নয় এবং প্রান্তিক জমির উৎপাদনের সঙ্গে তুলনীয় নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় profit "is regulated simply by the capitalists' eagerness to be idle, on the one hand, and the proletarian's need of subsistence, on the other."[৭] এই ধরণের সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রমের যোগান শ্রমের চাহিদা থেকে বেশি হওয়ার ফলে শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক তার শ্রম ক্ষমতার অনুপাতে মজুরী (wage) পায় না। শ্রমিকের

মজুরী তার "rent of ability" অপেক্ষা কম হলে সে বঞ্চিত (exploited) হচ্ছে বলা যায়। অলস, ধনী মালিক শ্রেণীর লোভের শেষ নেই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মালিকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের মুনাফার জন্য জিনিষের যোগান কমিয়ে দিয়ে তার বাজার দর বাড়িয়ে দেয়। সামাজিক মঙ্গলের কথা বিবেচনা না করে ব্যক্তিগত মালিকানার দরুণ নিঃসর্তভাবে মালিকানার সুবিধা ভোগ করতে চায়। মালিকদের এই ধরণের অনুপার্জিত আয়ের অবসানের নাম হল সমাজবাদ এবং সেইভাবে যে সম্পদ সঞ্চিত হবে সমাজের শ্রমোৎপাদনের সঙ্গে তা যোগ করাই হবে সমাজবাদের লক্ষ্য। যে অংশটা প্রকৃত অর্থে "আর্থনীতিক খাজনা" (economic rent) সেটা হওয়া উচিত সামাজিক সম্পত্তি, এবং সমাজের সাধারণ স্বার্থেই তা ব্যবহৃত হওয়া উচিত। সমাজবাদ (socialism) এই কাজটাই করতে চায়। সুতরাং মার্কসের মতে যা "উদ্বৃত্ত মূল্য" (surplus value বা "*mehrwerth*") সেটা ফেবীয় তাত্ত্বিকগণ গ্রহণ করেন নি। রিকার্ডোর খাজনা সম্পর্কিত ধারণাকে শিল্পক্ষেত্রে পরিবর্তিত প্রয়োগের মাধ্যমেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বঞ্চনা ও অবিচারকে তাঁরা বুঝতে চেয়েছিলেন।

বার্নার্ড শ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় ফেবীয় সমাজবাদের আর্থনীতিক লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে ঃ

"What the achievement of Socialism involves economically is the transfer of rent from the class which now appropriates it to the whole people. Rent being that part of the produce which is individually unearned, this is the only equitable method of disposing of it. There is no means of getting rid of economic rent. So long as the fertility of land varies from acre to acre, and the number of persons passing by a shop window per hour varies from street to street, with the result that two farmers or two shopkeepers of exactly equal intelligence and industry will reap unequal returns from their year's work, so long will it be equitable to take from the richer farmer or shopkeeper the excess over his fellow's gain which he owes to the bounty of Nature or the advantage of situation, and divide that excess or rent equally between the two. If the pair of farms or shops be left in the hands of a private landlord, he will take the excess,

and, instead of dividing it between his two tenants, live on it himself idly at their expense.

"The economic object of Socialism is not, of course, to equalize farmers and shopkeepers in couples, but to carry out the principle over the whole community by collecting all rents and throwing them into the national treasury. As the private proprietor has no reason for clinging to his property except the legal power to take the rent and spend it on himself—this legal power being in fact what really constitutes him into a proprietor —its abrogation would mean his expropriation. The socialization of rent would mean the socialization of the sources of production by the expropriation of the present private proprietors, and the transfer of their property to the entire nation. This transfer, then, is the subject-matter of the transition to Socialism..."[৮]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রধানত রিকার্ডোর 'খাজনা তত্ত্ব' যা জমির ব্যাপারে প্রযোজ্য সেটাকেই শিল্পের ব্যাপারে প্রয়োগ করে ফেবীয় তাত্ত্বিকগণ দেখাতে চান যে, পুঁজিবাদী আর্থনীতিক ব্যবস্থায় পুঁজির মালিক 'অনুপার্জিত আয়' ভোগ করছেন এবং তার অবসান ঘটালেই সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। তাঁদের এই বক্তব্যে তাঁরা জন স্টুয়ার্ট মিল, আলফ্রেড মার্শাল[৯] ও হেনরী সিজউইক[১০] প্রমুখ নিও-ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌গণের খাজনা সম্পর্কিত ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হন।

কোন মানুষ নিজের শ্রমের দ্বারা নিজের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার জিনিষ উৎপাদন করতে পারে না বলেই মানুষের সমাজে বিনিময় (exchange) ব্যবস্থা প্রচলিত হয় এবং সোনা বা টাকা-পয়সার মাধ্যমে এই বিনিময় চলে। বাতাস ও সূর্যালোক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু এগুলি বিনিময় করতে হয় না, কেননা এগুলির যোগান অফুরন্ত এবং এগুলি বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। বার্ণার্ড শ'য়ের মতে, কোন দ্রব্যের বিনিময় মূল্য (exchange value) সেই দ্রব্য উৎপাদনে প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। এই ব্যাপারে মার্কসের মত ফেবীয় তাত্ত্বিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। কোন দ্রব্যের বাজার-দর (price) পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজির মালিকের ওপর, বাজারের অবস্থার ওপর এবং দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগের ওপর নির্ভর করে। কৃষির মতো শিল্পের ক্ষেত্রেও দ্রব্য উৎপাদন করে ও পরে তা বিক্রী করে এবং শ্রমিককে

ন্যূনতম মজুরী দিয়ে দেওয়ার পর যা উদ্বৃত্ত থাকে সেটা শিল্প মালিকের পকেটে যায়। অর্থাৎ ব্যবহারিক পদ্ধতির দিক থেকে দেখলে বলা যায় যে, শিল্প-ক্ষেত্রে শেয়ারের মালিক (shareholder) এবং কৃষিক্ষেত্রে জমির মালিক (landlord) একইভাবে তাঁদের সম্পত্তি থেকে সর্বহারার শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদের ওপর বেঁচে থাকে। 'উদ্বৃত্ত মূল্যের' (surplus value) এই প্রকারের ধারণাকে কেন্দ্র করেই ফেবীয় আর্থনীতিক তত্ত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। গণতান্ত্রিক দেশে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় "দক্ষ ও সংগঠিত" শিল্প শ্রমিক এই উদ্বৃত্ত মূল্যের কিছুটা হয়তো পেতে পারে কিন্তু পুরোপুরি তার ন্যায্য প্রাপ্য পায় না, সে বঞ্চিতই থেকে যায়, এবং মালিক 'অনুপার্জিত আয়' ভোগ করে।

স্পষ্টতই দেখা যায় যে, ফেবীয় তাত্ত্বিকগণ তাঁদের আর্থনীতিক চিন্তায় মার্কসের ধারণা বা ভাষা গ্রহণ করেন নি। সমাজবাদের পক্ষে তাঁদের আর্থ-নীতিক বক্তব্যকে তাঁরা এমনভাবে পরিবেশন করার চেষ্টা করেন যাতে ব্রিটেনে লিবারেল পার্টির "র‍্যাডিকালপন্থী" সদস্য ও সমর্থকদের কাছে সমাজবাদের আদর্শকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় যে অসম বন্টন আছে সে দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ফেবীয় নেতৃবৃন্দ। তাঁদের বক্তব্য হল যে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত উপাদানগুলির (যেমনঃ শ্রম, কর্মকুশলতা, উদ্যোগ, পুঁজি) দক্ষতা (efficiency) নির্ভর করে উপযুক্ত শিক্ষালাভের ওপর, কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই সুযোগ সবাই সমানভাবে পায় না। ফলে উৎপাদনে অংশ গ্রহণের প্রতিদান হিসেবে যা পাওয়া যায় তার মধ্যে বঞ্চনা (exploitation) থেকেই যায়। অর্থাৎ পুঁজিবাদের সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই অসাম্যের বীজ নিহিত আছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুঁজির ও তার ক্রমান্বিত সঞ্চয়ের (capital accumulation) প্রয়োজনীয়তা ফেবীয় তাত্ত্বিকগণ অস্বীকার করেননি, কিন্তু তাঁরা ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক পুঁজিবাদীর প্রয়োজন আছে একথা মানতে রাজী ছিলেন না। তাঁদের মতে, উৎপাদনের জন্য যে পুঁজি সঞ্চয়ের প্রয়োজন তা সমগ্র সমাজ একত্রিতভাবে করতে পারে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া দেখাশুনা ও পরিচালনা করার (management) দায়িত্ব পুঁজির মালিকানা থেকে পৃথক করা যেতে পারে এবং সেরূপ করাও উচিত।

ফেবীয় তাত্ত্বিকগণ মনে করতেন যে, খাজনা তত্ত্বের ব্যাখ্যার মাধ্যমে পুঁজিবাদের চরিত্র বিশ্লেষণ সম্ভব। এইখানে মার্কসবাদের সঙ্গে ছিল তাঁদের বিরাট মত পার্থক্য। এমন কি, শিল্পের ক্ষেত্রে খাজনা তত্ত্বের প্রয়োগকে তাঁরা অর্থনীতির তাত্ত্বিক আলোচনায় একটি বিশিষ্ট দান বলে

মনে করতেন। তাঁরা এমন একটি 'বঞ্চনা তত্ত্ব' (theory of exploitation) তৈরী করেন যা যে কোন মূল্যতত্ত্বের (theory of value) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। কারণ, ফেবীয় বঞ্চনা তত্ত্বের বক্তব্য হল যে, সম্পদ সৃষ্টি করার কাজে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনে নিয়োজিত বিভিন্ন উপাদানের কোনটিই তার প্রচেষ্টার অনুপাতে পারিশ্রমিক বা পুরস্কার পায় না, কারণ সব সময়েই "অনুপার্জিত আয়" নামক একটি অংশ মালিকের পকেটে যায়। সুতরাং পুঁজিবাদী সমাজে সব সময়েই একটি বিভাজন (difference) থেকেই যায় বিত্তশালী সংখ্যালঘু এবং বিত্তহীন সংখ্যাগুরু অংশের মধ্যে। এই বিভাজন বাজার দর প্রক্রিয়ার (price mechanism) মাধ্যমে কিছুতেই দূরীভূত হতে পারে না, কারণ সুবিধাভোগীর অবস্থান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সব সময়ে শক্তিশালী হয়ে চলে। এর বিরুদ্ধে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রবর্তন করতে হলে রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করতেই হবে, নয়তো কোন রকম প্রভাব ফেলা সম্ভব হবে না। সুতরাং ফেবীয় তাত্ত্বিকগণ সমাজে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী ছিলেন। ব্যক্তি পুঁজিবাদীর পরিবর্তে রাষ্ট্রের হাতে ব্যাপক কর স্থাপনের ক্ষমতা প্রদান ও প্রয়োজনবোধে শিল্পোদ্যোগের রাষ্ট্রীয়করণের সপক্ষেই ফেবিয়ান সোসাইটি মত প্রকাশ করেন। তাঁরা আরো চেয়েছিলেন যাতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প পেশাগতভাবে দক্ষ প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকের দ্বারা পরিচালিত হয়, কারণ শ্রমিক শ্রেণীর হাতে শিল্প পরিচালনার দায়িত্ব দিতে বা শিল্পে গণতন্ত্রের প্রবর্তন করতে তাঁরা চাননি।

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বকে পুঁজিবাদী শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ফেবীয় তাত্ত্বিকগণ 'উদ্বৃত্ত মূল্যের' যে ব্যাখ্যা দেন তাতে 'উদ্বৃত্ত মূল্য' বলতে শ্রমের গড় উৎপাদন (average productivity) ও শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের (marginal productivity) মধ্যে তফাৎকে বোঝায়। উৎপাদনের উপাদান হিসেবে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির ক্রমহ্রাসমানতার জন্য শ্রমের গড় উৎপাদন কমতে থাকে। সুতরাং উৎপাদিকা শক্তির ক্রমহ্রাসমানতা হার কত দ্রুত তার ওপর নির্ভর করে গড় উৎপাদনের স্থিতিস্থাপকতা এবং এই স্থিতিস্থাপকতাই শেষ পর্যন্ত "উদ্বৃত্ত মূল্যের" আয়তন নির্ধারণ করে। এই "উদ্বৃত্ত মূল্য" (surplus value)-কে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক ধরণের অংশ রয়েছে ঃ[১১]

(ক) আর্থনীতিক খাজনা (economic rent), অর্থাৎ ভৌগোলিক কারণে উৎপাদনে যে অংশ যোগ হয় ;

(খ) সামর্থ্যের খাজনা (rent of ability), অর্থাৎ অদক্ষ শ্রমের তুলনায় দক্ষ শ্রমের দক্ষতার দরুণ উৎপাদনে যে অংশ যোগ হয় ;

(গ) আর্থনীতিক সুদ (economic interest), অর্থাৎ অধিকতর ও উন্নততর মানের ব্যবহারের ফলে উৎপাদনে যে অংশ যোগ হয় ;

(ঘ) সুযোগজনিত খাজনা (rent of opportunity) বা মুনাফা (profit), অর্থাৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বহিরাগত বা হঠাৎ-পাওয়া কোন সুবিধার দরুণ উৎপাদনে যে অংশ যোগ হয়।

উপরোক্ত অংশগুলি সবই কোন না কোন ধরণের "খাজনা" (rent) হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। পুঁজিবাদী শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মালিক এই 'খাজনা'গুলিকে কেবল তার মালিকানার দাবীতেই পকেটস্থ করে। এই ধরণের মালিককে বার্ণার্ড শ' বর্ণনা করেছেন 'অলস ধনী' (idle rich) নামে। ফেবীয় সমাজবাদ এই 'অলস ধনী' ব্যক্তিদের অনুপার্জিত আয়ের অবসান ঘটাতে চায়। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কায়েম করা দরকার এবং একমাত্র এইভাবেই সমাজ ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার (justice) প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তাঁরা মনে করতেন।

মার্কসীয় বিশ্লেষণে দেখা যাবে ফেবীয় তাত্ত্বিকগণ যে ভাবে বঞ্চনা তত্ত্ব (theory of exploitation) উপস্থিত করেন তাতে পুঁজিবাদকে কোন গতিশীল আর্থনীতিক ব্যবস্থা হিসেবে দেখার এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলির চরিত্র বোঝার জন্য কোন চেষ্টা নেই। সমাজের আর্থনীতিক ব্যবস্থায় 'সামগ্রিক চাহিদা' ও বঞ্চনার একই সঙ্গে আলোচনা করার ফলে মার্কসীয় বিশ্লেষণ অনেক বেশি বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং সেজন্য গ্রহণযোগ্য হয়েছে। কিন্তু ফেবিয়ান সোসাইটির আর্থনীতিক তত্ত্ব সেভাবে কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য সামগ্রিক বিশ্লেষণ উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফেবীয় আর্থনীতিক তত্ত্বের যা গুরুত্বপূর্ণ অংশ তা হল আর্থিক অসাম্যের উৎপত্তির ব্যাখ্যা। পুঁজিবাদী বঞ্চনার জন্য আয় কম হওয়ায় শ্রমিক শ্রেণী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 'অর্থবহ চাহিদা' (effective demand) দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এই দুর্বল চাহিদার জন্য উৎপাদন ব্যবস্থায় সঙ্কট দেখা দেয়, কারণ বাজার হয়ে যায় সংকুচিত। কিন্তু এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ফেবীয় তত্ত্বে সমাধান হল রাষ্ট্রিক হস্তক্ষেপ, শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লব নয়। মার্কসীয় সমাজবাদ থেকে ফেবীয় সমাজবাদের এখানে দুস্তর ব্যবধান। পরে এই প্রসঙ্গে বিশদতর আলোচনা করা হবে।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. G. B. Shaw, *The Fabian Society* (Fabian Tract no. 41), p. 15.

২. জেভন্স্ (William Stanley Jevons)—ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্ ও তর্কবিদ্যা বিশারদ (1835—82)। তিনি বেন্থামীয় উপযোগিতাবাদ দর্শনের অনুগামী ছিলেন। অর্থনীতির তাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁর মূল বক্তব্য হল যে, কোন বস্তুর "মূল্য" (value) তার "উপযোগিতা"র (utility) সাহায্যে নিরূপিত হয়। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থের নাম *The Theory of Political Economy* (1871)।

৩. উইক্স্টীড (Rev. Philip Henry Wicksteed)—উনিশ শতকে ইংল্যান্ডের অন্যতম অর্থনীতিবিদ্ এবং ইউনিটেরিয়ান্ চার্চে প্রার্থনার পরিচালক (minister) (1844—1927)। মূলতঃ সমসাময়িক আর্থনীতিক তত্ত্বে বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্বের সহজ সরল ব্যাখ্যা করেন। তাঁর রচিত মৌলিক গ্রন্থের নাম *An Essay on the Coordination of the Laws of Distribution* (1894)।

৪. মার্কসের *Das Kapital* গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ফরাসীভাষায় অনুবাদিত গ্রন্থটি বার্নার্ড শ পড়েছিলেন বলে জানা যায়; তখনো পর্যন্ত মার্কসের এই গ্রন্থটি ইংরাজী ভাষায় ভাষান্তরিত হয় নি।

৫. Sydney Olivier, *Capital and Land* (Fabian Tract no. 7), 1888.

৬. দ্রষ্টব্য ঃ Graham Wallas, *Men and Ideas* (London : Allen & Unwin, 1940), p. 103 এবং George Bernard Shaw, *Everybody's Political What is What* (London : Constable, 1944), p. 22

৭. G. B. Shaw (ed), *Fabian Essays in Socialism*, p. 9.

৮. ibid, p. 167.

৯. মার্শাল (Alfred Marshall)—ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্ (1842—1924) যিনি ক্লাসিকাল অর্থনীতির সূত্রগুলিকে নতুনভাবে আধুনিক রূপে উপস্থাপিত করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Principles of Economics* (1890).

১০. সিজ্উইক (Henry Sidgwick)—উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে প্রধানত অর্থনীতিবিদ্ হিসাবে পরিচিত (1838—1900)। নীতিশাস্ত্রে ও রাষ্ট্রনীতির আলোচনাতেও বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। অর্থনীতিতে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *Principles of Political Economy* (1883).

১১. Brian Burkitt, *Radical Political Economy*, ch. 6.

পঞ্চম অধ্যায়

রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্ব

রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রের কার্যকলাপ, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিধি, রাষ্ট্রনীতিক পরিবর্তন ও রাষ্ট্রিক বিপ্লব ইত্যাদি বিষয়ে ফেবীয় মত হল আসলে বেন্থামীয় চিন্তার ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্রিটেনের তদানীন্তন (উনিশ শতকের শেষভাগে) শ্রমিক আন্দোলনের ধারাকে সঙ্গতিপূর্ণ করা। সিডনী ওয়েবের মতে, "the socialists are the Benthamites of this generation", অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষভাগে ব্রিটেনে যাঁরা সমাজবাদের পক্ষে কথা বলেছিলেন তাঁরা রাষ্ট্রিক মতাদর্শের দিক থেকে ছিলেন বেন্থামের অনুগামী। আর্থনীতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে যেমন রিকার্ডো ছিলেন তাঁদের মূল প্রভাব, তেমনি রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে ফেবীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবিত হন জন স্টুয়ার্ট মিল-এর দ্বারা। ব্রিটেনে উদারনীতিকদের (Liberals) এবং সমাজবাদীদের (socialists) মধ্যে কোন গভীর বিরোধিতা ছিল না, যদিও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে এই দুই মতাবলম্বী গোষ্ঠীর মধ্যে কোন যথার্থ সহযোগিতা দেখা যায়নি। অনেক সময়ই ব্রিটেনে উদারনীতির সমর্থকগণ সমাজবাদীদের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে সহযোগিতা করতেন। ফেবিয়ান সোসাইটি ব্রিটেনের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যার গবেষণামূলক আলোচনা করে উদারনীতির সমর্থকদের কিছুটা বোঝাতে সক্ষম হন যে, সমাজবাদের সঙ্গে উদারনীতিক গণতন্ত্রের আদর্শ অসঙ্গতিপূর্ণ নয়, বরং সমাজবাদের মাধ্যমেই উদারনীতিক গণতন্ত্রের পূর্ণতর বিকাশ সম্ভব এবং উদারনীতিক গণতন্ত্রের যুক্তিগ্রাহ্য পরিণতি শেষ পর্যন্ত সমাজবাদেই।

রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে ফেবিয়ান সোসাইটির দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে ছিল সাংবিধানিক পন্থায় সামাজিক প্রগতির সম্ভাব্যতায় গভীর বিশ্বাস যাকে বার্ণার্ড শ' "resolute constitutionalism" বলে বর্ণনা করেছেন।[১] এই বিশ্বাসের জন্যই ফেবীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তখনকার অন্যান্য সমাজবাদীদের মতান্তর ঘটে। ফেবীয় নেতৃবৃন্দ কোনদিনই মার্কসবাদের রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্ব মেনে নেননি। কোন একটি সামাজিক শ্রেণীর হাতে অন্য শ্রেণীর বা শ্রেণীদের ওপর প্রভুত্ব করার অস্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রকে তাঁরা দেখেননি। ফেবীয় মতবাদে রাষ্ট্র একটি শ্রেণী-নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। তাঁদের মতে রাষ্ট্র হল সমাজ পরিচালনার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়

একটি অস্ত্র বিশেষ। রাষ্ট্র কর্তৃত্বের যে একটি শ্রেণীভিত্তিক চরিত্র আছে এবং রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ ও আলোচনা করার যে প্রয়োজন আছে সেকথা ফেবীয় সমাজবাদীগণ কোনদিনই স্বীকার করেননি। তাঁরা মনে করতেন যে, প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রিক-প্রশাসনিক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্রকে প্রভাবিত করে ধীরে ধীরে সমাজবাদী আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সহজেই সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁদের সবচেয়ে পছন্দমাফিক রাষ্ট্রিক কৌশল (political strategy) হিসেবে তাঁরা প্রথমে সমাজের উঁচুতলার মানুষদের কাছে সমাজবাদের পক্ষে প্রচার করতে ও সমাজবাদের আদর্শকে গ্রহণযোগ্য রাষ্ট্রিক মতাদর্শরূপে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেন। কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, ধীরে ধীরে সমাজের উঁচুতলার মানুষের ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস সমাজের নীচুতলার মানুষের কাছে গড়িয়ে আসবে। এইভাবে সাধারণ মানুষের কাছে সমাজবাদের আদর্শ গ্রহণীয় হয়ে উঠবে। এই কৌশলকে তাঁরা নাম দেন "নিঃসরণ" (percolation) প্রক্রিয়া। কোন রকম বলপ্রয়োগ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার কথা ফেবীয় তাত্ত্বিকগণ কখনই অনুমোদন করেননি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ফেবীয় রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্বে মার্কসীয় ধারণায় বিপ্লব ঘটানোর কোন স্থান নেই। সঠিকভাবে বলা যেতে পারে যে, ফেবিয়ান সোসাইটির নেতৃত্ব প্রথমাবধি পুরোপুরি সংস্কারপন্থী ও সংশোধনবাদী ছিলেন।

সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে ফেবীয় নেতৃবৃন্দ সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ এবং ধীরে অগ্রসর হওয়ার নীতি বা 'ক্রমান্বয়বাদ' (gradualism) গ্রহণ করেন। একদিকে কল্পনাশ্রয়ী ভাবালুতা (utopianism) এবং অন্যদিকে বিধ্বংসীপথে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা (catastrophism) এই দুই পদ্ধতিকে বর্জন করে তাদের বিকল্প হিসেবেই ফেবীয় নেতৃবৃন্দ gradualism-এর পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তাঁরা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, সমাজবাদের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য সমাজের প্রাগ্রসর গোষ্ঠীর (elite groups) নেতৃত্ব অবশ্য প্রয়োজন। শ্রীমতী বিয়াট্রিস্ ওয়েবের সুস্পষ্ট মত ছিল যে, শ্রমিক শ্রেণী মূলত 'মূর্খ' (stupid) এবং তিনি ফেবিয়ান সোসাইটির অন্যান্য নেতাদের তাঁর এই মত গ্রহণ করাতে সক্ষম হন। অর্থনীতির তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে সামাজিক ইতিহাস ও প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের গুরুত্বের প্রতি ফেবীয় নেতৃবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করান শ্রীমতী ওয়েব। তিনি মনে করতেন যে, মানুষের সামাজিক আচরণ ও পরস্পরের মধ্যে ব্যবহার সম্বন্ধে যে সব ধারণা অর্থনীতির আলোচনায় আগে থেকে ধরে নেওয়া হয় সেগুলির অধিকাংশই গবেষকের পর্যবেক্ষণে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় সঠিক বলে ধরা পড়ে না। শ্রমিক শ্রেণীর উদ্যোগে বিশাল কোন প্রচেষ্টায় সহিংস-

পদ্ধতিতে সমাজ বিপ্লব ঘটানোর ব্যাপারে ফেবীয় নেতৃত্বের গভীর আপত্তি ছিল। স্থানীয় শাসনব্যবস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমবায় সমিতির বিকাশকেই তাঁরা সমাজের স্বতস্ফূর্ত বিকাশ বলে মনে করতেন। সেই কারণে তাঁরা ধীরে ধীরে প্রান্তিক সংস্কারের (marginal reforms) মাধ্যমে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার ওপর জোর দেন। শ্রেণী সংগ্রামের প্রতিষেধক হিসেবে তাঁরা 'gradualism' গ্রহণ করেন এবং তার ঐতিহাসিক "অবশ্যম্ভাবিতা" (inevitability) প্রচার করেন। উইলিয়ম মরিস্ *Commonweal* পত্রিকায় তীব্র ভাষায় ফেবীয় নেতাদের এই ধারণাটিকে ইতিহাস বিরোধী ও ভ্রান্ত বলে আক্রমণ করেছিলেন।[২]

শ্রমিক শ্রেণীর বুদ্ধি ও যোগ্যতার ওপর আস্থা না থাকায় ফেবীয় নেতৃবৃন্দ সমাজের শিক্ষিত প্রাগ্রসর গোষ্ঠীর কাছে তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করেন। ফেবীয় রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্বে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার প্রাথমিক দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত প্রশাসনিক আমলাশ্রেণীর (bureaucracy) হাতে দেওয়ার কথা বলা হয়। ফলত ফেবীয় সমাজবাদ হয়ে দাঁড়ায় আমলাতান্ত্রিক সমাজবাদ। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আমলা ও প্রযুক্তিবিদ্দের ওপরই শাসন ব্যবস্থা পরিচালনের এবং শিল্পোৎপাদনের নেতৃত্ব থাকা উচিত এই বক্তব্যে ফেবীয় গোষ্ঠীর প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে সম্পূর্ণ মতৈক্য দেখা যায়। সুতরাং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ফেবীয় সমাজবাদ যে সম্পূর্ণভাবে সমাজে উঁচুতলার মানুষের নেতৃত্বে বিশ্বাস করতো সেটা খুবই পরিষ্কার। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, অন্যতম ফেবীয় নেতা বার্নার্ড শ' পরবর্তী কালে খুব খোলাখুলিভাবে জার্মাণ দার্শনিক ফ্রিডরিশ্ নীট্‌সের[৩] 'অতিমানব তত্ত্বে" (theory of Superman) বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন; তিনি আবার ইতালির ফাসিস্ট নেতা মুসোলিনীকে[৪] সমর্থন করেছিলেন। সমাজের পুনর্গঠনে ও পরিচালনায় সমাজের উঁচুতলার মানুষের নেতৃত্বে আস্থাই ছিল তাঁর এই সমর্থনের কারণ। ব্রিটেনে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় প্রাগ্রসর শ্রেণীর (elite class) নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করা ছিল ফেবীয় রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ফেবিয়ান সোসাইটির নিজস্ব সমাজবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ফেবীয় নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষকে সমাজবাদের পক্ষে নিয়ে আসা। সেজন্য পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করা, প্রবন্ধ লেখা, বক্তৃতা করা, বিভিন্ন প্রচার কার্যে নামা, এবং আলোচনা বিতর্ক সভার আয়োজন করা ইত্যাদি প্রচার পদ্ধতি তাঁরা গ্রহণ করেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁদের আশা ছিল সমাজের শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষের কাছে পুঁজিবাদের দুর্বলতা ও সমাজবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা যাবে।

ফেবিয়ান সোসাইটির এই কৌশল নীতিকে policy of permeation বলা হয়েছে, অর্থাৎ এটা ছিল ধীরে ধীরে সমাজের উঁচুতলার মানুষের মনে অনুপ্রবেশ করার নীতি। ফেবীয় মতবাদের ইতিহাসে "ধীরে অনুপ্রবেশ" (permeation) কথাটিকে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সার্বিক অর্থে 'নিঃসরণ' (percolation) কৌশল অনুযায়ী ফেবীয় মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের যে কোন সমাজবাদী সংগঠনে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করা উচিত এবং কোন সংগঠনকেই 'বুর্জোয়া' এবং সংস্কারের অসাধ্য মনে করে তার থেকে দূরে থাকা উচিত নয়। ফেবীয় নেতৃবৃন্দের ধারণা ছিল যে, ঠিক ঠিক ভাবে বোঝাতে পারলে মানুষের রাষ্ট্রনীতিক মতামত পরিবর্তন করা সম্ভব। সুতরাং তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, ব্রিটেনের বেশির ভাগ সংগঠনের মধ্যে যদি তাঁরা অনুপ্রবেশ করতে পারেন তাহলে সদস্য হিসেবে সংগঠনের ভেতর থেকে সেই সংগঠনকে দিয়ে কিছু না কিছু সমাজবাদী ভাবধারা ও কার্যক্রম গ্রহণ করানো সম্ভব হবে। ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্যদের কৌশল ছিল কোন সংগঠনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করা, তথ্যাদি সংগ্রহ করে যুক্তির সাহায্যে এবং প্রয়োজন হলে সাংগঠনিক কূটনীতিক কায়দায় সমাজবাদের পক্ষে তথ্য পরিবেশন করা এবং ধীরে ধীরে সংগঠনের মধ্যে প্রত্যক্ষ ঝগড়াঝাটি এড়িয়ে সমাজবাদের পক্ষে জনমত গঠন করা। আসলে ১৮৮০-র দশকে হাইন্ডম্যানের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের কর্মীরা যে আপোষহীন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা বলে এবং বেশ কিছু কিছু কর্মক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে সাংগঠনিক সংগ্রাম শুরু করে তাকে ফেবীয় নেতৃবৃন্দ সংকীর্ণতা-বাদী মনোভাব বলে মনে করেছিলেন এবং এর বিরুদ্ধেই রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে তাঁরা 'ধীরে অনুপ্রবেশ' করার (permeation) কথা প্রচার করেন। এই বিষয়ে সিডনী ওয়েব পরিষ্কারভাবে বলেছেন ঃ "We believed, with all our might, in what was called "Permeation"—that is to say, the inculcation of socialist thought and socialist projects into the minds not only of complete converts, but of those whom we found in disagreement with us—and we spared no pains in these propagandist efforts, not among political Liberals or Radicals only, but also among political Conservatives ; not only among Trade Unionists and Cooperators but also among Employers and Financiers. So far as our opportunities allowed, we plied them all with ideas and projects that considered to make in our direction···this was powerful and successful propaganda at a period when no other form of political action was open to us."[৪] কিন্তু

তখনকার ব্রিটিশ রাজনীতির বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে 'অনুপ্রবেশের' এই সার্বিক অর্থের চেয়ে তার দলগত সংকীর্ণ অর্থের গুরুত্ব ছিল অধিকতর। রাজনীতির বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ফেবিয়ান সোসাইটি গঠনের পর প্রথম দিকে তার রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কৌশল সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দ তিন ধরণের মত পোষণ করতেন ঃ প্রথমত, কেউ কেউ ফেবিয়ান সোসাইটিকে একটি পৃথক রাজনৈতিক সংস্থায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন ; দ্বিতীয়ত, অন্যেরা ফেবিয়ান সোসাইটিকে তখনকার লিবারেল পার্টির 'বামপন্থী' অংশ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং অ্যানি বেশান্তের মত সদস্যরা লন্ডনের 'র‍্যাডিকাল'পন্থীদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতেন ; এবং তৃতীয়ত, বাকী অন্য কেউ কেউ এই দুই পথের কোনটাকে গ্রহণ করেন নি এবং তাঁরা চেয়েছিলেন সমাজবাদের পক্ষে সায় দেবেন বা ফেবীয় সমাজবাদীদের সঙ্গে কাজ করতে রাজী আছেন এমন যে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলের প্রতি ফেবিয়ান সোসাইটি তার সমর্থন জানাক।[৬] এই তৃতীয় পন্থার প্রধান উৎসাহী সমর্থক ছিলেন সিডনী ওয়েব ও গ্রাহাম ওয়ালাস, কিন্তু হিউবার্ট ব্ল্যান্ড বরাবরই এই কৌশলনীতির সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে এইভাবে 'অনুপ্রবেশ' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংস্কার করার প্রচেষ্টাকে এইচ. জি. ওয়েলস্ "backstair intervention" বলে ব্যঙ্গ করেন।

রাষ্ট্রনীতিক আদর্শ হিসেবে ফেবিয়ান সোসাইটি ব্রিটিশ রাষ্ট্রদার্শনিক জন লক, জেরেমি বেন্থাম ও জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ কর্তৃক প্রচারিত উদারনীতিক গণতন্ত্রের আদর্শকে গ্রহণ করেন। তাঁরা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার ওপর জোর দেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংসদে প্রণীত আইনের দ্বারা পুঁজিবাদের কুফলগুলিকে দূর করা এবং পুঁজিবাদী বঞ্চনার হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য প্রণীত আইনের সুষ্ঠু প্রশাসন করাই ফেবীয় রাষ্ট্রনীতিক বক্তব্যের মূল কথা।

ফেবীয় নেতৃবৃন্দ পুঁজিবাদের laissez-faire আদর্শের পুরোপুরি বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাঁরা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মার্কস্‌বাদের বক্তব্য ও যুক্তিগুলিকে গ্রহণ করেন নি। পুঁজিবাদ যে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ আনে নি বা আনতে পারে না এই বক্তব্যে পেঁছানর জন্য ফেবিয়ান নেতৃবৃন্দ অনেকাংশেই উইলিয়ম মরিস ও রবার্ট আওয়েনের মত ব্রিটিশ 'কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদীদের' (utopian socialists) বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হন। অন্যদিকে ক্রোপোটকিন[৭] বা বাকুনিন[৮] প্রমুখ নৈরাজ্যবাদী সমাজবাদীদের পুঁজিবাদবিরোধী ও রাষ্ট্র বিরোধী রাষ্ট্রদর্শনকে ফেবীয় নেতৃবৃন্দ অবাস্তব মনে করতেন এবং সে কারণে

গ্রহণ করেন নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রদর্শনের বিচারে ফেবীয় সমাজবাদীগণ একই সঙ্গে তিনটি মতাদর্শের বিরোধিতা করেন ঃ উদারনীতির *laissez-faire* রাষ্ট্রদর্শন, মার্কস্‌বাদ, ও নৈরাজ্যবাদ। এই তিন ধরণের রাষ্ট্রিক মতাদর্শ ফেবীয় সমাজবাদীদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় নি। বিকল্প রাষ্ট্রদর্শন হিসেবে ফেবিয়ান সোসাইটি যে রাষ্ট্রদর্শন প্রচার করে তার দার্শনিক নাম দেওয়া যেতে পারে আমলাতান্ত্রিক সমষ্টিবাদ (bureaucratic collectivism)। তাঁরা ব্রিটেনে প্রচলিত উদারনীতিক গণতন্ত্রের রাষ্ট্রকাঠামো নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনে সমাজের উঁচুতলার শিক্ষিত মানুষের ওপরই ছিল তাঁদের আস্থা। সমাজবাদী রাষ্ট্র পরিচালনায় শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা ফেবীয় নেতৃবৃন্দ প্রায় পুরোপুরি অস্বীকার করেন। ফেবীয় রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্বের এই ঝোঁকের প্রতিবাদ হিসেবেই পরবর্তীকালে ব্রিটেনে 'গীল্ড সমাজবাদ'[১] (Guild Socialism) নামে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের অন্য এক রূপ দেখা যায়। ফেবীয় নেতৃবৃন্দ সমাজে পুঁজিবাদের শোষণ ও বঞ্চনা থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, কিন্তু সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের যে অংশের কাছ থেকে নেতৃত্ব আসা উচিত বলে তাঁরা মনে করতেন তা হল প্রশাসক, আমলা, প্রযুক্তিবিদ্‌ ও শিল্প-পরিচালক গোষ্ঠী। সমাজের এই অংশকেই ফেবীয় তাত্ত্বিকগণ তাঁদের যুক্তির মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, পুঁজিবাদ বর্জনীয় ও সমাজবাদ গ্রহনীয়। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রনীতির যে কোন বিচারেই একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সমাজবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার এই ধরণের চেষ্টা বা পদ্ধতি পুরোপুরি প্রতিক্রিয়াশীল এবং কিছুটা কল্পনাশ্রয়ী। মনে হয় যেন ফেবীয় নেতৃবৃন্দ আশা করেছিলেন যে, ভদ্র-শিক্ষিত মানুষের গ্রন্থাগার ও বৈঠকখানা বা আলোচনা-সভা থেকেই সমাজে পুঁজিবাদ বিরোধী শক্তির উদ্ভব হবে এবং সমাজের উঁচুতলার মানুষের কাছে বুদ্ধিগ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্য করে পুঁজিবাদের দোষত্রুটিগুলি দেখিয়ে দিতে পারলেই সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে সমাজবাদের দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে। অর্থাৎ সমাজে আর্থ-সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে সুদক্ষ প্রশাসক ও শিক্ষিত প্রযুক্তিবিদ্‌গণের হাত দিয়ে। সমাজবাদ কায়েম করার কাজে ও সমাজবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনায় শ্রমিকশ্রেণীর কোন বিশেষ ভূমিকাই ফেবীয় সমাজবাদীগণ স্বীকার করতে চান নি। ফেবিয়ান সোসাইটির জন্মলগ্ন থেকে আরম্ভ করে ফেবীয় আন্দোলনের প্রতি স্তরেই উচ্চমধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিকতাই নেতৃত্ব দিয়ে গেছে। সুতরাং ফেবীয় সমাজবাদ শেষ পর্যন্ত "বৈঠকখানার সমাজবাদে" (drawing-room socialism) পর্যবসিত হয়।

ফেবীয় রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্বে রাষ্ট্র হল একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। উদারনীতিক বহুত্ববাদী (liberal pluralistic) সমাজদর্শনের ভিত্তির ওপরই ফেবীয় সমাজবাদ দাঁড়িয়ে আছে। ফেবিয়ান সোসাইটির নেতৃবৃন্দ কখনই রাষ্ট্রকে শ্রেণীস্বার্থে পরিচালিত যন্ত্র হিসেবে দেখেন নি। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, উদারনীতিক-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ করা সম্ভব। সেজন্য তাঁরা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই পুঁজিবাদী বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে সমাজের সকল শ্রেণীর মঙ্গলার্থে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. G. B. Shaw (ed.) *Fabian Essays in Socialism*, 1931 সালে প্রকাশিত সংস্করণের ভূমিকা।

২. *Commonweal*, 25 January 1890, quoted in I. Britain, *Fabianism and Culture*, p. 69.

৩. নীট্‌ৎসে (Friedrich Nietzsche)-জার্মাণ দার্শনিক (1844-1900)। উদগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ছিল তাঁর সমাজদর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। খ্রীষ্টধর্মের দাসসুলভ নৈতিকতার বিরুদ্ধে "অতিমানব" তত্ত্বের প্রবক্তা। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ *Thus Spake Zarathustra* (1883)।

৪. মুসোলিনী (Benito Mussolini)-ইতালীর ফাসিস্ট পার্টির নেতা ও একনায়ক বা ডিক্টেটর (1883—1945)। কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদের (Fascism) প্রবক্তা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মাণীর একনায়ক হিটলারের সহযোগী ছিলেন এবং যুদ্ধের শেষে ক্ষমতাচ্যুত হন।

৫. S. Webb's 'Introduction' written in November 1919, p. xxx in G. B. Shaw (ed). *Fabian Essays in Socialism (1931 edn.)*

৬. দ্রষ্টব্য: Fabian Parliamentary League, *The True Radical Programme* (Fabian Tract no. 6), 1887.

৭. ক্রোপোটকিন (Prince Piotr Alekseyevich Kropotkin)—প্রখ্যাত রুশ নৈরাজ্যবাদী (1842—1921)। জার-শাসিত রাশিয়াতে নিহিলিস্ট প্রচার কার্যের জন্য গ্রেপ্তার হন (১৮৭৪) এবং ১৮৭৬ সালে রুশদেশ থেকে পালিয়ে এসে ইংলণ্ডে বসবাস শুরু করেন। পরে ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর রাশিয়ায় ফিরে আসেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত *Mutual Aid* (1902) গ্রন্থে সমবায়িক জীবনযাত্রার ওপর গুরুত্ব দেন।

৮. বাকুনিন (Mikhail Aleksandrovich Bakunin)—রুশ নৈরাজ্যবাদী নেতা (1814–76)। সম্ভ্রান্তবংশীয় এই নেতা ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেন, সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন এবং ১৮৬১ সালে পালিয়ে আসেন। কার্ল মার্কসের সঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার মধ্যে কাজ করেন, কিন্তু মতবিরোধের জন্য ১৮৭২ সালে "প্রথম আন্তর্জাতিক" থেকে বিতাড়িত হন। তিনি মানুষের "পূর্ণ" স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

৯. গীল্ড সমাজবাদ (Guild Socialism)—ইউরোপে মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান 'গীল্ডের' (guild) আদর্শের সঙ্গে আধুনিক শ্রমিক সংঘভিত্তিক সিণ্ডিক্যালিস্ট মতবাদের সংমিশ্রণে ব্রিটেনে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমাজবাদ গড়ে তোলার জন্য যে আদর্শগত আন্দোলন হয় তাকেই বলা হয় 'গীল্ড সমাজবাদ'। আর্থার পেণ্টি এই আন্দোলনের সূচনা করেন ১৯০৬ সালে। গীল্ড সমাজবাদের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক প্রবক্তা ছিলেন অধ্যাপক জি. ডি. এইচ্. কোল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা

ব্রিটেনে ১৮৮৪ সালে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ করে যে সংস্কার আইন প্রণীত হয় তার ফলে সেখানকার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে আরো জনমুখী করার পক্ষে অনুকূল এক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্ট হয়। এই সময়েই ফেবিয়ান সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয় এবং গোড়া থেকেই এই সোসাইটি দেশের শাসন ব্যবস্থার অধিকতর গণতন্ত্রীকরণ দাবী করতে থাকে। গণতান্ত্রিক প্রশাসন গ্রহণযোগ্য কি-না এই বিতর্কের কোন অবকাশ তখন ছিল না। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ফেবিয়ান সোসাইটির নেতৃবৃন্দের বক্তব্য প্রধানত মার্কসবাদী ও নৈরাজ্যবাদীদের গণতন্ত্র সম্বন্ধে বক্তব্যের বিরোধিতা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

উনিশ শতকের শেষপাদে রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে ব্রিটেনে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেন তাঁদের মধ্যে নব্য-হেগেলবাদের (Neo-Hegelianism) প্রবক্তা টমাস্ হিল্ গ্রীন[১] ও বার্নার্ড বোসাঙ্কের[২] নাম উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক হেগেলের[৩] রাষ্ট্রতত্ত্বকে শিল্প-বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটেনের অভিজ্ঞতার আলোকে এঁরা নতুন করে ব্যাখ্যা ও তার পরিমার্জন করেছিলেন। ফেবীয় নেতৃবৃন্দের রাষ্ট্রচিন্তায় এঁদের প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব পড়ে নি, নব্য-হেগেলীয় রাষ্ট্রদর্শনকে এঁরা সরাসরি গ্রহণ করেন নি। অবশ্য সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করতে গিয়ে নব্য-হেগেলীয় রাষ্ট্রদার্শনিকেরা সমাজে "সাধারণ কল্যাণ" (common good)-এর ধারণাকে পুনরাবিষ্কার করেন এবং বলেন যে, সমাজে ব্যক্তিমানুষকে তার সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করতে হবে সমাজের "সাধারণ কল্যাণ"কে মনে রেখেই। এই রাষ্ট্রদর্শনে ব্যক্তিমানুষের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়েছে কিন্তু তার স্বাতন্ত্র্যের দাবীকে সমাজের সামগ্রিক ও সাধারণ স্বার্থে সীমিত করা হয়েছে। ফেবীয় রাষ্ট্রদর্শনেও দেখা যায় যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নস্যাৎ করা হয় নি, তাকে সমাজবাদের প্রয়োজনে মার্জিত ও ভদ্রস্থ করে উপস্থিত করা হয়েছে। সিডনী অলিভিয়রের ভাষায় ফেবীয় সমাজ-বাদ হল "merely individualism rationalized, organized, clothed, and in its right mind."[৪]

রাষ্ট্র সম্পর্কে ফেবীয় নেতৃবৃন্দের যে ধারণা ছিল তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় ১৮৮৮ সালে বার্নার্ড শ'র নৈরাজ্যবাদবিরোধী বক্তব্যে।[৫] পরে শ'-এর এই

বক্তব্য ফেবিয়ান সোসাইটি গ্রহণ করে। সমাজে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের মত সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের একান্ত প্রয়োজন এই বক্তব্যে ফেবিয়ান সোসাইটিতে পূর্ণ মতৈক্য ছিল। ফেবীয় তাত্ত্বিকগণ একথাও স্বীকার করেন যে, রাষ্ট্র যদি জনসমর্থিত ও গণতান্ত্রিক না হয় তাহলে রাষ্ট্র অত্যাচারের যন্ত্র বিশেষে পরিণত হয়। কিন্তু তাঁদের বিশেষ বক্তব্য হল যে, গণতান্ত্রিক ভোটাধিকারের যত সম্প্রসারণ ঘটবে ততই শ্রমিক শ্রেণী ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা সমাজবাদে বিশ্বাসী প্রতিনিধিদের পার্লামেন্টে নির্বাচিত করার সুযোগ পাবে। সুতরাং ফেবীয় নেতৃত্ব বিশ্বাস করতেন যে, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হলে সাংবিধানিক পথেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা যাবে এবং যুক্তি দিয়ে জনসাধারণকে বোঝাতে পারলে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরী করা যাবে।

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রকাঠামো কেমন হওয়া উচিত এই প্রশ্নে ফেবীয় বক্তব্য অনেকাংশেই মিল-এর *Considerations on Representative Government* (১৮৬১) গ্রন্থে বিধৃত বক্তব্যের কাছাকাছি ছিল। কিন্তু কয়েকটি প্রশ্নে মিল্-এর বক্তব্য ও ফেবিয়ান সোসাইটির নেতৃত্বের বক্তব্যের মধ্যে অনৈক্য দেখা যায়। প্রথমত, ফেবীয় সমাজবাদীগণ আর্থনীতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতে চান এবং রাষ্ট্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পুঁজিবাদী মালিক শ্রেণীকে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সমান ক্ষমতা দেওয়ার তাঁরা বিরোধী ছিলেন। দ্বিতীয়ত, মিল কয়েকটি গুণগত প্রশ্নে ভোটাধিকার কম বা বেশি দেওয়ার (weighted voting) পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ফেবীয় সমাজবাদীগণ একথা মানতে রাজী ছিলেন না। তাঁদের মতে সম্পত্তির মালিকানা কখনই ভোটাধিকার অর্জনের অন্যতম সর্ত হতে পারে না। তাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিটি সাবালক সদস্যকেই ভোটাধিকার দিতে চান। তৃতীয়ত, ফেবীয় সমাজবাদীরা গোপনে ভোট দেওয়ার ও নির্বাচিত সদস্যদের আর্থিক ভাতা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ এই দুই ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চালানো যাবে বলেই তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। চতুর্থত, সংখ্যালঘুর যথার্থ প্রতিনিধিত্বের জন্য মিল দৃঢ়ভাবে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা (proportional representation) সমর্থন করেন, কিন্তু ফেবীয় সমাজবাদীরা প্রচণ্ডভাবে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন, বিশেষ করে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যবহারিক অসুবিধার জন্য।[৬]

ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে ফেবীয় সমাজবাদীদের বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত ফেবিয়ান সোসাইটির বক্তব্যে ঃ

"When the House of Commons is freed from the veto of the House of Lords and thrown open to candidates from all classes by an effective system of payment of representatives and a more rational method of eleclion, the British parliamentary system will be, in the opinion of the Fabian Society, a first-rate practical instrument of democratic government.'

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই সমাজবাদ কায়েম করা সম্ভব এবং একমাত্র সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমেই তা করা উচিত এই বিশ্বাস ফেবীয় রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্বের অন্যতম নীতি। নৈরাজ্যবাদীদের মতো বিপ্লবী সমাজবাদীদের প্রস্তাবিত 'কমিউন'-এর (commune) ধারণাকে ফেবীয় নেতারা "apparently strange and romantic inventions" বলে বর্ণনা করেন। রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটিয়ে রাষ্ট্রের কাজ কমিউনগুলির মাধ্যমে পরিচালন করার ব্যাপারটা ফেবীয় রাষ্ট্রনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিল একটি সম্পূর্ণ অবাস্তব ধারণা। সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের প্রতাপকে সীমিত করার জন্য এবং গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক মূল দৃঢ় করার জন্য ফেবীয় তাত্ত্বিকদের মত হল বৈপ্লবিক কমিউনের কোন প্রয়োজন নেই, তার পরিবর্তে কর্পোরেশন বা কাউন্টি কাউন্সিল বা বরো কাউন্সিলের মতো ব্রিটেনের স্থানীয় শাসনের প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও জনমুখী করা যেতে পারে। সুতরাং ফেবীয় রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্বে বৈপ্লবিক রোমান্টিকতার কোন স্থান ছিল না। কিন্তু ফেবিয়ান সোসাইটির এই বক্তব্যে ও গণতন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে মার্কস্-পন্থী, নৈরাজ্যবাদী ও গিল্ড সমাজবাদী সকলেই হতাশ হন। তাঁরা সকলেই ফেবীয় সমাজবাদকে অসার ও অনুর্বর বলে মনে করতে থাকেন।

ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে কিছু কিছু রদবদল করলে তার মধ্যেই গণতন্ত্র এবং সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে এরকম ধারণা ফেবীয় নেতৃত্বের দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যেও দেখা যায়। এন্সর[৮] ও লর্ড লিন্ডসের[৯] লেখার মধ্যে এর প্রমাণ মেলে। কিন্তু দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে জর্জ বার্নার্ড শ ব্যক্তিগত-ভাবে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন, যদিও তাঁর পরিবর্তিত ধারণা কোনক্রমেই ফেবিয়ান সোসাটির দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ছিল না। শ' তাঁর শেষজীবনে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রদর্শন থেকে দূরে সরে যান এবং নীট্‌শের "অতিমানব" তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অক্ষমতাই ছিল তাঁর মত পরিবর্তনের কারণ। তিনি গণতন্ত্রে দল ব্যবস্থারও (party system) বিরোধিতা করেন। শ'য়ের এই বক্তব্য অবশ্য ফেবিয়ান সোসাইটির প্রতিনিধিস্থানীয় বক্তব্য ছিল না। প্রায়

একই সময়ে সিডনী ও বিয়াট্রিস্ ওয়েব তাঁদের *A Constitution for the Socialist Commonwealth of Great Britain* (1920) গ্রন্থে ব্রিটেনের জন্য যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কন করেন তাও ছিল তাঁদের নিজস্ব ব্যক্তিগত বক্তব্য। যদিও তা ফেবিয়ান সোসাইটির বক্তব্য ছিল না, তবুও এখানে তাঁদের বক্তব্য থেকে নেতৃস্থানীয় ফেবীয় তাত্ত্বিকদের চিন্তায় কিছু পরিবর্তন দেখা যায়।

ওয়েব দম্পতি ভবিষ্যতের সমাজবাদী ব্রিটেনে পার্লামেণ্টকে দুভাগে ভাগ করার প্রস্তাব করেন: একটি হবে 'রাষ্ট্রিক সংসদ' (political parliament) আর অন্যটি হবে 'সামাজিক সংসদ' (social parliament)। এই ধারণাটির সঙ্গে মঁতেস্কুর[৩৩] ক্ষমতা বিভাজন নীতির (principle of separation of powers) কিছুটা সাদৃশ্য আছে এবং ধারণাটি কিছুটা ইতালীর ফাসিস্ট নেতা মুসোলিনী-প্রবর্তিত সংসদীয় কাঠামোর দ্বারা প্রভাবিত। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করবে 'রাষ্ট্রিক সংসদ' এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবে 'সামাজিক সংসদ।' উভয় সভাই বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে কাজ করবে এবং দলভিত্তিক সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু নীতির দ্বারা পরিচালিত হবে না। ওয়েব দম্পতির এই ধরণের সমাধান তর্কের অবকাশ রাখে, কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, তাঁরা এই ধরণের রাষ্ট্রিক কাঠামো সুপারিশ করেছিলেন যাতে ভবিষ্যতের সমাজবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রিক কর্তৃত্বের ও আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের দাপটে ব্যক্তি যেন একেবারে অসহায় হয়ে না পড়ে। সমাজবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র যে একটি প্রথম শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে তা ফেবীয় নেতৃবৃন্দ ১৮৮০-র দশকে বুঝতে না পারলেও ১৯২০-র দশকে ধীরে ধীরে সে ব্যাপারে সজাগ হতে থাকেন।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. গ্রীন (Thomas Hill Green)—ইংরেজ দার্শনিক (1836—82)। হেগেলের রাষ্ট্রদর্শনের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হলেও ইংল্যাণ্ডে শিল্পায়নের পরিবর্তিত পরিবেশে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রাদর্শের দার্শনিক ভিত্তি প্রস্তুত করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *Lectures on the Principles of Political Obligation* (1880)।

২. বোসাংকে (Bernard Bosanquet)—ইংরেজ দার্শনিক (1848—1923)। রাষ্ট্রদর্শনে হেগেলীয় আদর্শবাদের অনুগামী। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *The Philosophical Theory of the State* (1899)।

৩. হেগেল (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)—পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান জার্মান দার্শনিক (1770—1831)। আধুনিক

দার্শনিক চিন্তায় দ্বন্দ্ববাদের (dialecties) প্রবর্তন করেন। হেগেলীয় আদর্শবাদী রাষ্ট্রদর্শনে রাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্যের পক্ষে সমর্থন দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *The Phenomenology of Spirit* (1807) এবং *The Philosophy of Right* (1821)।

৪. বার্নার্ড শ সম্পাদিত *Fabian Essays* গ্রন্থে সিডনী অলিভিয়রের প্রবন্ধ।

৫. দ্রষ্টব্য: বার্নাড শ প্রণীত *Impossibilities of Anarchism* (1888) পুস্তিকা।

৬. ম্যাক্‌ব্রিয়ার দেখিয়েছেন যে, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রণীত *Representative Government* গ্রন্থটির ১৮টি অধ্যায়ের মধ্যে ৯টি অধ্যায়ের (২, ৩, ৪, ৯, ১২, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮ সংখ্যক অধ্যায়) বক্তব্য ফেবীয় সমাজবাদীদের কাছে প্রায় পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য ছিল। অন্য আরো তিনটি অধ্যায়ের বক্তব্য (১, ৫, ৬ সংখ্যক অধ্যায়) কিছুটা পরিবর্তন করে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। দুটি অধ্যায়ের বক্তব্য (৮ এবং ২০ সংখ্যক অধ্যায়) পুরোপুরি বর্জন করেছিলেন। দ্রষ্টব্য: A. M. McBriar, *Fabian Socialism and English Politics*, pp. 77-78.

৭. *Report on Fabian Policy* (Fabian Tract no. 70), 1896 [এই নীতি ঘোষণার মুসাবিদা তৈরী করেছিলেন বার্নার্ড শ]

৮. এন্‌সর (Sir Robert Charles Kirkwood Ensor)—খ্যাতনামা ইংরেজ ঐতিহাসিক ও সাংবাদিক (1877—1958)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নিযুক্ত হন। ফেবিয়ান সোসাইটির কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন (১৯০৭—১১ এবং পুনরায় ১৯১২—১৯)।

৯. লর্ড লিন্ডসে (Alexander Dunlop Lindsay, First Baron Lindsay of Birker)—প্রখ্যাত ইংরেজ শিক্ষাবিদ্‌ (1879—1952)। অক্সফোর্ড ও গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতিদর্শনের (moral philosophy) অধ্যাপক। পরে 'মাস্টার অব্‌ ব্যালিওল কলেজ' পদে উন্নীত হন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন (১৯৩৫—৪৮)। উদারনীতিক গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। ব্রিটিশ লেবার পার্টির ও ট্রেডস্‌ ইউনিয়ন কংগ্রেসের শিক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন।

১০. মঁতেস্কু (Baron Charles Louis de Secondat Montesquieu)—প্রখ্যাত ফরাসী সমাজদার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌ (1689—1755)। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক-রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানাদির নির্মম সমালোচনা করেন এবং রাষ্ট্রতত্ত্বে তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Spirit of the Laws* (1748) আমেরিকার সংবিধান প্রণেতাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

সপ্তম অধ্যায়

সমষ্টিবাদ ও ফেবীয় দৃষ্টিভঙ্গী

ফেবিয়ান সোসাইটি যে ধরণের সমাজবাদ প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন তা ছিল পুরোপুরি রাষ্ট্র-পরিচালিত সমাজবাদ (state socialism) ঃ এই স্বীকারোক্তি ফেবিয়ান সোসাইটির নিজেরই।[১] সোজাকথায় বলতে গেলে, অনেকেই ফেবীয় সমাজবাদকে "আমলাতান্ত্রিক সমাজবাদ" (bureaucratic socialism) নামে অভিহিত করেছেন। ফেবিয়ান সোসাইটির তাত্ত্বিকগণ সচেতনভাবেই তাঁদের প্রস্তাবিত সমাজবাদের রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্বের যে ব্যাখ্যান উপস্থিত করেন তাতে একই সঙ্গে অন্যান্য অ-মার্কসীয় বিকল্প সমাজবাদী ধারণাগুলিকে (যেমন : কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদ, নৈরাজ্যবাদী সমাজবাদ, সিণ্ডিকালিষ্ট সমাজবাদ, গীল্ড সমাজবাদ) তাঁরা বর্জন করেন।

ডেভিডসন-প্রতিষ্ঠিত 'ফেলোশিপ্ অব্ দি নিউ লাইফ' নামক সংস্থা থেকে বেরিয়ে এসে ফেবিয়ান সোসাইটির জন্ম হয়। এই ধরণের একটি আধা-ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত সংস্থার মাধ্যমে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা যে সম্ভব নয় এই মতে ফেবিয়ান সোসাইটির সব সদস্যই বিশ্বাসী ছিলেন। উদারনীতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে আর্থনীতিক-প্রশাসনিক সমস্যাবলী আলোচনা করে কোন সমাজবাদী সূত্র খুঁজে বের করাতেই ফেবিয়ান সোসাইটির প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল। আসলে ফেবীয় সমাজবাদ হল এক ধরণের সংস্কারকামী সামাজিক পুনর্গঠনের কার্যক্রম। মূলত পুঁজিবাদী সমাজের কিছু কিছু প্রক্রিয়ার ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মতো সংস্কার করেই তাঁরা ব্রিটেনে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

ফেবীয় সমাজবাদে শিল্পের ক্ষেত্রে সমগ্র সমাজের নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দেওয়া হয়। ফেবীয় নেতৃবৃন্দ কখনো চান নি যে, কোন শিল্পের পরিচালনার ওপর একমাত্র সেই শিল্পে নিযুক্ত কর্মীরাই সার্বিক নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা ভোগ করুক। যেমন, তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, কয়লা খনি বা লৌহ খনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের হাতেই কয়লা বা লৌহের উৎপাদন, বন্টন বা বাজার মূল্য নির্ধারণের পূর্ণ ক্ষমতা থাকা উচিত নয়, এবং এই ধরণের সম্পদের ওপর সমগ্র সমাজের নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা থাকা উচিত। আবার ঠিক একই কারণে ময়লা জল নিকাশী ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা একমাত্র ঐ কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের হাতে থাকা উচিত এমন কথা তাঁদের কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়েছিল। ফেবীয় তাত্ত্বিকগণ কোনদিনই শ্রমিকদের হাতে নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা দেওয়ার

পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ, তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে, এই ধরণের ক্ষমতা শ্রমিক শ্রেণীর হাতে দেওয়া হলে শ্রমিক সংস্থাগুলি (trade unions) বিশালকায় কোম্পানীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করবে এবং সমাজের হাতে সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ বলতে আর কিছু থাকবে না। সিডনী ওয়েবের লেখা *Socialism: True and False* (1894) পুস্তিকাটিতে ফেবিয়ান সোসাইটির বক্তব্য হিসেবে এই ধরণের মত প্রকাশ করা হয়। ফেবীয় নেতৃবৃন্দের কাছে সিন্ডিকাল সমাজবাদ[২] শুধু ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের অযোগ্য নয়, তা অনভিপ্রেত বলেও বিবেচিত হয়। কারণ তাঁরা মনে করতেন যে, সিন্ডিকাল সমাজবাদ শ্রমিকশ্রেণীর মনে এমন এক আত্ম-সর্বস্ব মনোভাব সৃষ্টি করবে যা সুস্থ নাগরিকত্ব-বোধের অন্তরায় হবে।

সিন্ডিকাল সমাজবাদের তুলনায় গীল্ড সমাজবাদের ধারণা ফেবিয়ান সোসাইটির কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। চিন্তা ও মননের দিক থেকে গীল্ড সমাজবাদ ছিল প্রকৃতপক্ষে ফেবীয় সমাজবাদেরই একটি গণতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া এবং ফেবিয়ান সোসাইটির মধ্যে যাঁরা বামমার্গী ছিলেন তাঁদের ওপর গীল্ড সমাজবাদের প্রভাব ছিল। ফেবীয় মতবাদের অনেক কিছুই গীল্ড সমাজবাদীরাও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ওয়েব দম্পতির মতো ফেবীয় নেতাদের কাছে গীল্ড সমাজবাদের কয়েকটি ত্রুটি ধরা পড়ে। প্রথমত, গীল্ড সমাজবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদিত দ্রব্যের ভোগকারীদের (consumers) হাতে প্রায় কোন নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা থাকবে না; দ্বিতীয়ত, উৎপাদকের নিয়ন্ত্রণ অর্থনীতির ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না; তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক সমষ্টিবাদের (democratic collectivism) সঙ্গে তুলনা করলে গীল্ড সমাজবাদের নিজস্ব কোন বিশেষ আবেদন চোখে পড়ে না; চতুর্থত, সমাজ বিবর্তনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, গীল্ড সমাজবাদের পথে সামাজিক বিকাশ ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম। সুতরাং ফেবীয় সমাজবাদীগণ বিশ্বাস করতেন যে, শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পুঁজিবাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে গীল্ড সমাজবাদ অপেক্ষা দ্রব্যভোগকারীদের সমবায় আন্দোলন অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে।[৩]

ফেবিয়ান সোসাইটির চিন্তাধারায় প্রথম যুগে ইতিবাচক কর্মসূচী হিসেবে সমষ্টিবাদের (collectivism) ধারণা স্পষ্ট ছিল না। ১৮৮৪ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত কোন শিল্প বা ব্যবসাকে জাতীয়করণ করার জন্য ফেবিয়ান সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় নি। অবশ্য এর একটি কারণ হয়তো এই যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত জাতীয়করণ ব্যবস্থাকে (nationalization) ব্যবহারিক রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে মনে করা হতো না। ফেবীয় সমাজবাদ প্রচারের প্রথম পর্বে তাঁরা ব্রিটেনে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার

জন্য প্রধানত দু'টি কার্যক্রমের ওপর জোর দিয়েছিলেন: একটি হল শ্রমিক শ্রেণীর, এবং বৃহত্তর সমাজের, স্বার্থে সংসদীয় পন্থায় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা সম্প্রসারিত করা, এবং অপরটি হল রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতার কিছু অংশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত স্থানীয় পৌর শাসনব্যবস্থার হাতে অর্পণ করা। যখন ফেবীয় মতবাদের রূপরেখাকে নির্দিষ্ট একটি রূপ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল তখন দেখা যায় যে, শ্রমিকশ্রেণীর সংঘবদ্ধ আন্দোলন সম্পর্কে ফেবীয় সমাজবাদের উৎসাহ খুবই কম ছিল। ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত *Fabian Essays in Socialism* গ্রন্থে শ্রমিক আন্দোলন বা ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয় নি। পরে অবশ্য ফেবীয় গোষ্ঠীর চিন্তায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গুরুত্ব স্বীকৃত হয় এবং সিডনী ওয়েবের গবেষণা-ভিত্তিক দু'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়: *History of Trade Unionism* (1894) এবং *Industrial Democracy* (1897)। সিডনী ওয়েবের নিজের স্বীকারোক্তি হল, ১৮৮৯ সালে ফেবীয় গোষ্ঠী শ্রমিক আন্দোলন বা সমবায় আন্দোলন অপেক্ষা স্থানীয় শাসন (local government) সম্বন্ধে বেশি চিন্তা করতেন। তাঁর মতে স্থানীয় শাসনের গুরুত্ব বুঝতে পারার পর সমাজবাদের তত্ত্বে একটি নতুন দিক সংযোজিত হয়। উচ্চহারে সংগঠিত ও ঘনবসতিপূর্ণ সমাজে "রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ" (state socialism) অপেক্ষা পৌর সমাজবাদকে (municipal socialism) গুরুত্ব দিতেই হবে এবং সমাজবাদী রাষ্ট্রের প্রশাসনে জনগণের নির্বাচিত স্বয়ংশাসিত স্থানীয় শাসনব্যবস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতেই হবে এই ধরণের দৃঢ় ধারণা প্রাথমিক পর্যায়ে ফেবীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিল।[৪] এই কারণে প্রথম দিকে ফেবীয় সমাজবাদ অনেকের কাছেই "পৌর সমাজবাদ" (municipal socialism) বলেই পরিচিত হয়।

ফেবীয় সমষ্টিবাদের প্রাথমিক কার্যক্রমে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয় সেগুলি হল: (১) শ্রমিক শ্রেণীর জন্য জাতীয় নিম্নতম মজুরী (national minimum wage) স্থির করা এবং আর্থ-সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এই মজুরী প্রবর্তন করা; (২) সমাজবাদী রাষ্ট্রে বিকেন্দ্রী-করণের অত্যাবশ্যক অঙ্গ হিসাবে 'পৌর সমাজবাদ' প্রতিষ্ঠা করা এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যবিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিকে (special-purpose bodies) গণতান্ত্রিক স্থানীয় শাসনের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা; (৩) আর্থনীতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা ধীরে ধীরে সম্প্রসারণ করা, এবং জাতীয়স্তরে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও জনকল্যাণমূলক সেবাগুলিকে প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় শাসনের অথবা স্থানীয় শাসনের নিয়ন্ত্রণে আনা; (৪) ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ও জাতীয় ঋণ নীতির ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা, এবং সবশেষে (৫) খনি ও খনিজ উৎপাদন,

রেলওয়ে, বন্দর প্রশাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা এবং পূর্বতন মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পর এগুলির সুষ্ঠু সমাজমুখী প্রশাসনের জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা গঠন করা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ফেবীয় তত্ত্বে সমষ্টিবাদের দুটি দিক আছে: প্রথমত, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় শিল্প ও সেবাগুলির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী প্রশাসনের পরিবর্তে সংগঠিত রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা, এবং দ্বিতীয়ত, সেইসঙ্গে সমাজবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় যাতে স্বাধীনতার বাতাবরণ নষ্ট না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা। একদিকে কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদীর ভাবালুতাকে যেমন ফেবীয় নেতৃবৃন্দ পরিহার করেছেন, অন্যদিকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র উৎপাদকের পূর্ণ অধিকার থাকবে এমন কথাও মেনে নেন নি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই তাঁরা একটি বিকেন্দ্রিত রাষ্ট্র ও স্থানীয় পৌরশাসনের রূপরেখা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব সংগঠনে সংগঠিত হওয়ার অধিকারকে পূর্ণ সমর্থন জানান, কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের মতো প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে এবং প্রশাসনকে যদি পুঁজিবাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গী ও শোষণমূলক প্রভাব থেকে মুক্ত করে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সুসংগঠিত করা যায় তাহলে সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব হবে এবং মানুষ তার কাজকর্মের বাইরে অবসর সময়কে বেশি করে সৃষ্টিশীল করতে পারবে।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. দ্রষ্টব্য: Fabian Tract no 70.

২. সিন্ডিকাল সমাজবাদ (Syndicalism)—প্রধানত ফরাসী সমাজবাদী প্রুধোঁ ও সোরেল-এর মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত এক ধরণের বৈপ্লবিক সমাজবাদী চিন্তা। বিপ্লবের পর রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটাতে হবে এবং উৎপাদন ও বন্টন সংক্রান্ত প্রশ্নে শ্রমিক সংস্থাগুলিকে (trade unions) রাষ্ট্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্ররূপে সংগঠিত করতে হবে এটাই হল সিন্ডিকাল সমাজবাদের মূল বক্তব্য।

৩. Sidney Webb and Beatrice Webb, *The Consumers' Co-operative Movement* (London : Longmans, 1921)।

৪. *Fabian Essays in Socialism* গ্রন্থটির ১৯১৯ সালে প্রকাশিত সংস্করণে সিডনী ওয়েবের লেখা মুখবন্ধ (Preface) দ্রষ্টব্য।

অষ্টম অধ্যায়

দার্শনিক ভিত্তি

সাধারণভাবে বলা যায় যে, ফেবীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ কোন দার্শনিক তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হতে অস্বীকার করেন। সুতরাং ফেবীয় দর্শন (Fabian philosophy) হিসেবে কোন নির্দিষ্ট দার্শনিক তত্ত্বকে নির্দেশ করা শক্ত। বার্ণার্ড শ বা হিউবার্ট ব্ল্যান্ডের মতো কোন কোন ফেবীয় নেতা ব্যক্তিগতভাবে কখনো কখনো তাঁদের পছন্দমতো দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করেছেন, কিন্তু ফেবিয়ান সোসাইটির পক্ষ থেকে বিশেষ কোন দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়নি। ফেবিয়ান সোসাইটির মধ্যে নিরীশ্বরবাদী, বস্তুবাদী, রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট, কোয়েকার, বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী, প্রায়-মার্কসবাদী ইত্যাদি সব রকম মতাদর্শাবলম্বী সদস্যের সহাবস্থান ছিল। তাঁরা শুধু রাষ্ট্রনীতিক এবং আর্থ-সামাজিক প্রশ্নগুলির সঙ্গে জড়িত ব্যবহারিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য একটি সাধারণ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন এবং কার্যক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা করতেন। কিন্তু অধিবিদ্যাসংক্রান্ত (metaphysical) প্রশ্ন বাদ দিলে সাধারণ জীবনের কোন কোন প্রশ্নে ফেবিয়ান সোসাইটির প্রথম যুগের নেতাদের মধ্যে কিছু পরিমাণে মতৈক্য দেখা যায় যাকে ব্যবহারিক অর্থে "ফেবীয় দর্শন" বলা যেতে পারে।

একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, রাষ্ট্রিক-আর্থনীতিক সংস্কার প্রবর্তনের জন্য প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ফেবীয় নেতৃবৃন্দ দার্শনিক জটিলতা ও বিতর্কের অবতারণা করতে চাননি। তাঁদের কাছে সমাজ দর্শনের তত্ত্ব ততটা গুরুত্ব পায়নি যতটা গুরুত্বের সঙ্গে তাঁরা ব্যবহারিক রাজনীতি-অর্থনীতির প্রশ্নগুলিকে দেখতে চেয়েছিলেন। ফেবিয়ান সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে বার্ণার্ড শ'য়ের একটি মন্তব্য ফেবীয় তাত্ত্বিকদের দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি অনীহাকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে: "...as a professional reformer you had better be content to preach one form of unconstitutionality at a time. For instance, if you rebel against high-heeled shoes, take care to do it in a very smart hat".[১] অর্থাৎ কোন সংস্কারকের প্রস্তাবিত সংস্কার যাতে অনাবশ্যকভাবে একাধিক বাধার সম্মুখীন হওয়ার ফলে দুর্বল বা ব্যর্থ না হয় সেদিকে সংস্কারকের দৃষ্টি দেওয়া উচিত; একই সঙ্গে অনেক শত্রু সৃষ্টি করা উচিত নয়। হয়তো এমন

একটা মানসিকতা থেকেই ফেবীয় তাত্ত্বিকগণ দার্শনিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে নতুন কোন বিতর্ক সৃষ্টি করতে চাননি।

অবশ্য ১৮৮০-র দশকে ফেবীয় নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই তৎকালীন জনপ্রিয় ফরাসী সমাজদার্শনিক কোঁত্-এর ধ্রুববাদী সমাজদর্শনের (Positive Philosophy) দ্বারা আকৃষ্ট হন। অবশ্য ধ্রুববাদী দর্শনের সব কিছুই তাঁরা গ্রহণ করেননি। দেখা যায় যে, ধ্রুববাদী দর্শনের অভিজ্ঞতাবাদী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁদের বেশি প্রভাবিত করেছিল। কোঁত-প্রবর্তিত "মানব ধর্মের" (Religion of Man) আদর্শ ও তাঁর রাষ্ট্রনীতিক পুনর্গঠনের সুপারিশগুলি ফেবীয় নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করেননি। সমাজ পুনর্গঠনের জন্য ফেবীয় নেতৃবৃন্দের কাছে গ্রহণযোগ্য অভিজ্ঞতাবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ডারউইন-হাক্সলি-স্পেন্সার প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ চিন্তাদর্শের ঐতিহ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ফেবীয় তাত্ত্বিকদের চিন্তার জগতে মানবজীবনের পরমতত্ত্ব-সন্ধানকারী অধিবিদ্যার (metaphysics) কোন কদর ছিল না। ফেবীয় তাত্ত্বিকদের উদ্দেশ্যই ছিল ফেবীয় সমাজবাদী বক্তব্য মানুষের কাছে এমন যুক্তির সঙ্গে উপস্থিত করা যার ফলে সমাজে সকল শ্রেণীর মানুষের পক্ষে, এমন কি একজন চার্চ-ওয়ার্ডেনের (church warden) পক্ষেও সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা এবং ফেবীয় বক্তব্য সমর্থন করা সম্ভব হয়।

ব্রিটেনে প্রচলিত ও সেখানকার শিক্ষিত মহলে গৃহীত সমাজ দর্শনকে তাঁরা চ্যালেঞ্জ করতে চাননি। সুতরাং ব্রিটিশ সমাজ দর্শনের সমকালীন বক্তব্যকে তাঁরা গ্রহণ করেন এবং সেই ধারাতেই চিন্তা করেন। সমাজদর্শনের চিন্তার ক্ষেত্রে ফেবীয় তাত্ত্বিকদের নিজস্ব কোন দান নেই এবং নতুন বক্তব্য তাঁরা হাজির করতে চাননি। পুঁজিবাদের সংস্কারের জন্য এবং সমাজবাদী সংস্কার প্রবর্তনের জন্য নতুন কোন সমাজ দর্শনের আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বোধ করেননি। ফেবীয় সমাজবাদীগণ নিজেদের ব্রিটিশ সমাজের ভদ্রলোক গোষ্ঠী অর্থাৎ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবেই দেখতে চেয়েছিলেন এবং তাঁদের আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীও সেইভাবে গড়ে উঠেছিল। জোর করে হিংসাত্মক পদ্ধতিতে কোন সামাজিক পরিবর্তন তাঁরা আনতে চান নি। ব্রিটেনের প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রিকব্যবস্থার কাঠামো মেনে নিতে তাঁদের কোন আপত্তিই ছিল না। সুতরাং নিজেদের পরিকল্পিত সামাজিক-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার সমর্থনে নতুন কোন দার্শনিক তত্ত্বের প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেন নি। মানুষের সাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞানের ("common sense of a practical sort") কাছে আবেদন করাই ছিল তথাকথিত ফেবীয় দার্শনিক তত্ত্বের মূল কথা।

ফেবীয় তাত্ত্বিকদের মধ্যে সিডনী ওয়েব ছিলেন বেন্থামীয় উপযোগিতাবাদ (Utilitarianism) তত্ত্বের উৎসাহী সমর্থক। সুতরাং দার্শনিক ক্ষেত্রে তাঁকে নিঃসন্দেহে বেন্থামের অনুগামী বলা যেতে পারে। 'সমাজের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক মঙ্গল'—এই ধরণের হিতবাদী সামাজিক-রাষ্ট্রিক মতবাদে তিনি বিশ্বাস করতেন। বিয়াট্রিস্ ওয়েব সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, "...Bentham was certainly Sidney's intellcctual god-father"[৩]। কিন্তু সিডনী ওয়েব মানুষের 'মঙ্গল' (good) বা 'সুখ' (happiness) বলতে যা বুঝেছেন তা থেকে মনে হয় তিনি বেন্থাম অপেক্ষা জন ষ্টুয়ার্ট মিল-এর বক্তব্যকেই বেশি গ্রহণ করেছিলেন। বেন্থামীয় উপযোগিতাবাদ তত্ত্বের রুক্ষতা ও নির্মমতা কমিয়ে আনার জন্য জন ষ্টুয়ার্ট মিল যেভাবে তার সংশোধন করেছিলেন ওয়েব দম্পতির কাছে তা ছিল অধিকতর হৃদয়গ্রাহ্য এবং গ্রহণীয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, বিয়াট্রিস্ ওয়েব নিজে ছিলেন হারবার্ট স্পেন্সারের সামাজিক বিবর্তন মতবাদের উৎসাহী সমর্থক। মানুষের সমাজে যে প্রতিযোগিতা চলে তাতে যে মানুষ নিজের ক্ষমতা ও দক্ষতা যথাযথ ব্যবহার করে এগিয়ে যেতে পারবে তার প্রতিই ছিল বিয়াট্রিসের সমর্থন। সে কারণেই তিনি অশিক্ষিত শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় কোনদিনই বিশ্বাস করেন নি।

অন্যদিকে বার্ণার্ড শ কখনই নিজেকে বেন্থামপন্থী হিসেবে ভাবতে চান নি। বেন্থামীয় উপযোগিতাবাদে প্রাকৃতিক অধিকার তত্ত্বের (theory of natural rights) বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হয়, কিন্তু বার্ণার্ড শ বেন্থামীয় সমালোচনার দ্বারা প্রভাবিত হননি। পুরোপুরি না হলেও "প্রাকৃতিক অধিকার" ধারণার প্রতি তাঁর কিছুটা সমর্থন দেখা যায়। কিন্তু বার্ণার্ড শ যে ধরণের প্রাকৃতিক অধিকারে বিশ্বাস করতেন তা ছিল তাঁর নিজস্ব ধারণাপ্রসূত। তিনি "প্রাকৃতিক অধিকারের" ধারণাকে সমাজদর্শনের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক মনে করতেন মূলত এই কারণে যে, সাধারণ মানুষ এই ধরণের অধিকারে "বিশ্বাস" করে। তিনি প্রাকৃতিক অধিকারের কোন ঐতিহাসিক অস্তিত্ব আছে বলে মনে করতেন না এবং এরকম কোন "বিশ্বাস"কে তিনি "necessary illusion" বলে বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে বেন্থামীয় দর্শনে যে সুখবাদী নৈতিকতা (hedonistic ethics) দেখা যায় বার্ণার্ড শ বরাবরই তার বিরোধিতা করে গেছেন। শেষ জীবনে তিনি নীটৎসে এবং বের্গস[৪]-এর সমাজ দর্শনে যে *"জীবনীশক্তি"-র (Life Force) ধারণা আছে তার দ্বারা প্রভাবিত হন।* তিনি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন যে, সমাজে সকল মানুষ একই উপাদানে গঠিত নয়; কয়েকজনের মধ্যে অন্য সকলের চেয়ে উচ্চস্তরের জীবনীশক্তি অধিক পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং জীবনীশক্তির মান অনুসারে

সমাজে কিছু লোককে উচ্চকোটির মানুষ (superman) হিসেবে দেখতে হবে যাদের সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নৈতিকতার মানদণ্ডে বিচার করা যায় না এবং উচিতও নয়। নিম্নস্তরের নৈতিকতার অধিকারী সাধারণ মানুষের ধ্যানধারণায় ও বিচারশক্তিতে বেন্থামীয় উপযোগিতাবাদ এবং সুখ-দুঃখের হিসেব প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু উচ্চস্তরের নৈতিকতার অধিকারী মানুষের ক্ষেত্রে তা হল অপ্রযোজ্য। সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করা এবং সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচ্চস্তরের জীবনী-শক্তিসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই সম্ভব বলে বার্ণার্ড শ বিশ্বাস করতেন।

ফেবিয়ান সোসাইটির অন্য আর একজন নেতা সিডনী অলিভিয়র। তাঁর মতে নীতিশাস্ত্রের (ethics) যে কোন মতবাদই শেষ পর্যন্ত সমাজবাদের আদর্শকে সমর্থন করে। সুতরাং সমাজবাদের পক্ষে নৈতিক সমর্থন সবসময়ই আছে। মানুষের সামাজিক সম্পর্ক থেকেই নৈতিকতাবোধের জন্ম হয় যার মাধ্যমে সামাজিক সংহতি দৃঢ় হয। সুস্থ সামাজিক নীতিবোধের মাধ্যমেই মানুষ ব্যক্তিগতভাবে সমাজে অন্য সকলের সঙ্গে সমমর্মিতা বোধ করে এবং সমাজবাদ যথার্থভাবে এই কাজটিই করতে চায়। সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সমাজবাদ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। অলিভিয়রের এই বক্তব্যে কোঁতের ধ্রুববাদ, বেন্থামের উপযোগিতাবাদ এবং স্পেনসারের বিবর্তনবাদের প্রভাব দেখা যায় ; এমন কি তাঁর বক্তব্যে কাণ্টের[৫] নৈতিকতা সম্পর্কিত বক্তব্যেরও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং একথা পরিষ্কার যে, গোষ্ঠীগতভাবে ফেবিয়ান সোসাইটি কোন একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করে নি এবং নিজেদের কোন নির্দিষ্ট দার্শনিক তত্ত্ব গঠন করেনি। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শ প্রচার করার জন্য কোন বিশেষ দার্শনিক তত্ত্বের প্রয়োজনই তাঁরা বোধ করেন নি। ফেবীয় সমাজবাদের যে বিশেষ কোন দার্শনিক ভিত্তি ছিল না তার সমর্থন পাওয়া যায় পরবর্তীকালে ফেবিয়ান সোসাইটি প্রকাশিত একটি পুস্তিকায়।[৬] তবে সব দিক বিবেচনা করে বলা যেতে পারে যে, তাঁরা মোটামুটিভাবে মিল কর্তৃক সংশোধিত বেন্থামীয় উপযোগিতাবাদের সঙ্গে স্পেনসারের সামাজিক বিবর্তনবাদের একটা সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা উচিত। ফেবীয় নেতৃবৃন্দ তাঁদের প্রস্তাবিত সমাজবাদকে ব্রিটিশ সমাজের বৃহত্তম অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য করে উপস্থিত করার জন্য একটি দার্শনিক বিষয়ের ওপর জোর দেন। তাঁরা দেখাতে চেষ্টা করেন যে, খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে ফেবীয় সমাজবাদ বা সমষ্টিবাদ সঙ্গতিপূর্ণ। কোন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে একজন নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান এবং একইসঙ্গে ফেবীয়

সমাজবাদে বিশ্বাসী হতে পারেন। ফেবীয় সমাজবাদের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের কোন বিরোধ নেই এই কথাটা তাঁরা বারবার বোঝাতে চেয়েছেন। ধর্ম সংক্রান্ত যে কয়েকটি পুস্তিকা ফেবিয়ান সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয় সেগুলির প্রত্যেকটিতে এই বক্তব্য সমর্থন করার চেষ্টা করা হয়েছে। হাইণ্ডম্যান্-পরিচালিত সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন এইভাবে ধর্মকে মেনে নেয়নি। ফেডারেশন সমাজবাদের সঙ্গে ধর্মের কোন সহাবস্থান মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং কোন সমাজবাদীর পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ (secular) হওয়ার ওপর জোর দেয়। ফেডারেশনের বক্তব্যের বিরোধিতা করাই ছিল ফেবীয় নেতাদের কাছে একটি কৌশলগত কারণ। ফেবীয় নেতৃবৃন্দ এইভাবে ব্রিটিশ সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে সহজে পৌঁছতে পারবেন এমন আশা করেছিলেন। সমধর্মমতাবলম্বীদের মাধ্যমে সমাজবাদের ধারণাকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলাই ছিল তাঁদের সাংগঠনিক এবং মতাদর্শগত উদ্দেশ্য।[৭]

নবম অধ্যায়

নৈতিক ভিত্তি

উদারনীতিতে বিশ্বাসী এবং গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী এমন দুই ব্যক্তির মধ্যে যে সাধারণ বিরোধ রয়েছে তা সমাজ পরিবর্তনের পন্থা (means) নিয়ে, তার লক্ষ্য (end) নিয়ে নয়। মতাদর্শের দিক থেকে যিনি উদারনীতিতে বিশ্বাস করেন তিনি চাইছেন সমাজে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে, অর্থাৎ তিনি এমন এক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান যেখানে ব্যক্তি মানুষের শক্তি-সামর্থ্য ও গুণাবলী স্বাধীনভাবে এবং পুরোপুরিভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সমাজবাদী একই লক্ষ্যে পৌঁছতে চান। কিন্তু তাঁর বক্তব্য হল যে, উদারনীতির প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তিপ্রধান অর্থনীতির মাধ্যমে এই ধরণের সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়, এবং সে কারণেই সমাজবাদী বিকল্প পন্থায় সমাজ পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। ফেবীয় সমাজবাদীর কাছে উদারনীতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ গ্রহণীয় মতাদর্শ, কিন্তু তিনি এই মতাদর্শকে একটা যুক্তিগ্রাহ্য নতুন রূপ দিতে চান। সিডনী অলিভিয়র ফেবীয় সমাজবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন: "Socialism is merely Individualism rationalised, organised, clothed, and in its right mind."[১] এই নতুনভাবে উপস্থাপনার কাজে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয় উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন করা।

ফেবীয় সমাজবাদীদের মতে সমাজবাদের মূল লক্ষ্য হল ব্যক্তিগত পুঁজির পরিবর্তে সমষ্টিগত পুঁজি প্রতিষ্ঠা করা। তাঁরা চেয়েছিলেন যে, উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিকানা সমাজের সকল মানুষের সামগ্রিক স্বত্বে পরিণত হবে এবং জাতীয় স্বার্থে সমবায় পদ্ধতিতে উৎপাদন পরিচালিত হবে। সিডনী অলিভিয়র বলেছেন: "We are not dealing with socialism as a religion nor as concerned with questions of sex or family: we treat it throughout as primarily a property-form, as the scheme of an industrial system for the supply of the material requisites of human social existence."[২]

সমাজবাদীর যে মূল নৈতিক দাবী তা হল সমাজে প্রতিটি মানুষের দায়-দায়িত্ব সমান হওয়া উচিত এবং সেজন্য মানসিক বা কায়িক শ্রমের মাধ্যমেই সকলকে রুজি-রোজগার করতে হবে এবং কেবলমাত্র সম্পত্তির মালিকানার ওপর

ভিত্তি করে কোন রকম শ্রম না করে অন্যের উৎপাদিত ফলে ভাগ বসানো চলবে না। সমাজবাদের এই নৈতিক বক্তব্য সমাজবাদের মতাদর্শ প্রচারের দিক থেকে খুবই সহায়ক হয়। সমাজবাদের 'আদর্শ' নীতি হল কোন ব্যক্তির হাতেই উৎপাদন প্রক্রিয়ার মালিকানা থাকা উচিত নয় এবং এই ধরণের মালিকানা থেকে সৃষ্ট কোন রকমের খাজনা বা সুদের মতো "অনুপার্জিত আয়" ভোগ করার অধিকার থাকা উচিত নয়।

এই ধরণের আর্থ-সামাজিক সাম্য সম্পর্কে কথাগুলির পেছনে আছে এক শ্রেণীহীন সমাজের উচ্চ অথচ অস্পষ্ট আদর্শ। পুরোপুরি শ্রেণীহীন সমাজ-স্থাপন যে সম্ভব তা জোর করে ফেবীয় মতবাদে বলা হয়নি। ফেবীয় সমাজবাদীরা যেটুকু চেয়েছিলেন তা হল সমাজে জমি এবং/অথবা পুঁজির মালিকানার ওপর ভিত্তি করে যেন কোন শ্রেণীবিভাগ না গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু সামাজিক উৎপাদনে ব্যক্তিবিশেষ যে সেবা (service) দান করবে সেই ভিত্তিতে সামাজিক তারতম্য থাকতে পারে। ব্যক্তি মানুষের বাধাহীন পূর্ণতম বিকাশের পক্ষেই ছিল ফেবীয় সমাজবাদের নৈতিক সমর্থন। ফেবীয় সমাজ-বাদীদের মতে "সমাজবাদী নৈতিকতা" বলতে বোঝায় "only the expression of the eternal passion of life seeking its satisfaction through the striving of each individual for the freest and fullest activity."[৩]

সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হোক্ এটা ফেবীয় সমাজবাদীরা কখনই চান নি। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার কথাই তাঁরা বলেছেন। তাঁদের মধ্যে বার্ণার্ড শ' আবার এক সময় এতদূর পর্যন্ত প্রস্তাব করেছিলেন যে, সমাজবাদী সমাজে সকলের আয় যেমন সমান হওয়া উচিত তেমনই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক বিবাহের মাপকাঠিতে সামাজিক সাম্য কতটা প্রতিষ্ঠিত হল তার বিচার হওয়া উচিত।[৪] অবশ্য বার্ণার্ড শ'-প্রস্তাবিত সামাজিক সাম্যের মাপকাঠি ফেবিয়ান সোসাইটি গ্রহণ করেনি। সমাজে পরিপূর্ণভাবে নিখুঁত সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সৌভ্রাত্র (fraternity) গড়ে তোলার কথা অনেক পরিমাণে রোমান্টিক সমাজবাদের স্লোগানের মতই শোনায়। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজজীবনে সহমর্মী ও সহকর্মী হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সাম্য ও সৌভ্রাত্র গড়ে তুলবে এমন কোন রোমান্টিক ভাবালুতার দ্বারা ফেবীয় মতবাদীরা প্রভাবিত হননি। ফেবীয় সমাজবাদ পুরোপুরি ব্রিটেনের মধ্যবিত্ত মানসিকতার বাতাবরণে গড়ে উঠেছিল এবং ফেবীয় সমাজবাদীগণ প্রধানত মানুষের প্রখর সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির ওপরই নির্ভর করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে সিডনী অলিভিয়রের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য

খুবই স্পষ্ট : "···the cardinal virtue of socialism is nothing else than Common Sense."[৫]

উনিশ শতকের শেষ দিকে সমাজবাদ-বিরোধীদের একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, সমাজবাদী সমাজে মানুষের নৈতিক চরিত্রের (moral character) স্থান গ্রহণ করবে যন্ত্র (machines) এবং সেখানে মানুষের নৈতিকতার কোন প্রয়োজন বা মূল্য থাকবে না। তখন সমাজবাদের বিরুদ্ধে আরো প্রচার করা হতো যে, সমাজ বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সমাজবাদ অযোগ্য ব্যক্তিদের বেঁচে থাকতে ও উন্নতি করতে সাহায্য করে এবং তার ফলে যথার্থ ব্যক্তিগত যোগ্যতার কোন কদর সমাজবাদী ব্যবস্থায় হয় না। সমাজবাদের বিরুদ্ধে এই দুই প্রকার নৈতিক সমালোচনার উত্তর দেওয়ার উদ্দেশ্যে ফেবিয়ান সোসাইটি সমাজবাদের নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব বক্তব্য উপস্থিত করেন এবং উপরোক্ত দুটি ধারণাকেই ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।[৬]

ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পর্কে ফেবীয় সোসাইটির বক্তব্য ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। তবে ফেবীয় নেতৃবৃন্দ যে কথাটি জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করেন তা হল : সমাজবাদের বা সমষ্টিবাদের নৈতিকতার সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের ও তার নৈতিকতার কোন গভীর বিরোধ নেই। যীশুখ্রীষ্ট[৭] নিজেই ধনীদের সমাজে বঞ্চিতদের সঙ্গে সম্পদ ভাগাভাগি করে ভোগ করতে বলেছেন, আর প্রভু যীশু কখনই চাননি যে সমাজে বঞ্চিত শ্রেণী সহিংস পন্থায় ধনিক শ্রেণীর সম্পদ কেড়ে নিক্। ফেবীয় নীতিদর্শনে শুধু এই কথা বলারই চেষ্টা করা হয়েছে যে, তাঁদের প্রস্তাবিত সমাজবাদের মতাদর্শ গ্রহণ করেও খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী যে কোন ব্যক্তি তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিকতা বজায় রাখতে পারবেন। আসলে ফেবিয়ান সোসাইটির উদ্দেশ্যই ছিল ব্রিটেনে তৎকালীন সমাজের বৃহত্তম অংশের কাছে ফেবীয় সমাজবাদকে যতদূর সম্ভব সাধারণ ভাষায় ও ভঙ্গীতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি মার্জিত ও গণতান্ত্রিক বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণযোগ্যরূপে উপস্থিত করা।

ফেবীয় মতবাদে স্বাধীনতার (liberty) লক্ষ্যবস্তু হিসাবে ধরা হয়েছে অবসর (leisure)। 'অবসর' বলতে বোঝায় এমন কিছু সময় যা ব্যক্তিমানুষ প্রতিদিনের কাজকর্মের মাঝে তার খুশি মতো বা ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং সমাজবাদী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত যাতে মানুষের অবসর সময় বৃদ্ধি পায় এবং অবসর ভোগের সুযোগ সমাজে সমভাবে সবাই ভোগ করতে পারে।[৮] ফেবীয় মতবাদে সাম্যের (equality) আর এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন সিডনী ও বিয়াট্রিস্ ওয়েব। সঙ্ঘ সমাজবাদকে (guild socialism) সমালোচনা করে তাঁদের বক্তব্য : "Equity demands

that every healthy adult without exception should put into the common stock of commodities and services at least the equivalent of what he consumes, in order that the world may not be the poorer for his presence."[৯] নৈতিক মানদণ্ডের বিচারে নিঃসন্দেহে খুবই উচ্চ ধারণা।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. Sidney Olivier, "Moral Aspect of the Basis of Socialism", G. B. Shaw (ed), *Fabian Essays in Socialism* (1931 edn), p. 99.

২. ibid., p. 96

৩. ibid, p. 119

৪. G. B. Shaw, *An Intelligent Woman's Guide to Socialism* etc. (1937), vol. 1, pp. 68-69 ; এবং vol. 2, p. 442.

৫. S. Olivier, op. cit., p. 120.

৬. দ্রষ্টব্য ঃ Sidney Ball, *The Moral Aspect of Socialism* etc. (Fabian Tract no. 72), 1896.

৭. যীশু খ্রীষ্ট (Jesus Christ)—রোমের আধিপত্য থেকে মুক্তিপ্রয়াসী ইহুদিদের ধর্মীয় নেতা এবং খ্রীস্ট ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা (আনুমানিক 4 খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ—29 খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর উপদেশাবলী 'বাইবেলে'র "নিউ টেস্টামেণ্ট" অংশে বিধৃত। তিনি ঐশ্বরিক প্রেমের বাণী ও ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেন।

৮. G. B. Shaw, *An Intelligent Woman's Guide to Socialism* etc., vol. 2, p. 304.

৯. S. and B. Webb, *The Consumers' Co-operative Movement*, quoted in A. M. McBriar, op. cit., p. 162,

দশম অধ্যায়

ফেবীয় সমাজবাদ ও বিপ্লব

ফেবীয় সমাজবাদীগণ ব্রিটেনে সমাজবাদকে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন এবং সেজন্য পার্লামেণ্টে অধিক সংখ্যায় সমাজবাদের সমর্থকদের নির্বাচিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের জন্য বা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন রকমের সহিংস বিপ্লবের প্রয়োজন তাঁরা কখনই স্বীকার করেন নি। সংসদ-প্রণীত আইনের শাসন কায়েম করে ধীরে ধীরে সমাজে পুঁজিবাদীদের ক্ষমতা হ্রাস করতে পারলেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা যাবে এটাই ছিল ফেবীয় নেতৃবৃন্দের দৃঢ় ধারণা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, আর অন্য কোন রকম উপায়ে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা নিরাপদ নয় এবং সম্ভবও নয়। সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে এই বক্তব্যকেই সিডনী ওয়েব "ধীরে চলার অনিবার্যতা" (inevitability of gradualness) বলে বর্ণনা করেছেন।

অবশ্য ফেবীয় মতানুসারে ধীরে চলার অর্থ এই নয় যে, সমাজবাদের পথে অগ্রসর হওয়া সব সময় পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ হবে। বার্ণার্ড শ' স্বীকার করেছেন যে, পুঁজিবাদের সমর্থকরা যদি সংবিধান মানতে না চায় অথবা পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে সমাজে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হবে এবং সেই সহিংস প্রক্রিয়ার শেষে সমাজে প্রত্যেকেই হিংসাত্মক ঘটনাগুলি ঘটার আগের তুলনায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ধরণের সহিংস সংগ্রামে যদি সমাজবাদের সমর্থকগণ জয়লাভ করেন, তাহলে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার হবে সত্য, কিন্তু সমাজবাদের মূল লক্ষ্যে পৌঁছান সুদূরপরাহত হতে পারে এবং সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার পথও মসৃণ থাকতে পারে না।[১]

মানুষের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্মতি নিয়ে যে রাষ্ট্রিক পরিবর্তন আসে তা জোর জবরদস্তি করে আনা পরিবর্তনের চেয়ে অনেক বেশি স্থায়ী ও মজবুত হয়। পুঁজিবাদী আর্থনীতিক ব্যবস্থায় শিল্প, কল-কারখানা ইত্যাদি যে সকল সম্পদ তৈরী হয় তাকে অবিমৃশ্যভাবে ধ্বংস করলে সমাজবাদেরই ক্ষতি করা হয়, অন্তত সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ব্যাহত হয়। এই বিষয়ে বার্নার্ড শ-এর সুস্পষ্ট মত প্রণিধানযোগ্য :

Returning a majority of Socialists to Parliament will not by itself reconstruct the whole economic system of the country in

such a way as to produce equality of income. Still less will burning and destroying buildings or killing several of the opponents of Socialism, and getting several Socialists killed in doing so. You cannot wave a wand over the country and say "Let there be Socialism" : at least nothing will happen if you do[২]। সুতরাং পুঁজিবাদের শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে ফেবীয় সমাজবাদী একমাত্র সংসদীয় সংগ্রামের পথেই অগ্রসর হতে চান ; মার্কসীয় বা নৈরাজ্যবাদী মতবাদ অনুসরণ করে সহিংস পথে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা তাঁর অভিপ্রেত নয়।

সংসদীয় গণতান্ত্রিক পথে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক আইন-কানুন, বিধি-নিয়ম প্রণয়ন করার প্রয়োজন হবে সে কথা ফেবীয় সমাজবাদীগণ স্বীকার করেন। রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধির প্রাচুর্যে ও আতিশয্যে ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে এমন আশঙ্কা অনেকেই প্রকাশ করেন, অন্তত ব্রিটিশ সমাজে উদারনীতির সমর্থক ব্যক্তিগণের এ রকম একটা ধারণা ছিল। এর উত্তরে ফেবীয় তাত্বিকদের বক্তব্য হল : এমন কথা মনে করা একেবারেই ভুল যে, আইনের বা বিধি-নিষেধের অনুপস্থিতির অর্থ ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিকাশ। ফেবীয় সমাজবাদীগণ স্পষ্টভাবেই যুক্তি দেখান যে, রাষ্ট্রের আইন-কানুন মানুষকে যেটুকু নিয়ন্ত্রণ করে তার চেয়ে মানুষকে অনেক বেশি পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন সামাজিক প্রথা এবং পুঁজিবাদ-সম্ভূত নানা রকমের বঞ্চনা। আসলে সমাজবাদ ব্যক্তি মানুষের বিকাশের পথে বাধাগুলিকে দূর করে তার ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনগুলি মেটাতে চায়, সমাজসচেতন ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে চায়, এবং সেজন্যই সমাজে আর্থ-সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সমাজবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় সকল ব্যক্তিকেই রুজি-রোজগার করতে হবে, কারণ কারুকেই অনুপার্জিত আয়ের ওপর নির্ভর করে জীবন যাপন করতে দেওয়া হবে না। বঞ্চনাহীন সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এই আবশ্যিক শ্রমকে অত্যাচার (tyranny) বলা যায় না। যদি কেউ সে রকম কিছু মনে করেন তাঁর প্রতি বার্নার্ড শ-এর কঠোর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে : 'To consider Socialism a tyranny because it will compel everyone to share the daily work of the world is to confess to the brain of an idiot and the instinct of a tramp.[৩] সমাজবাদী সামাজিক ব্যবস্থায় মূর্খের বা অলস ভবঘুরের কোন স্থান নেই।

প্রধানত মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা থেকেই ফেবীয় সমাজবাদীগণ সহিংস বিপ্লবের পথ এড়িয়ে চলতে চান। তাঁদের কাছে ইতিহাসের ধারণা ছিল বহমান

নদীর সঙ্গে তুলনীয়। নদী যেমন অনিবার্যভাবে তার লক্ষ্যের দিকে বয়ে যায়, তেমনই ফেবীয় সমাজবাদীদের ধারণা হয়েছিল যে, সমাজ অনিবার্যভাবেই ধীরে ধীরে সমাজবাদের দিকে এগিয়ে যাবে এবং তাঁদের কর্তব্য হবে বুদ্ধিবিবেচনা প্রয়োগ করে আইন ও প্রশাসনের মাধ্যমে সমাজের গতিকে পথনির্দেশ করা এবং তার বিবর্তনের পথে যে সব বাধা আসবে সেগুলি দূর করা। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য সংঘটিত বিপ্লব হিংসাত্মক হতে বাধ্য এবং এই ধরণের বিপ্লব সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলিকে ও কাঠামোকে বড়ো রকমের যে ধাক্কা বা ঝাঁকুনি দিয়ে যাবে তার ফলে পুঁজিবাদের অবসান ঘটলেও সমাজের গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং যে ধরণের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে তা সমাজে অনেকের মনেই গভীর হতাশা সৃষ্টি করবে। ফেবীয় সমাজবাদীগণ মনে করতেন যে, যদি সংসদীয় পথে শান্তিপূর্ণ পন্থায় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা না যায় তাহলে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ সহিংস বিপ্লবের রূপ নেবে। আর তখন যারা প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় হিংসার বলি হওয়া থেকে বেঁচে যাবে তাদের কাছে কোন এক ধরণের হতাশাজনক আর্থ-সামাজিক সমতা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকবে না। এই ধরণের আর্থ-সামাজিক সমতা দুর্বল ও ভঙ্গুর হতে বাধ্য। একমাত্র সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সমাজবাদীদের দ্বারা পরিচালিত সংসদে প্রণীত আইনের মাধ্যমেই সমাজে স্থায়িভাবে অসাম্য ও বঞ্চনার অবসান ঘটানো যেতে পারে, কারণ একমাত্র সেই ধরণের সাম্যের পেছনেই থাকে জনগণের বৃহত্তম অংশের নৈতিক সমর্থন। যদি ফেবীয় নেতৃবৃন্দ কোন ধরণের বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন তাহলে সে বিপ্লবকে "যুক্তির বিপ্লব" (revolution of reason) বলা যেতে পারে। অন্তত সেটাই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য।

টীকা ও সূত্রনির্দ্দেশ

১. G. B. Shaw, *The Intelligent Woman's Guide to Socialism* etc., vol. II, p. 356.

২. ibid, p. 352.

৩. ibid, p. 379.

একাদশ অধ্যায়

ফেবীয় সমাজবাদ ও মার্কসবাদ

ফেবিয়ান সোসাইটির প্রারম্ভিক পর্বে সদস্যদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন 'র‍্যাডিকাল'-পন্থী যাঁরা লিবারেল পার্টির মধ্যে 'বামপন্থী' বা প্রগতিশীল বলে পরিচিত ছিলেন। র‍্যাডিকাল-পন্থীরা সর্বজনীন ভোটাধিকার, ভূমি সংস্কার, আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, স্থানীয় শাসনের পক্ষে বিকেন্দ্রীকরণ এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক দাবী সমর্থন করতেন। ফেবীয় নেতাদের মধ্যে একমাত্র হিউবার্ট ব্ল্যাণ্ড ব্যতীত অন্য সকলে উদারনীতির রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন। ব্ল্যাণ্ড উদারনীতির ভক্ত ছিলেন না এবং সমাজবাদী শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমেই আর্থ-সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। হেনরী হাইণ্ডম্যানের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশন ও সোস্যালিষ্ট লীগ যে মার্কসবাদ প্রচার করতো তার বক্তব্য শোনার মতো ধৈর্য ও অভিরুচি ফেবিয়ান সোসাইটির নেতাদের মধ্যে দেখা যায় নি। ফেবীয় সমাজবাদ সম্পর্কে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে, ফেবিয়ান সোসাইটির তাত্ত্বিকগণ মার্কস্-এঙ্গেলসের লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না একথা ঠিক নয়। কিন্তু শ্রীমতী ওয়েবের মতোই তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে, এমন কি রক্ষণশীল পুঁজিবাদীদের একাংশের মধ্যেও, যুক্তি-তর্ক-গবেষণা-বক্তৃতা-পুস্তিকা-আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে ধীরে ধীরে সমাজবাদের পক্ষে জনমত তৈরী করা সম্ভব হবে। ফেবীয় নেতৃবৃন্দ কোনদিনই শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে চান নি এবং তার পরিবর্তে সংসদীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী ব্রিটিশ লেবার পার্টি গঠনে সাহায্য করেন। ফেবিয়ান সোসাইটির ইতিহাসকার এড্‌ওয়ার্ড পীজ দাবী করেন যে, ব্রিটেনে মার্কস্‌বাদের প্রভাব তাঁরাই দূর করেছেন। * কিন্তু এই সময়কার ইংল্যাণ্ডের রাজনীতি সম্পর্কে গভীরভাবে গবেষণা করে হবস্‌বম্ এবং ম্যাকব্রিয়ার দেখিয়েছেন যে, ফেবীয় নেতাদের এই দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।[১] কারণ, সে সময় ইংল্যাণ্ডে মার্কস্‌বাদের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাবই ছিল না, সুতরাং যার অস্তিত্ব নেই তা দূর করার প্রশ্নই ওঠে না। এই সম্পর্কে ফেবীয় নেতাদের দাবী বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। ম্যাক্‌ব্রিয়ার প্রমাণ হাজির করেছেন যে, ফেবিয়ান সোসাইটির আলোচনা সভাগুলিতে প্রায়ই মার্কস-এঙ্গেলসের লেখা ও মতামত নিয়ে আলোচনা-বিতর্ক হতো এবং অত্যন্ত

সজ্ঞানেই ও সযত্নেই ফেবীয় নেতৃবৃন্দ মার্কসবাদের কাছে যে তাঁদের কোন রকম ঋণ আছে তা স্বীকার করেন নি।[২] ১৮৯৫ সালে এঙ্গেলসের ও ১৮৯৮ সালে মার্কস্-দুহিতা ইলিনর মার্কস-আভেলিঙ্-এর মৃত্যুর পর ইংল্যাণ্ডের বুদ্ধি-জীবি মহলে তখন মার্কস্বাদের যথাযথ ব্যাখ্যা করার মতো আর কেউই ছিলেন না। অপর দিকে নৈরাজ্যবাদী চিন্তাধারাও তখন প্রায় ম্রিয়মান ও নিষ্প্রভ হয়ে আসে। ফলে ফেবীয় সমাজবাদের বক্তব্যকে সক্রিয় চিন্তা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ করার মতো আর কোন সমাজবাদী মতবাদ তখন ইংল্যাণ্ডে ছিল না।

সমাজ বিকাশের বিশ্লেষণে ফেবীয় মতবাদ ও মার্কস্বাদের মধ্যে মেরু সমান পার্থক্য চোখে পড়ে। সমাজ বিকাশের সঙ্গে উৎপাদনের উপাদান ও উৎপাদন সম্পর্কের যে যোগসূত্রের কথা মার্কস্বাদের মূল বক্তব্য বিষয় ফেবীয় মতবাদে তার কোন রকম স্বীকৃতি নেই। আর্থ-সামাজিক অসাম্যের উৎস সন্ধানে ফেবীয় সমাজবাদীরা কোনরকম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন নি এবং কখনই সমস্যাটির গভীরে প্রবেশ করার জন্য উৎসাহ বোধ করেন নি। তাঁরা তাঁদের আর্থনীতিক তত্ত্বের উপাদান আহরণ করেছেন মূলত রিকার্ডো, মিল ও হেনরী জর্জের বক্তব্য থেকে। তাঁরা মার্কসীয় মূল্যতত্ত্বকে বর্জন করেন। কিন্তু মার্কসের "উদ্বৃত্ত মূল্য" (surplus value) সম্পর্কিত ধারণার মধ্যেই খাজনা, সুদ ও মুনাফা অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। মার্কস্ দেখিয়েছেন যে, পুঁজিবাদী আর্থনীতিক জীবনে "উদ্বৃত্ত মূল্য" একটি অনস্বীকার্য তথ্য এবং এই উদ্বৃত্ত মূল্যের জন্যই পুঁজিবাদ নিন্দনীয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই বঞ্চনা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া সমাজবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। মার্কস্বাদ থেকে সমাজবাদের প্রাথমিক শিক্ষা যে ফেবীয় নেতৃগণ লাভ করেছিলেন সে সম্পর্কে ফেবীয় আর্থনীতিক তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা বার্নার্ড শ-এর স্বীকৃতি আছে। তিনি বলছেন ঃ "…his [Marx's] postulate that human society does in fact evolve on its belly,… and that its belly biases its brain is a safe working one.[৩]

ফেবীয় নেতাদের লেখায় কোন স্পষ্ট ইতিহাস তত্ত্ব (theory of history) দেখতে পাওয়া যায় না। ঊনিশ শতকের কয়েকটি বিখ্যাত ইতিহাস দর্শনের প্রভাবেই তাঁদের মননের বিকাশ ঘটেছিল এবং সে কারণেই ফেবীয় তাত্ত্বিকদের পক্ষে নিজস্ব কোন ইতিহাস তত্ত্ব গড়ে তোলা শক্ত ছিল। ফেবিয়ান সোসাইটির চিন্তাশীল নেতাদের সকলেই কোঁত্, স্পেন্সার, হেগেল এবং মার্কসের ইতিহাস দর্শন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ফেবীয় বক্তব্যের একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ *Fabian Essays in Socialism* (১৮৮৯)-এর প্রবন্ধগুলিতে বিবর্তনবাদী

দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। প্রবন্ধ লেখকগণ সকলেই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তাঁরা ইতিহাসের বহুমুখী কার্যকারণ (multiple causation in history) ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী। ইতিহাসে শেষ পর্যন্ত সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা যে অনিবার্য একথা স্বীকার করলেও এই অনিবার্যতার জন্য তাঁরা একাধিক মননগত কারণকে নির্দেশ করেছেন, যেমনঃ (১) তদানীন্তন পশ্চিম ইউরোপের যুগধর্ম (*zeitgeist* বা spirit of the time), (২) ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) পর থেকে বিপ্লব-সম্পর্কিত ধারণার নিরবচ্ছিন্ন প্রচার, (৩) অবাধ প্রতিযোগিতামূলক আর্থনীতিক মতাদর্শ (*laissez faire ideology*) সম্বন্ধে বুদ্ধিজীবিমহলের মোহভঙ্গ, এবং (৪) সুস্থ, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য-বাদের (individualism) ব্যর্থতা সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ের সৃষ্টি ইত্যাদি। রাজনৈতিক কারণের মধ্যে তাঁরা নির্দেশ করেছেন আরো কয়েকটি বিষয়কে, যেমনঃ (১) গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও শাসনব্যবস্থার অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি, (২) জনসমর্থন লাভের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, এবং (৩) আগের তুলনায় আরো বেশি করে সমষ্টিবাদী সমাজ জীবনের আদর্শকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণের ক্রমবর্ধমান সচেতনতা, ইত্যাদি। আর্থনীতিক কারণগুলির মধ্যে আছে (১) সামন্তব্যবস্থার অবসানে বাণিজ্যিক ধনোৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার, (২) শিল্প বিপ্লব, (৩) শিল্প বিপ্লবজনিত ভূমিহীন শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ও বেকারীত্বের আবির্ভাব, (৪) একচেটিয়া পুঁজিবাদের জন্ম, (৫) সমাজে ক্রমশই স্বল্পসংখ্যক মানুষের হাতে আর্থনীতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত হওয়া, ইত্যাদি।

সমাজ বিকাশের উপরোক্ত কারণগুলি থেকে দেখা যায় যে, ফেবীয় সমাজবাদীদের ইতিহাস তত্ত্ব ছিল মূলত বিভিন্ন কারণ-ভিত্তিক (eclectic)। যদিও মার্কস-এঙ্গেলস্-এর ইতিহাস চিন্তা ফেবীয় তাত্ত্বিকদের প্রথম দিকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল, তবু রাজনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করার সময় তাঁরা ভিন্ন রকমের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা তাঁরা গ্রহণ করেন নি, কেননা তাঁরা মনে করেছিলেন যে, মার্কস শেষ পর্যন্ত সমাজ বিকাশের একটিমাত্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং অন্যান্য কারণগুলিকে গুরুত্ব দেন নি।[৪] আসলে ইতিহাস তত্ত্বের (theory of history) কোন প্রয়োজনীয়তাই বোধ হয় ফেবীয় তাত্ত্বিকগণ স্বীকার করতে চান নি। সমাজ বিকাশের ধারায় সমাজবাদের আবির্ভাব যে অনিবার্য শুধু এইটুকুই তাঁরা স্বীকার করেন কিন্তু এই অনিবার্যতার পেছনে যে বিভিন্ন কারণগুলি নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে কোন্ কোন্‌টির গুরুত্ব আপেক্ষিক অর্থে বেশি তা বলেন নি বা বলতে পারেন নি।

মার্কসের শ্রেণীসংঘাতের কথাতেও ফেবীয় নেতাদের প্রবল আপত্তি ছিল। ফেবীয় নেতৃবৃন্দ মনে করতেন যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় শ্রেণীদ্বন্দ্বের কোন প্রয়োজন নেই। সমাজে যে সকল স্বার্থ-সংঘাত দেখা যায় সেগুলিকে অনায়াসেই শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সমাধান করা যেতে পারে। আসলে তাঁরা কখনই সামাজিক শ্রেণীর (social class) কোন বিকল্প সংজ্ঞা দেন নি। যেখানেই "শ্রেণী" কথাটা ব্যবহার করেছেন সেখানেই মোটামুটি মার্কসীয় অর্থেই ব্যবহার করেছেন। মার্কসবাদীর মতোই ফেবীয় তাত্ত্বিকগণ উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানার ভিত্তিতেই সামাজিক শ্রেণীর সংজ্ঞা নির্দেশ করতেন, কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে বিভেদ ও সংঘাত আছে সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে তার তীব্রতা কমিয়ে আনা যাবে, এমনকি দূরীভূত করা যাবে। সুতরাং শান্তিপূর্ণ পন্থায় সমাজ বিকাশ সম্পর্কে তাঁরা আশাবাদী ছিলেন এবং ব্রিটেনে প্রতি-বিপ্লব ঘটতে পারে এমন কোন আশংকা মনে পোষণ করতেন না। ফেবীয় সমাজবাদীদের যুক্তি ছিল যে, সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে শ্রমিকদের ও সমাজবাদীদের পক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া সম্ভব। সুতরাং তাঁদের মতে সমাজবাদীদের কর্তব্য জনসাধারণকে এই সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলা।

সমাজে বিভিন্ন আর্থনীতিক স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে সেকথা ফেবীয় নেতৃবৃন্দ অস্বীকার করেন নি এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে কোন সমাজবাদীর মতোই তাঁরা শ্রেণী সংঘাতের সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন। কিন্তু একমাত্র শ্রেণী সংগ্রামের (class struggle) মাধ্যমেই যে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে মার্কসীয় এই ধারণাকে তাঁরা গ্রহণ করেন নি। সিডনী ওয়েবের মতে উনিশ শতকের শেষদিকে ব্রিটেনের প্রায় অধিকাংশ মানুষই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক সমাজবাদ গ্রহণ করার দিকেই ঝুঁকেছিলেন এবং তখন রাষ্ট্রের কার্যপরিধি সম্প্রসারণ করার ব্যাপারে কোন দলেরই জোরালো আপত্তি ছিল না। সুতরাং শ্রেণী-সংগ্রামের কোন প্রয়োজন আছে বলে ফেবীয় নেতৃবৃন্দ মনে করেন নি। কিন্তু ওয়েব যেভাবে তাঁর যুক্তি সাজিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি "রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ" (state intervention) বলতে সমষ্টিবাদ (collectivism) বুঝেছেন এবং সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও সমাজবাদ (socialism)-কে একার্থক বলে মনে করেছেন। সুতরাং ওয়েবের যুক্তির অসারতা সহজেই চোখে পড়ে।[৫] এমন কি, হিউবার্ট ব্ল্যান্ডের মতো ফেবীয় সহকর্মীও ওয়েবের এই ধারণাকে সমালোচনা করেন। ম্যাক্‌ব্রিয়ার মন্তব্য করেছেন: "The 'we-are-all-socialists' type of argument was only useful, as Bland said, as' a good method of scoring a

point off an individualist opponent in a debate before a middle class audience; it was designed to free men's minds from laissez faire panic' about making use of state power."[৬]

যেখানে মার্কসবাদীদের সঙ্গে ফেবীয় সমাজবাদীরা একমত ছিলেন তা হল, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করেই রক্ষা করা যাবে এবং নতুন সমাজবাদী সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর "শ্রেণী চেতনা" (class consciousness) জাগ্রত করার প্রয়োজন হবে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে মত পার্থক্য ছিল এইখানে যে, শ্রমিকের শ্রেণী চেতনা জাগ্রত করার জন্য ফেবীয় সমাজবাদী সহিংস বিপ্লবের কোন প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাঁরা জোর দিতেন শ্রমিক শ্রেণীকে শিক্ষিত করে তোলা, সমাজবাদের পক্ষে বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার করা এবং যুক্তি-তর্ক-আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাজবাদের পক্ষে মানুষের মনকে প্রভাবিত করার ওপর। তাঁরা কখনই শ্রমিকের ধর্মঘট (strike), মালিকের কারখানা-বন্ধ (lock-out) বা বেকারদের দাঙ্গা (riot) সমর্থন করেন নি; বরং তাঁরা মনে করতেন যে, ফেবীয় পথে না চললে পুঁজিবাদী সমাজের এই ধরণের বিশৃঙ্খলাগুলি (capitalist disorders) বেশি করে ঘটবে। প্যারী কমিউনের (১৮৭১) মত বৈপ্লবিক ঘটনাকে মার্কস সমর্থন করেছিলেন, কেননা মার্কস মনে করতেন সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য যথার্থ শ্রেণী চেতনা প্রশাসনিক কাঠামোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ফেবীয় নেতৃত্ব এই ধরণের ঘটনাকে 'সামাজিক বিশৃঙ্খলা'র চেয়ে বেশি কিছু মনে করেন নি। ফেবীয় নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই ছিলেন ব্যবহারিক অর্থে আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন, সুতরাং সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার পথে প্রশাসনিক অসুবিধাগুলিকে খুবই গুরুত্বসহকারে তাঁরা বিবেচনা করেছিলেন এবং ধীরে ধীরে শ্রেণী সংগ্রাম ছাড়াই সমাজবাদ-বিরোধীদের সমাজবাদের পক্ষে নিয়ে আসার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন।

ফেবীয় সমাজবাদীগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যেহেতু ব্রিটেনে শ্রমিকেরা সংখ্যাগুরু সেজন্য তাদের সমর্থনে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে আইনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পুঁজিবাদীশ্রেণীর বিশেষ সুযোগ-সুবিধা (privileges) খর্ব করা এবং সমাজবাদের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। কিন্তু মার্কসবাদীগণের বিশ্লেষণ এই রকম যে, যখনই পুঁজিবাদীদের সুযোগ-সুবিধার ওপর আঘাত আসবে তখনই তারা প্রতিহিংসা নেবার জন্য সচেষ্ট হবে এবং শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করবে; সুতরাং এমতাবস্থায় বৈপ্লবিক সংগঠনের মাধ্যমে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করার কোন বিকল্প থাকে না। ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের পথ ধরে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা

করার চেষ্টা যাঁরাই করেছেন তাঁদের সকলকেই শেষ পর্যন্ত সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য তাঁদের সমাজবাদী লক্ষ্য থেকে সরে আসতে হয়েছে। পুঁজিবাদীদের আঘাত না করে, শ্রেণী-সচেতন বিপ্লব সংগঠন না করে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ সামাজিকীকরণ লাভ করা যায় না। এক্ষেত্রে মার্কসবাদের সঙ্গে ফেবীয় সমাজবাদের সবচেয়ে বড় মতানৈক্য দেখা যায়।

সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র সম্বন্ধে মার্কসীয় মতবাদকে ফেবীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে সরাসরি বর্জন করা হয়েছে। ফেবীয় মতবাদে রাষ্ট্রকে সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণীর হাতে অন্য শ্রেণীগুলির ওপর প্রভুত্ব করার একটি যন্ত্রবিশেষ রূপে দেখা হয়নি। রাষ্ট্রকে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা হয়েছে যার দুই প্রধান অংশ হল সংসদ (parliament) ও আমলাতন্ত্র (bureaucracy)। এই দুই রাষ্ট্রিক যন্ত্রাংশের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পুঁজিবাদের ধ্বংস সাধন করে আপামর জনগণের বৃহত্তম অংশের সম্মতি সাপেক্ষে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা হবে এটাই হল ফেবীয় সমাজবাদের মূলকথা। পুঁজিবাদী সমাজের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করতে ফেবীয় সমাজবাদীদের অনীহা ও অক্ষমতা তাঁদের মার্কসবাদে বর্ণিত শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে দেয়নি। সেই কারণে শ্রমিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা অস্বীকার করেছেন। ফেবীয় সমাজবাদকে সেজন্য কেউ কেউ "আমলাতান্ত্রিক সমাজবাদ", "বৈঠকখানায় সীমিত সমাজবাদ" ইত্যাদি নামে বর্ণনা করেছেন। সমাজের প্রাগ্রসর গোষ্ঠীর (elites) নেতৃত্বেই যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এই বক্তব্যে ফেবীয় নেতৃবৃন্দ একমত ছিলেন।

সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপাদানগুলির ওপর সামাজিক মালিকানা (social ownership of the means of production) কায়েম করা যে একান্তভাবে প্রয়োজন তা মার্কসবাদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু ফেবীয় মতবাদে দৃঢ়ভাবে মার্কসের এই বক্তব্যকে বর্জন করা হয়েছে। ফেবীয় সমাজবাদী চিন্তায় দেখা যায় যে, উৎপাদন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সাহায্যপুষ্ট ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও মালিকানার স্বীকৃতি রয়েছে। প্রয়োজনবোধে উৎপাদন ব্যবস্থায় কোন কোন শিল্পোদ্যোগকে জাতীয়করণের (nationalization) মাধ্যমে সামাজিক মালিকানার নিয়ন্ত্রণে আনতে তাঁদের কোন আপত্তি নেই সত্য, কিন্তু ফেবীয় সমাজবাদীগণ মূলত ব্যক্তিগত উদ্যোগকে বাঁচিয়ে রাখতে চান এবং প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রীয় ভরতুকি দেওয়ারও পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য হল যে, সমাজবাদের লক্ষ্য সমাজে আয়ের সমতা (equality of income) আনা ও বজায় রাখা এবং এই লক্ষ্য সাধন যদি ব্যক্তিগত উদ্যোগকে নষ্ট না করে সুষ্ঠুভাবে হয় তাহলে সমাজবাদী রাষ্ট্র নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত

মালিকানাকে সহ্য করবে তাই-ই নয়, উপরন্তু তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।

উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার দোষ-ত্রুটির বিরুদ্ধে যে সকল প্রক্রিয়া ও প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ের কথা ফেবীয় সমাজবাদীগণ ভেবেছিলেন তার মধ্যে আছে প্রয়োজনবোধে শিল্পের জাতীয়করণ, সমবায়, পৌর শাসন কর্তৃত্ব ও আইনের শাসনাধীন শ্রমিক সংঘ। তাঁদের মধ্যে অনেকেই শ্রমসাধ্য গবেষণার মাধ্যমে ব্রিটেনে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মতাদর্শ প্রচার করতে সাহায্য করেন। সুতরাং শিক্ষামূলক গবেষণা ও ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে তাঁরা সমাজবাদী চিন্তাকে রোমান্টিক, অপেশাদারী মনোভাব (romantic amateurishness) থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সমাজবাদ সম্পর্কে চিন্তাকে তাঁরা 'cloud cuckoo' জগৎ থেকে সরিয়ে এনে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিকটতম শহর বা গ্রামের সমস্যা সমাধানের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।

রাষ্ট্রের সীমিত কার্যপরিধি সম্পর্কিত ক্লাসিকাল পুঁজিবাদী ধারণাকে দূর করতে ফেবীয় সমাজবাদীদের গবেষণা সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রস্তাবিত সমাজবাদ ও সমাজবাদী রাষ্ট্রিক কাঠামো অন্য আর এক ধরণের রোমান্টিকতাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল। সমাজে উৎপাদন সম্পর্কের শ্রেণী চরিত্র বিচার করার অনীহা থাকায় ফেবীয় সমাজবাদীদের পক্ষে পুঁজিবাদী সমাজের যথার্থ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় নি। এই ব্যাপারে মার্কস্‌বাদ অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্রিক সংগঠন ও আর্থনীতিক পুনর্গঠন সম্পর্কে ফেবীয় মতবাদ শেষ পর্যন্ত কতকগুলি আদর্শবাদী, কল্পনাশ্রয়ী ও প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণার অগোছালো সমষ্টিতে পরিণত হয়। ফেবীয় সমাজবাদের মতাদর্শ ব্রিটিশ সমাজের উঁচুশ্রেণীর মানুষের গ্রন্থাগার ও বৈঠকখানার চৌহদ্দির মধ্যেই প্রস্তরীভূত হয়ে পড়ে। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কাজে শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজের নীচুতলার মানুষের কোন সক্রিয় ভূমিকা ফেবীয় মতবাদে স্বীকৃতি পায় নি। মার্কসবাদ থেকে ফেবীয় মতবাদের এক গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এখানে চোখে পড়ে।

ফেবীয় সমাজবাদীগণ আশা করেছিলেন যে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তথ্য এবং যুক্তিতর্কের দ্বারা সমাজবাদের পক্ষে বক্তব্য দাঁড় করাবেন উঁচুতলার শিক্ষিত মানুষ, জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা হবে, এবং আইনের কাঠামোর মধ্যেই সরকারী আমলা ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের সাহায্য নিয়ে পৌরশাসন ও সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে শান্তিপূর্ণভাবে আর্থনীতিক সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হবে। ফেবীয় নেতৃবৃন্দের এই

ধরণের সমাজবাদকে লেনিন[৭] "পৌর পুঁজিবাদ" (municipal capitalism) আখ্যা দেন এবং ফেবীয় মতকে অমার্জিত নীতিবাগীশ সুবিধাবাদ (philistine opportunism) বলে নিন্দা করেন। এই ধরণের সমাজবাদ লেনিনের মতে "পাতি বুর্জোয়া সংস্কারবাদ" (petty-bourgeois reformism) ছাড়া আর কিছু ছিল না। প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়াতে যখন কেউ কেউ ফেবীয় সমাজবাদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছিলেন, তখন লেনিন তাঁদের বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করে লিখেছিলেন : পশ্চিমের বুর্জোয়া শিক্ষিত ব্যক্তিরা, ইংল্যান্ডের ফেবীয়দের মতো, 'মিউনিসিপ্যাল সোশ্যালিজম্'-কে একটা বিশিষ্ট চিন্তাধারা হিসেবে দাঁড় করায়। গোটা আর্থনীতিক ব্যবস্থাটার প্রশ্ন থেকে, গোটা রাষ্ট্রকাঠামোর সম্বন্ধে মূলগত প্রশ্ন থেকে, জনসাধারণের নজর সরিয়ে এনে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের ছোটখাট বিষয়েই জনসাধারণের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখা এদের উদ্দেশ্য, যাতে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র না হয়ে স্তিমিত হয়ে পড়ে, শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব ঝাপসা হয়ে গিয়ে আপোষ হয়, 'সামাজিক শান্তি' আসে।[৮]

আসলে পুঁজিবাদকে সমূলে উৎপাটিত করে সমাজবাদী অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা ফেবিয়ান সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না। পুঁজিবাদের লাভজনক অবস্থায় (boom) অলস ধনী (idle rich) ব্যক্তিদের ওপর কিছু বেশি কর বসানোর প্রস্তাব এবং তাদের সঞ্চিত অলস পুঁজি (unemployed capital) থেকে ঋণ নেওয়ার প্রস্তাব থেকে বোঝা যায় যে, ফেবীয় সমাজবাদীগণ শুধুমাত্র পুঁজিবাদের গায়ে আঁচড় কাটতে চেয়েছিলেন, পুঁজিবাদকে পঙ্গু করতে বা চূড়ান্তভাবে আঘাত করতে চান নি। অন্যদিকে প্রকৃত মার্কসবাদী চান জোর করে পুঁজিবাদী শ্রেণীর হাত থেকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মালিকানা কেড়ে নিতে, কেননা পুঁজিবাদী শ্রেণী কখনই সমাজে আর্থনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় যুক্তিতে কর্ণপাত করতে রাজী হয় না। প্রশাসনিক সমন্বয় ও পরিকল্পনার যে শ্লোগান ফেবীয় বুদ্ধিজীবিদের মুখে শোনা যায় তাতে পুঁজিবাদী উদারনীতিক গণতন্ত্রের সমর্থকদের অনেকেই, বিশেষ করে প্রশাসক ও প্রযুক্তিবিদ্ শ্রেণী, আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু ফেবীয় সমাজবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর মুখ্য ভূমিকা ছিল ভোটদাতা ও দর্শকের ভূমিকা। মার্কস্‌বাদে সমাজ পরিবর্তনের চিন্তা ছিল এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ফেবীয় মতে রাষ্ট্র দোষগুণের ঊর্ধে (benign state), কিন্তু মার্কস্‌বাদে রাষ্ট্রের ধারণা হল উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকশ্রেণীর হাতে অন্যশ্রেণীদের ওপর প্রভুত্ব করার যন্ত্রবিশেষ।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. A. M. McBriar, *Fabian Socialism and English Politics*, p. 347; Eric Hobsbawm, *Fabianism and the Fabians : 1884-1914* (কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্র—ম্যাক্‌ব্রিয়ারের গ্রন্থে উল্লেখিত)।

২. A. M. McBriar, op. cit.

৩. G. B. Shaw, *The Intelligent Woman's Guide to Socialism* etc., vol. II, p. 465.

৪. দ্রষ্টব্য : Sidney Webb, *Methods of Social Study* (London : Longmans, 1932) এবং Graham Wallas, *Men and Ideas* (Lendon : Allen & Unwin, 1940).

৫. দ্রষ্টব্য : A. Gray, *The Socialist Tradition* : *Moses to Lenin* (London : Longmans, 1946), p. 395.

৬. A. M. McBriar, *Fabian Socialism and English Politics*, p. 66.

৭. লেনিন (Vladimir Ilych Lenin)—বিশ্ববিখ্যাত রুশ বিপ্লবী, রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের মহানায়ক, সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা (1870—1924)। আসল নাম য়ুলিয়ানভ। তিনি সারা পৃথিবীতে সমাজবাদী আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। সমাজবাদী চিন্তায় তাঁর নিজস্ব দান উল্লেখযোগ্য। তাঁর চিন্তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নামে পরিচিত।

৮. V. I. Lenin, *Collected Works*, vol. XIII, pp. 359—60.

দ্বাদশ অধ্যায়

ফেবীয় মত ও আন্তর্জাতিকতা

ফেবীয় সমাজবাদী চিন্তা নিশ্চয়ই অন্যান্য সমাজবাদী চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কশূন্য ছিল না। মার্কস্‌বাদ, নৈরাজ্যবাদ বা র‍্যাডিকাল মতবাদ ইত্যাদি চিন্তাধারার সঙ্গে ফেবিয়ান সোসাইটির নেতৃবৃন্দের কিছু কিছু পরিচয় ছিল। কিন্তু সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার সমস্যাকে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে ব্রিটেনের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ পরিপ্রেক্ষিতেই দেখেছিলেন। ফেবিয়ান সোসাইটির বুদ্ধিজীবিদের কেউ কেউ প্রুধোঁ[১], লাসালে[২] এবং মার্কস্‌-এর কিছু লেখা পড়েছিলেন, কিন্তু সে সময় ইউরোপ মহাদেশের মূল ভূখণ্ডের দেশ-গুলিতে যে সমাজবাদী আন্দোলনগুলি চলছিল সেগুলির কোন খবরই তাঁরা রাখতেন না। তাঁদের মধ্যে একমাত্র উইলিয়ম ক্লার্ক ইউরোপ মহাদেশের সমাজবাদী আন্দোলনগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু খোঁজ-খবর রাখতেন। লণ্ডনে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন এমন কোন কোন ইউরোপীয় সমাজবাদীদের সঙ্গে ফেবিয়ান সোসাইটির কারুর কারুর সামান্য ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটেছিল। কিন্তু চিন্তার দিক থেকে ফেবীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মানসিকতার সুস্পষ্ট অভাব দেখা যায়। এইভাবে চিন্তা করতে হয়তো তাঁরা অপারগ ছিলেন অথবা ইচ্ছাকৃতভাবেই সমাজবাদী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক দিকটিকে অবহেলা করেন। সিডনী ওয়েব নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ফেবীয় আন্দোলনের প্রথম দিকে অর্থাৎ যখন 'ফেবিয়ান এসেজ্‌ ইন্‌ সোসালিজম্‌' (১৮৮৯) নামে আকর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তখন তাঁদের একটা সাধারণ ব্যর্থতা ছিল আন্তর্জাতিকভাবে চিন্তা করতে না পারা[৩]।

এই সময় আন্তর্জাতিক শ্রম আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে ইউরোপে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' (Second International) নামে সমাজবাদী সংস্থাটির সৃষ্টি হয়। সেকেণ্ড ইণ্টারন্যাশনালের প্রথম অধিবেশন বসে প্যারিস্‌ শহরে ১৮৮৯ সালে। এই অধিবেশনে ফেবিয়ান সোসাইটি কোন প্রতিনিধি পাঠায় নি। ফেবীয় নেতৃবৃন্দ শীঘ্রই তাঁদের এই দুর্বলতার দিক সম্বন্ধে সজাগ হন। পরবর্তী দশকে ফেবীয় সমাজবাদীদের কেউ কেউ আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ইউরোপীয় সমাজবাদী অন্দোলন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ ও পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ১৮৯১ সালে ব্রাসেলস্‌ শহরে অনুষ্ঠিত সেকেণ্ড ইণ্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় অধিবেশনে ফেবিয়ান সোসাইটি নিজস্ব প্রতিনিধিদল পাঠায়।

আন্তর্জাতিক সমাজবাদী আন্দোলনে ফেবিয়ান সোসাইটির এটাই ছিল প্রথম অংশগ্রহণ। কিন্তু পরে তাঁরা আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের বেশি করে জড়ান নি।

ফেবীয় বুদ্ধিজীবিদের আন্তর্জাতিকতার আদর্শ ছিল সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনালের আদর্শ থেকে ভিন্ন। সে সময় ইউরোপে কোন কোন সমাজবাদী এবং উদারনীতিক নেতা সার্বিক বিশ্বজনীনতার আদর্শে (universal cosmopolitanism) বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ফেবীয় নেতৃবৃন্দ এই ধরণের ভাসা-ভাসা বিশ্বজনীনতার আদর্শে বিশ্বাস করতেন না। তাঁদের কাছে আন্তর্জাতিকতার (internationalism) অর্থ ছিল জাতিসমূহের মধ্যে যথার্থ সুসংগঠিত আন্তঃ-সম্পর্ক। ফেবীয় নেতৃবৃন্দ চেয়েছিলেন যে, জাতিসমূহ তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিকে অস্বীকার করে বা নিশ্চিহ্ন করে কোন যান্ত্রিক সমতা প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে প্রতি জাতির শ্রমজীবি মানুষ ও তাদের নির্বাচিত সরকার নিজ নিজ জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করুক এবং জাতীয় বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করতে সাহায্য করুক। সিডনী ওয়েব এই ধারণার ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, ফেবীয়দের মতে প্রতিটি জাতীয় রাষ্ট্রই তার নিজস্ব বিবর্তনের পথ ধরে চলবে, নিজের অগ্রগতির পথ বেছে নিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে এবং প্রতিটি জাতি তার নিজের পথেই বিশ্বমানবতার সেবা করতে চেষ্টা করবে; কোন জাতিই অন্য জাতির তুলনায় নিজেকে শ্রেয়তর (superior) বলে দাবী করবে না। ফেবীয় নেতৃবৃন্দ একদিকে সাম্রাজ্যবাদ আর অন্যদিকে "লিট্‌ল্‌ ইংল্যান্ড" মনোবৃত্তি উভয়কেই দূরে সরিয়ে রেখে জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সাম্যের সেই আদর্শকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন যাকে জন স্টুয়ার্ট মিল "reciprocal superiority" বলে বর্ণনা করেছেন[৪]।

কিন্তু যাকে যথার্থ আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলা হয় সে সম্পর্কে ফেবীয় নেতৃবৃন্দের কোন স্বচ্ছ ধারণা ছিল না এবং সে ব্যাপারে তাঁরা কোন রকম গুরুত্ব দেন নি। অথচ আধুনিক যুগে ব্রিটেনের মতো দেশকে সবসময়ই তার বিদেশ নীতির মাধ্যমেই আর্থনীতিক উন্নতির চেষ্টা করতে হয়েছে। সুতরাং তার বিদেশনীতি নির্ধারণে ফেবিয়ান সোসাইটির *Essays in Socialism* অপেক্ষা হবস্‌[৫]-এর *The Leviathan* অনেক বেশি মূল্যবান। অথচ রাজনীতিতে ক্ষমতার (power) ভূমিকা সম্বন্ধে ফেবীয় তত্ত্বে কোন রকম আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ষমতার রাজনীতিকে তাঁরা সাধারণ একটা ব্যাধি হিসেবে দেখেছেন এবং এই ব্যাধি আন্তর্জাতিক সম্পর্কমুক্ত হলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে এমন একট ভাবালুতার

মনোভাব তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন। এই কারণে তাঁদের আন্তর্জাতিকতাকে কল্পনাশ্রয়ী (utopian) বলা যায়।

ভিক্টোরীয় যুগের ব্রিটেনের আর্থিক সমৃদ্ধি ও রাষ্ট্রিক শান্তির পরিবেশে ফেবীয় মতবাদ জন্মলাভ করে এবং তার বিকাশ ঘটে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে আভ্যন্তরীণ শান্তি-সমৃদ্ধির যোগসূত্রের ব্যাপারটা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি এবং সেই কারণে আন্তর্জাতিক রাজনীতির চেহারা-চরিত্র নিয়ে ফেবীয় নেতাদের খুব বেশি একটা আলোচনা করতে দেখা যায় নি। সুতরাং শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে যখন ব্রিটেন "বুয়র যুদ্ধে"[৬] জড়িয়ে পড়ে তখন ফেবিয়ান সোসাইটির তাত্ত্বিকগণ সমাজবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য কোন নীতি নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হন। দেখা যায় যে, ১৮৯৬ সালের আগে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বা নীতি সম্পর্কে ফেবিয়ান সোসাইটির মধ্যে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নি।[৭] ব্রিটেনের জাতীয় স্বার্থ সে সময় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিল এবং ফেবীয় নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতেন। উইলিয়ম ক্লার্ক সাম্রাজ্যবাদকে নিন্দা করেন কিন্তু ফেবিয়ান সোসাইটির মধ্যে এই প্রসঙ্গে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। ওয়েব, শ', এবং ব্ল্যান্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করেন। ব্রিটিশ জাতীয় স্বার্থের ক্ষুদ্র দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁরা এই সমর্থন জানিয়েছিলেন। ব্রিটেনের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নে লর্ড রোজবেরী[৮], হলডেন[৯] প্রমুখ উদারনীতিক সাম্রাজ্যবাদী নেতাদের সঙ্গে ফেবিয়ান সোসাইটির বিশিষ্ট নেতাদের (যেমন : সিডনী ওয়েব, বার্নার্ড শ, হিউবার্ট ব্ল্যান্ড) এক ধরণের সহমর্মিতা ও ঐক্যমত গড়ে ওঠে। এই ঘটনার আগে থেকেই গ্ল্যাডস্টোনের[১০] উদারনীতিক আদর্শকে আক্রমণ করা ফেবীয় নেতাদের একটা 'ফ্যাশন' হয়ে ওঠে। মনে হয়, সম্ভবত লর্ড রোজবেরীর সাহচর্যেই ফেবীয় নেতৃবৃন্দ ব্রিটেনের রাজনীতিতে গ্ল্যাডস্টোনবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বুয়র যুদ্ধের প্রশ্নে বার্নার্ড শ' প্রকাশ্যেই "গ্লাডস্টোনীয় ভূত"কে আক্রমণ করেন ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে। যখন ফেবিয়ান সোসাইটির একাংশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে সোসাইটি থেকে পদত্যাগ করেন তখন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ফেবিয়ান সোসাইটির আপোষমূলক বক্তব্য তুলে ধরার কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন বার্নার্ড শ[১১]।

এই সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য মূলত এই যে, বুয়র সাধারণতন্ত্রগুলি (Boer republics) হল পুরোপুরি প্রতিক্রিয়াশীল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম বাসিন্দাদের ব্যাপারে এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি শুধু উপেক্ষাই দেখিয়েছে। যেহেতু বুয়র রাষ্ট্রগুলিকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য কাজ করাতে বাধ্য করতে পারে

এরকম কোন বিশ্বরাষ্ট্র গড়ে ওঠে নি, সেজন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই কর্তব্য হ'ল বুয়র রাষ্ট্রগুলিকে অধিকার করে নিজের কর্তৃত্বে নিয়ে আসা এবং মানব সভ্যতা বিস্তারের সুদক্ষ প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার জন্য তাদের শিক্ষিত করে তোলা। আন্তর্জাতিক সভ্যতা বিস্তারের পক্ষে যে রাষ্ট্রই বাধা সৃষ্টি করবে সে রাষ্ট্র বড় হোক বা ছোট হোক—তার স্বাধীন অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়। বার্নার্ড শ' সমগ্র জগতকে মানবজাতির সাধারণ সম্পদ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন এবং সেই সাধারণ সম্পদের সুদক্ষ (efficient) ব্যবহারের পরিপন্থী কোন ক্ষুদ্র জাতীয় স্বার্থকে সমর্থন করেন নি। তিনি স্পষ্টভাষায় বলেন যে, বিশ শতকে জাতীয়তাবাদ সেকেলে হয়ে গেছে এবং বিশ্বরাষ্ট্র (world state) গড়ে তোলার জন্য মানুষের প্রচেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এই প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য তিনি সামরিক ও আর্থনীতিক বলে বলীয়ান বৃহৎ শক্তিগুলির (Great Powers) ওপর নির্ভর করতে চান। কেননা, তাঁর বিশ্বাস বৃহৎ শক্তির দায়িত্ব হ'ল মানব সভ্যতাকে পরিচালনা করা। তাঁর সুস্পষ্ট মত হ'ল: "a great power, consciously or unconsciously, must govern in the interests of civilisation as a whole." (*Fabianism and the Empire*)। ফেবিয়ান সোসাইটির একটি অংশ শ'য়ের বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেও সিডনী ওয়েব সহ সোসাইটির অধিকাংশ সদস্য শ'য়ের "দক্ষতার যুক্তি"কে সমর্থন করেন। এঁদের কাছে সমাজবাদের অর্থই হ'ল সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে সামাজিক সম্পদের সুদক্ষ (efficient) ব্যবহার এবং সে উদ্দেশ্যে আমলা, প্রশাসক ও প্রযুক্তিবিদ্-গণের নেতৃত্বে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা।

বুয়র যুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফেবীয় নেতৃবৃন্দ সাম্রাজ্যবাদ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ব্যাপারটি ভুলে যান এবং আবার ব্রিটেনের আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলির আভ্যন্তরীণ দিকগুলির আলোচনায় ফিরে আসেন। অন্যদিকে দেখা যায় যে, একমাত্র অ্যানি বেশান্ত ব্যতীত আর কোন ফেবীয় নেতাই ভারতের স্বাধীনতা লাভের দাবীকে সমর্থন করেন নি, কারণ তাঁরা ভারতকে "ব্রিটিশ রাজমুকুটের উজ্জ্বলতম রত্ন" হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদকে নীতিগত সমর্থন জানিয়েছিলেন।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. প্রুধোঁ (Pierre Joseph Proudhon)—ফরাসী সমাজ দার্শনিক (1809-65)। তাঁর মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আসলে সমাজের বিরুদ্ধে চৌর্য-বৃত্তির ফল।

২. লাসালে (Ferdinand Lassalle)—জার্মান সমাজবাদী লেখক ও

জার্মানিতে শ্রমিক আন্দোলনের পথিকৃৎ (1825-64)। কার্ল মার্কসের বন্ধু এবং মার্কসের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হন। সমাজবাদী সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

৩. বার্ণার্ড শ'-সম্পাদিত "ফেবিয়ান এসেজ ইন্ সোসালিজম" গ্রন্থের ১৯১৯ সালে প্রকাশিত সংস্করণে সিডনী ওয়েব লিখিত ভূমিকা।

৪. ibid.

৫. হব্‌স্ (Thomas Hobbes)—ইংরেজ রাষ্ট্রদার্শনিক (1588-1679)। তাঁর রচিত প্রধানতম গ্রন্থের নাম *Leviathan* (1651)। তাঁর মতে ব্যক্তি মানুষ মূলত স্বার্থান্বেষী এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অখণ্ড ও চূড়ান্ত।

৬. বুয়র যুদ্ধ (Boer war)—ব্রিটেনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল রিপাব্লিক ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট-এর আঁতাতের যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০২)। ব্রিটেনের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রশ্নে বুয়র রাষ্ট্রদ্বয়ের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত এই যুদ্ধের মূল কারণ। ব্রিটেন এই যুদ্ধে বুয়রদের দমন করে জয়লাভ করে।

৭. A. M. McBriar, *Fabian Socialism and English Politics*, pp. 119-20.

৮. লর্ড রোজবেরী (Archibald Philip Primrose, Fifth Earl of Rosebery)—ইংরেজ রাজনীতিবিদ্ ও লিবারেল পার্টির নেতা (1847-1929)। গ্ল্যাডস্টোনের পরে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী (১৮৯৪-৯৫) হন। আফ্রিকায় ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষায় তিনি সাম্রাজ্যবাদী নীতি সমর্থন করেন।

৯. হল্‌ডেন (Richard Burdon Haldane)—ব্রিটিশ লিবারেল পার্টির অন্যতম নেতা (1856-1928)। কিছুকাল তিনি মন্ত্রী ছিলেন (১৯০৫-১২)। তিনি একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।

১০. গ্ল্যাডস্টোন (William Ewart Gladstone)—ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্ ও লিবারেল পার্টির প্রখ্যাত নেতা (1809-98)। তিনি চারবার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হন (১৮৬৮-৭৪, ১৮৮০-৮৫, ১৮৮৬ এবং ১৮৯২-৯৪)। তিনি তাঁর উদারনীতিক মতবাদ ও বাগ্মিতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর রাজনীতি ধর্মীয় ও নৈতিক বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

১১. *Fabianism and the Empire* (ফেবিয়ান সোসাইটির ইস্তাহার), October, 1900. জানা যায় যে, এই ইস্তাহারটির লেখক ছিলেন বার্ণার্ড শ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ফেবীয় আন্দোলনের পরিণতি

ফেবীয় সমাজবাদীগণ ব্রিটেনের জন্য যে ধরণের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন তা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক উদারনীতি এবং মার্কসবাদ উভয়েরই বিরোধী ছিল। ফেবীয় সমাজবাদ প্রশাসক ও প্রযুক্তিবিদদের ওপর নির্ভর করেই আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনতে চায় এবং সেই কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক (manager), প্রশাসক (administrator), বাস্তুকার (engineer) প্রভৃতি সমাজের উঁচুতলার শিক্ষিত মানুষের কাছে ফেবীয় সমাজবাদ সহজেই গ্রহনীয় বলে মনে হয়। উনিশ শতকের শেষ পাদে ব্রিটেনে এই শ্রেণীর মানুষের মনে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির সামর্থ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ জাগে এবং সেজন্য তাঁরা ফেবীয় নেতৃবৃন্দের "আমলাতান্ত্রিক" সমাজবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন।

কোন বৃহত্তর রাষ্ট্রদর্শন বা সমাজদর্শনের প্রতি ফেবীয় তাত্ত্বিক নেতাদের সাধারণ আনুগত্য ছিল না। রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির অনেক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ ছিল। ব্রিটেনের অনেক বুদ্ধিজীবি ফেবীয় সমাজবাদের আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন, আবার তাঁদের অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন কারণে পরে ফেবিয়ান সোসাইটি থেকে দূরে সরে গেছেন। প্রথম যুগের প্রথম সারির ফেবীয় নেতারাও পরবর্তী সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সুরে কথা বলতে থাকেন।

সিডনী ওয়েব ও তাঁর ঘনিষ্ট সহযোগীরা ১৮৯৪-৯৫ সালে London School of Economics & Political Science (সংক্ষেপে LSE) নামে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত সমাজবিজ্ঞান চর্চার উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠা করেন। তখন অনেকেই আশা করেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, বামপন্থী, উদারনীতিক বুদ্ধিজীবি হবসন[১]কে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু LSE-র পরিচালক পদে যাঁকে নিযুক্ত করা হয় তাঁর নাম হেউইনস্[২]—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক। অনেকের মতে সিডনী ওয়েব ও তাঁর সহযোগীদের এই সিদ্ধান্তটি সমাজবাদী ভাবধারা প্রচারের পক্ষে খুব সহায়ক হয় নি।

১৯৩০-এর দশকে ওয়েব দম্পতী সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং প্রকারান্তরে স্ট্যালিনের[৩] সমষ্টিবাদী কাজকর্মের প্রশংসা করতে আরম্ভ করেন। সোভিয়েত

সাম্যবাদী ব্যবস্থাকে তাঁরা একটি 'নতুন সভ্যতা' (new civilisation) বলে বর্ণনা করেন[৪]। শোনা যায়, ওয়েব দম্পতীর ব্যক্তিত্বের মধ্যেই একটা কর্তৃত্বসুলভ মনোভাব বরাবরই ছিল। হয়ত স্টালিন-পরিচালিত সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে সমাজবাদের সঙ্গে কর্তৃত্ববাদের (authoritarianism) সংমিশ্রণ দেখে তাকেই রাষ্ট্রিক-আর্থনীতিক দক্ষতা (efficiency) বলে তাঁরা প্রশংসা করেছেন।

অন্যদিকে, ১৯২০-র দশকে ফেবীয় তাত্ত্বিক-নেতা বার্নার্ড শ-কে কিছুদিনের জন্য ইতালীর ফাসিস্ত-নেতা মুসোলিনীর সঙ্গে "সখ্যতা" (flirtation) করতে দেখা যায়। তার আগে তিনি বুয়র যুদ্ধের প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করেন এবং তিনি সভ্যতা প্রসারে শ্বেতকায় জাতির দায়িত্ব (whiteman's burden) তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। কিছুদিন পরে বার্ণার্ড শ জার্মান দার্শনিক নীটৎসের "অতিমানব তত্ত্বে" (theory of Superman) বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। সমাজবাদের মূলনীতিগুলি আর পরিণত বয়সের বার্ণার্ড শ'-এর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না।

ফেবীয় সমাজবাদে, বিশেষ করে ওয়েব দম্পতি যে ভাবে ফেবীয় সমাজবাদের সংজ্ঞা দেন তার মধ্যে যে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব দেখা যায় মুখ্যত তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ফেবিয়ান সোসাইটি থেকে বেরিয়ে আসেন এস্. জি. হব্‌সন্[৫], জি. ডি. এইচ. কোল প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তি। তাঁরা "সঙ্ঘ সমাজবাদ" (Guild Socialism) নামে নতুন এক ধরণের গণতান্ত্রিক সমাজবাদের তত্ত্ব প্রচার করতে থাকেন বিশ শতকের গোড়ার দিকে। মোটামুটিভাবে ১৯১০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে সঙ্ঘ সমাজবাদের বিকাশ ঘটে। এই সময়ে মূলত সঙ্ঘ সমাজবাদীদের কয়েকটি বক্তব্যের প্রসঙ্গে ওয়েব দম্পতি সমাজবাদী সমাজ ব্যবস্থার সাংবিধানিক রূপ সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেন *A Constitution for the Socialist Commonwealth of Great Britain* (১৯১৮) গ্রন্থটিতে। এখানে তাঁরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত দুটি পৃথক সংসদ গঠনের প্রস্তাব করেন ঃ একটি রাষ্ট্রিক সংসদ (political parliament) এবং আরেকটি আর্থ-সামাজিক সংসদ (socio-economic parliament)। সঙ্ঘ সমাজবাদীরা পেশাগত প্রতিনিধিত্বের যে দাবী তুলেছিলেন তাকেই পরোক্ষভাবে মেনে নিয়ে ওয়েব দম্পতী এই ধরণের দ্বৈত সংসদের প্রস্তাব করেন। কিন্তু অন্তর্নিহিত ত্রুটি থাকার জন্য তাঁদের প্রস্তাব ব্রিটেনে কখনই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি।

পরবর্তীকালে অধ্যাপক কোল্ আবার ফেবিয়ান সোসাইটিতে ফিরে আসেন। তিনি ও তাঁর পত্নী মার্গারেট কোল্ ১৯৩১-৩২ সালে ব্রিটিশ লেবার পার্টির প্রভাবের বাইরে New Fabian Research Bureau (NFRB) নামে একটি

গবেষণা সংস্থা গড়ে তোলেন। কোল-দম্পতি পরিচালিত এই গবেষণা সংস্থাটি সমাজবাদী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা চালাতে থাকে এবং গবেষণাভিত্তিক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করতে থাকে। সংস্থাটির স্বল্প-সংখ্যক সদস্যগণ সমাজবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণায় নিজেদের পুরোপুরি উৎসর্গ করেছিলেন। পরে ১৯৩৮ সালে এই সংস্থাটি মূল ফেবিয়ান সোসাইটির অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

ফেবীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় প্রজন্মের আর একজন বিশিষ্ট তাত্ত্বিক হলেন রিচার্ড টনি[৬]। তাঁকে নরমপন্থী (moderate) সমাজবাদী বুদ্ধিজীবিদের প্রতিনিধিস্থানীয় তাত্ত্বিক ও চিন্তাবিদ্ হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন না। ফেবীয় আন্দোলনের সমষ্টিবাদের প্রতি ঝোঁক ও তার যুক্তি তিনি সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা করেছিলেন দারিদ্র্যের মতো বিরাট আর্থ-সামাজিক বাধা দূর করে মানুষের মুক্তিলাভের পথকে সুগম করার জন্য এবং মানুষের স্বাধীনতা ভোগের পক্ষে সমাজ নামক যন্ত্রটাকে কাজে লাগাবার জন্য[৭]। ব্যক্তি মানুষের বিশিষ্ট পবিত্রতা ছিল তাঁর কাছে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ মূল্যবোধ। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে খ্রীষ্টধর্মের ভ্রাতৃত্ব-বোধের আদর্শ তাঁর কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল। ব্যক্তি মানুষের মর্যাদার প্রশ্নে টনির সঙ্গে ওয়েব-দম্পতির দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। ওয়েব-দম্পতী আমলাতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং সেজন্য অবাধ্য ও অদক্ষ শ্রমিককে ব্যক্তিমানুষ হিসেবে কোন মর্যাদা দিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু টনি ব্যক্তিমানুষকে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন। টনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ব্যক্তির বিকাশকে খর্ব করে এবং তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যকে অমর্যাদা দেখিয়ে সমাজবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূলকে দৃঢ় করা যাবে না। সুতরাং ব্রিটেনের মতো গণতান্ত্রিক দেশে টনির রাজনীতি ওয়েব-দম্পতির রাজনীতি থেকে অনেক বেশি বাস্তবমুখী ও গ্রহণযোগ্য ছিল। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ব্রিটিশ লেবার পার্টির সংসদ-সদস্যদের মনন ও সামাজিক দৃষ্টিভংগীর ওপর ওয়েব-দম্পতী অপেক্ষা রিচার্ড টনির প্রভাব বেশি[৮]। ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ওপর টনি জোর দিয়েছিলেন। টনির এই দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ব্রিটিশ লেবার পার্টির মন্ত্রীসভার আইন প্রণয়ন কার্যক্রমের মধ্যে যার মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটেনে সমাজবাদী কল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা। অ্যাটলি[৯], মরিসন্[১০], বেভান[১১] প্রমুখ সমাজবাদী নেতাদের কার্যক্রমের মধ্যে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখা যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ফেবীয় তাত্ত্বিকগণ জাতীয়করণ (nation-

alisatin) অপেক্ষা পৌরনিয়ন্ত্রণ (municipalisation) কার্যক্রমের বেশি পক্ষপাতী ছিলেন। বিভিন্ন শিল্প ও সেবাগুলিকে রাষ্ট্রের পরিবর্তে পৌরসংস্থার নিয়ন্ত্রণে আনার ওপরই তাঁরা বেশি জোর দেন, কারণ তাঁদের বিশ্বাস এটাই হবে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার পক্ষে অধিকতর কার্যকরী ব্যবস্থা। প্রায় সব ধরণের স্থানীয় শাসন সংস্থা সম্বন্ধেই ফেবিয়ান সোসাইটি তাঁদের বিভিন্ন পুস্তিকাগুলিতে নির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করে। আর স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলিকে এই সকল নতুন দায়িত্ব পালন করতে হলে যে তাদের এলাকা সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন হতে পারে সেকথা তাঁরা স্বীকার করেন। সেজন্য তাঁরা বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে সমগ্র ব্রিটেনকে সাতটি অংশে ভাগ করার ও প্রতি অঞ্চলের জন্য নির্বাচিত আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা (New Heptarchy) গঠনের প্রস্তাব দেন। পরে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের ওপর যেটুকু ঝোঁক দেখা যায় তা ফেবিয়ান সোসাইটি গ্রহণ করেছিল মূলত এইচ. জি. ওয়েলস্ ও এমিল ডেভিস্[১২]-এর প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

ফেবীয় সমাজবাদীগণ শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-সচেতনতা জাগাতে চান নি, কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন যে, এর ফলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক-প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সমাজবাদ প্রচারে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। তাঁরা ব্রিটিশ লেবার পার্টির পূর্বসূরী 'লেবার রিপ্রেজেন্টেশন কমিটি' গঠনে সহযোগিতা করেন, লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিলে প্রোগ্রেসিভ পার্টির[১৩] কাজকর্মের সঙ্গে নিজেদের ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেন এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মতাদর্শ প্রচার করেন। একথা সত্য যে, তাঁরা পুঁজিবাদকে সমর্থন করেন নি, কিন্তু তাঁরা কখনই মানতে পারেন নি যে পুঁজিবাদের সামনে গভীর সংকট রয়েছে। সুতরাং সমাজের কোন বৈপ্লবিক রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা স্বীকার করেন নি। সমসাময়িক রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক সমস্যাদি সম্পর্কে তাঁরা বিশদভাবে গবেষণা করেন, পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করেন, বক্তৃতা-আলোচনার আয়োজন করেন, এবং সমকালীন ক্ষমতাসীন দলের ও সরকারী প্রশাসনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। আমলাতন্ত্রের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ (state socialism) প্রতিষ্ঠা করার কাজে ফেবীয় নেতৃবৃন্দের প্রভাবশালী অংশ নিজেদের একরকম "বে-সরকারী আমলা" (unofficial bureaucrats) বলেই ভাবতে শুরু করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার মোকাবিলার জন্য ব্রিটেনে সরকারের উদ্যোগে যে 'ওয়াকার্স ন্যাশনাল কমিটি' গঠন করা হয় সেখানে সিডনী ওয়েব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ফেবিয়ান সোসাইটির "অনুপ্রবেশ" (permeation) কর্মসূচীর এটি একটি বিশেষ উদাহরণ। যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনের

সামনে কতকগুলি আর্থিক ও সাংগঠনিক প্রশ্ন জরুরী হয়ে দেখা দেয়। এই সময় ফেবীয় নেতৃত্ব, বিশেষ করে সিডনী ওয়েব, ব্রিটিশ লেবার পার্টির জন্য নতুন দলীয় সংবিধান (১৯১৭-১৮) রচনা করার কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। এই সময় সিডনী ওয়েব *Labovr and the New Social Order* শীর্ষক ইস্তাহারটি লেখেন যা শ্রমিক দলের সংবিধানের (১৯১৮) সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই ব্যাপারটি সিডনীর দক্ষ 'অনুপ্রবেশ' কার্যক্রমের চমৎকার উদাহরণ।

এই সময় থেকেই বিবর্তনবাদী সমাজবাদের আদর্শ ব্রিটিশ লেবার পার্টির লক্ষ্য ও কর্মসূচীর অঙ্গীভূত হয়। দলীয় সংবিধানের বিখ্যাত "চতুর্থ ধারায়" (Clause Four) বলা হয় যে, আর্থ-সামাজিক অসাম্য ও তজ্জনিত বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রথমে সেগুলিকে কমাবার চেষ্টা করা হবে এবং শেষে তাদের ধ্বংস করতে হবে। দলীয় সংবিধানে ভবিষ্যতের সমাজবাদী অর্থনীতির চারটি মূল ভিত্তির কথা বলা হয় যে ধারণাগুলির উৎস ফেবীয় সমাজবাদী মতের মধ্যে নিহিত ছিল ; যেমন ঃ (১) একটি নিম্নতম জাতীয় আয় সর্বক্ষেত্রে প্রবর্তন করা; (২) গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসংস্থাগুলির জাতীয়করণ করে গণ-তান্ত্রিক পরিচালনার ব্যবস্থা করা (কিন্তু কোনক্রমেই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের হাতে নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা না দেওয়া) যার সাহায্যে প্রতিযোগিতাভিত্তিক ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী কর্তৃত্বের অবসান করা যাবে এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিকল্পিত অর্থনীতির সূচনা করা সম্ভব হবে; (৩) জাতীয় অর্থনীতির সার্বিক পরিচালনায় করনীতির (taxation) আমূল পরিবর্তন করা : (৪) সমাজের সাধারণ স্বার্থে উদ্বৃত্ত সম্পদের জাতীয়করণ করা। এই সময় ফেবিয়ান সোসাইটির সকল সদস্য লেবার পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন নি, কিন্তু ফেবীয় সমাজবাদের মূল ধারণা ব্রিটিশ লেবার পার্টি গ্রহণ করার পর থেকে ফেবিয়ান সোসাইটি বিবর্তনবাদী সমাজবাদের মতাদর্শকে জনপ্রিয় করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে ব্রিটিশ জনগণ রক্ষণ-শীল (Conservative) দলের পরিবর্তে শ্রমিক (Labour) দলকে ক্ষমতাসীন করে এবং অ্যাটলির নেতৃত্বে লেবার পার্টির নিজস্ব মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। মনে করা হয় যে, যুদ্ধোত্তর কালে ব্রিটিশ সমাজের আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের কাজে রক্ষণশীল দলের আর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষা শ্রমিক দলের আর্থ-নীতিক কার্যক্রম ব্রিটিশ জনগণের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল এবং সে কারণেই রক্ষণশীল দলের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের[১৪] অসীম জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও যুদ্ধোত্তরকালে দেশ গঠনের ভার রক্ষণশীল দলের হাতে দেওয়া হয় নি। এই সময় ফেবিয়ান সোসাইটির জাতীয়স্তরে সদস্য সংখ্যা পূর্বের যে কোন সময়ের অপেক্ষা সর্বাধিক হয় (আনুমানিক ৮৫০০),

কিন্তু এই সদস্য সংখ্যা থেকে যা বোঝা যায় না তা হল এই সময় শ্রমিক দলের সরকার পরিচালনার নীতি নির্ধারণে ফেবীয় মতবাদের যথেষ্ট প্রভাব। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের পরিধি বৃদ্ধি করাকেই সমাজবাদ বলে মনে করা হল। শ্রমিক দলের নতুন সরকার যে কার্যক্রম ঘোষণা করে তা ছিল মূলত ব্রিটেনে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র (welfare state) গড়ে তোলার জন্যই। কয়েকটি মূল শিল্পের জাতীয়করণ, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, এবং চাকুরী, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব দরিদ্র ও সাধারণ নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষকে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে সুযোগ-সুবিধা দেওয়াই ছিল এই নতুন কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য। আর এই সকল আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে শ্রমিক দলের সরকার পার্লামেণ্টে প্রণীত আইন-কানুনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার গণ-তান্ত্রিক নীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। ফেবীয় বুদ্ধিজীবিগণের "philosophy of gradualism" ব্রিটিশ লেবার পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীকে যে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একথা ঠিক যে, *Fabian Essays* (1889) লেখা হয় ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়ায় এবং বিশ শতকের মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার এক ধরণের প্রচেষ্টা শুরু হওয়ার পর, ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক সমাজে বিবর্তনবাদী সমাজবাদীদের সামনে কিছু নতুন প্রশ্ন উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। প্রায় পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার পর ব্রিটেনে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সে কারণেই ফেবিয়ান সোসাইটির উদ্যোগে তাঁদের নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে *New Fabian Essays* (1952) প্রকাশ করেন[১৫]। এই প্রবন্ধ-সঙ্কলনে সমাজ-বাদের দর্শন, পুঁজিবাদ থেকে উত্তরণের সমস্যা, আর্থ-সামাজিক সাম্য, শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক গণতন্ত্রের সম্পর্ক, শিল্প সংগঠন, লেবার পার্টি ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, এবং ব্রিটিশ লেবার পার্টির সাফল্য ও কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করেন ক্রসম্যান[১৬], ক্রসল্যাণ্ড[১৭], মার্গারেট কোল[১৮], জন স্ট্র্যাচি[১৯] প্রমুখ এই যুগের ব্রিটিশ সমাজবাদী চিন্তাবিদগণ।

প্রথম যুগের ফেবীয় তাত্ত্বিকগণ কখনই স্বীকার করেন নি যে, সমাজবাদের কোন একটি ধ্রুব সংজ্ঞা আছে এবং সেজন্য যখন তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেন তখন ফেবিয়ান এসেজ ইন সোসালিজম (১৮৮৯) গ্রন্থের সম্পাদক বার্ণার্ড শ নিজেদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেন: There are at present no authoritative teachers of Socialism. The essayists make no claim to be more than communicative learners."[২০] ফেবীয় সমাজবাদীগণ নিজেদের শিক্ষার্থী ও গবেষক বলে মনে করতেন এবং বিয়াট্রিস ওয়েব তাঁদের "শ্রমিক আন্দোলনের সাহায্যকারী করণিক"

(clerks to the Labour Movement) বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু অ্যাটলির নেতৃত্বাধীন শ্রমিক দলের সরকার পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে মূল ফেবীয় কার্যক্রমের অধিকাংশই কার্যে পরিণত করেন। এখন বিশ শতকের মধ্যবিন্দুতে নতুন সমাজবাদী নেতৃত্বের সামনে যা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় তার মধ্যে দুটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : প্রথমত, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা একেবারেই চিন্তা না করে এবং শুধু আভ্যন্তরীন সমস্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কোন দেশে সমাজবাদ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না; দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদির নামে যে "ব্যবস্থাপনার স্বৈরতন্ত্র" (managerial autocracy) আধুনিক সমাজে, বিশেষ করে শিল্প গঠনে ও প্রশাসনে, দেখা যাচ্ছে তা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পক্ষে বিপদস্বরূপ। কিন্তু উনিশ শতকের শেষে বা বিশ শতকের একেবারে প্রথম দিকে এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে ফেবীয় সমাজবাদীদের অজ্ঞতা ছিল সুবিদিত। সমাজবাদের কোন অনড় বা অপরিবর্তনীয় রূপ হতে পারে না এবং যে কোন প্রকৃত সমাজবাদী সব সময়ই একজন "communicative learner" একথা বিশ্বাস করার মধ্যেই ফেবীয় মতবাদের সুর (spirit) নিহিত আছে। আর তার এই বিশিষ্ট সুর আজও ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। অনেক ব্যর্থতা সত্ত্বেও ফেবীয় মতবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দান বোধ হয় তার এই অন্তর্নিহিত সুর।

বিশ শতকের মাঝামাঝি ব্রিটিশ লেবার পার্টির নিজস্ব মন্ত্রীসভা তার কার্যকাল শেষ করলে ব্রিটেনে শ্রমিক আন্দোলনের সামনে রাষ্ট্রিক-সাংগঠনিক দর্শনের যে প্রশ্নটি জরুরী হয়ে দেখা দেয় তা হল সমাজবাদ (socialism) শেষ পরিণতিতে শ্রমিক স্বার্থসর্বস্বতার (labourism) রূপ নেবে কি-না যা হল এক ধরণের "শ্রেণী কৃষ্টি" (class culture) এবং যার নিজস্ব সাংগঠনিক রূপ ও কলাকৌশল এবং এক ধরণের শ্রেণী নৈতিকতা থাকে। তাত্ত্বিক বিচারে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সমাজবাদের এই ধরণের রূপান্তর যদি ঘটে তাহলে সমাজ পরিবর্তনে গতিশীলতা হারিয়ে যাবে, সমাজবাদ আদর্শভ্রষ্ট হবে এবং সমাজবাদ-বিরোধী রাজনীতি থেকে সমাজবাদী রাজনীতির কোন পার্থক্য থাকবে না। প্রথম যুগের ফেবীয় মত মূলত বেন্থামীয় রাষ্ট্রদর্শনের দ্বারা লালিত হয়। ওয়েব দম্পতী ও অন্যান্যদের ধারণা ছিল যে, তথ্যাদির সাহায্যে যদি সমাজকে এবং বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীকে বোঝান যায় যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে অবিচার হয় আর সেজন্যই মানুষ অসুখী হয়ে পড়ে তাহলেই সমাজবাদের পক্ষে যুদ্ধ জয় করা হয়ে যাবে। পুঁজিবাদী অবিচারের স্বরূপ বা চরিত্র বিশদভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেন

নি, কারণ তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, সাধারণ মানুষ সুবিচার-অবিচারের মধ্যে পার্থক্য বোঝে, তাদের নিজেদের সুখ-দুঃখ বেছে নিতে পারে। এই ধারণার মধ্যেই বেন্থামীয় উপযোগিতাবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। একই সঙ্গে মার্কসবাদের বিরোধিতা করে তাঁরা ব্রিটিশ সমাজের নানান্ অংশ থেকে শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে জনসমর্থন সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যেমন ক্রিশ্চিয়ান সমাজবাদী, মধ্যবিত্ত উদারনীতিক ইত্যাদি মতের কেউ কেউ শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হন।

আবার ১৯৩০-এর দশকে যখন পুঁজিবাদের সংকট বিশ্বব্যাপী হয়ে দেখা দেয় তখন ফেবীয় সমাজবাদীদের অভ্যস্ত ধ্যানধারণার মধ্যে কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁদের মধ্যে ওয়েব দম্পতি, টনি, বা ল্যাস্কির[২১] মতন সমাজবাদীগণ তখন প্রায় পূর্বাপর কিছু না ভেবেই মার্কসবাদের ধারণা ও সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবর্তিত সাম্যবাদের সমর্থক হয়ে ওঠেন। কিন্তু আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিক দলের মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় এলে এক ধরণের পুরানো ফেবীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য পায়ঃ 'সমাজবাদ' বলতে 'শ্রমিকস্বার্থসর্বস্বতা' বোঝায়। ব্রিটিশ সমাজবাদী শ্রমিক আন্দোলনের এই পরিণতি খুব আশ্চর্যের নয়। ফেবীয় সমাজবাদ এই দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করে নি। ব্রিটেনে শ্রমিকস্বার্থকে সমাজবাদের একমাত্র উদ্দিষ্ট বস্তু হিসেবে মনে করার যে ঐতিহ্য তার শুরু হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, মোটামুটিভাবে চার্টিস্ট আন্দোলন ভেঙ্গেপড়ার পর থেকে।[২২] ক্রস্‌ম্যান শ্রমিক মন্ত্রীসভার কার্যক্রমকে সরাসরি সমালোচনা করে বলেছেন: "...the planned welfare state is really the adaptation of capitalism to the demands of modern trade unionism. What was achieved by the first Labour Government was, in fact, the climax of a long process, in the course of which capitalism has been civilised and, to a large extent, reconciled with the principles of democracy."[২৩] ফেবীয় নীতির দ্বারা অনুপ্রেরিত ১৯৪০-এর দশকের শ্রমিকদলের মন্ত্রীসভা ব্রিটিশ অর্থনীতিতে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ও ব্যক্তি উদ্যোগের অবসান ঘটান নি, তাঁরা সংগঠিত শ্রমিকদের কিছু কিছু আর্থ-সামাজিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতাভিত্তিক ব্যক্তি-উদ্যোগ নীতির রূপায়নে কিছু পরিবর্তন করেছিলেন মাত্র। অর্থাৎ এই ধরণের সমাজবাদ আসলে পুঁজিবাদকে একটু সভ্য-ভব্য এবং গ্রহণযোগ্য করে বজায় রাখতে চায়। এই ধরনের সমাজবাদ সামাজিক পরিবর্তনের পরিবর্তে সমাজে স্থিতাবস্থার পক্ষেই কাজ করে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যখন সমাজবাদ এইভাবে আদর্শভ্রষ্ট হয় তখন নতুন করেই সমাজবাদী দর্শনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, সাফল্য-ব্যর্থতার নতুন

করে বিচার করতে হয়। শেষ বিচারে সমাজবাদের আদর্শ হল একটি সামাজিক নৈতিকতার প্রশ্ন যেখানে মূল বিচার্য হচ্ছে সমাজে কি পরিমাণে সাম্য এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে এবং তা কি ভাবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাতে সাহায্য করেছে, কতটা আইন ও সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানাদির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। এটাই হল গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শ। সমাজবাদীকে সব যুগে সব সময় দুটি শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেতে হয়ঃ প্রথমত, সমাজে অল্প কয়েকজনের করায়ত্ত অন্যায় সুযোগ সুবিধা এবং দ্বিতীয়ত, সমাজে বৃহত্তর অংশের স্বভাবজাত সংগ্রামবিমুখতা (apathy)। উনিশ শতকে উদারনীতি এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয় এবং বিশ শতকে এই নেতৃত্ব দেওয়ার দায়ভার গণতান্ত্রিক সমাজবাদের। মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসে দেখা যায়, স্বাধীনতা (freedom) সব সময় বিপদাপন্ন—বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দিক থেকে। এর জন্য সতত সংগ্রাম না করলে একে ভোগ করা যায় না। স্বাধীনতাকামী মানুষকে প্রমিথিয়ুসের[১৪] আদর্শ নিয়েই বাঁচতে হয়; অলস, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি তার কপালে নেই।

বিশ শতকের শেষার্ধে ফেবীয় সমাজবাদের উনিশ শতকী বক্তব্য একেবারেই সেকেলে হয়ে গেছে সন্দেহ নেই। আজ গণতান্ত্রিক সমাজবাদে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মালিকানা নিয়ে যত চিন্তা ভাবনা প্রয়োজন বোধ হয় তার চেয়ে বেশি জরুরী চিন্তাভাবনার প্রয়োজন গণসংযোগের মাধ্যমগুলির এবং গণধ্বংসের মারণাস্ত্রগুলির মালিকানা সম্পর্কে। ফেবীয় সমাজবাদীদের কল্পনার মধ্যেও এই সমস্যাগুলির স্বরূপ ধরা পড়ে নি। আজকের সমাজবাদীকে একই সঙ্গে পুঁজিবাদ ও কর্তৃত্ববাদী সমষ্টিবাদ উভয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, আমলাতান্ত্রিক ও ব্যবস্থাপক-নিয়ন্ত্রিত (managerial) সমাজের পরিবর্তে ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য আপোষহীন প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সমাজবাদের পক্ষে এইভাবে নিরত সংগ্রাম থেকে বিরত হলে মানুষ তিনটি জিনিস থেকে কখনই মুক্তি পাবে নাঃ দাসত্ব, বঞ্চনা ও যুদ্ধ। ফেবীয় সমাজবাদ যা প্রচার করেছে এবং ব্রিটেনে শ্রমিকদলের মন্ত্রীসভা যা কায়েম করেছে তাকে সংক্ষেপে "কল্যাণব্রতী পুঁজিবাদ" (welfare capitalism) বলা যায়। এই ধরণের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় জাতীয় আয় নিশ্চয়ই আগের তুলনায় অনেক বেশি লোকের মধ্যে বণ্টিত হয়, কিন্তু পুঁজির ও আর্থনীতিক সুবিধার কেন্দ্রীকরণ থেকেই যায়। মুনাফা, মজুরী এবং মাহিনা কোন রকম সামাজিক ন্যায়নীতির (social justice) সাহায্যে নির্ধারিত হয় না। সব সময় মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে থাকায় দারিদ্র্য, বেকারীত্ব, রোগ বা শারীরিক দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা (social security) হ্রাস পায়।

কিছু কিছু শিল্পের জাতীয়করণ করা হলেও অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মুষ্টিমেয় শিল্পপতি এবং আমলা-ব্যবস্থাপকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। এই ধরণের "কল্যাণব্রতী পুঁজিবাদ"কে কখনই সমাজবাদ বলা যায় না। রাষ্ট্রিক এবং আর্থ-সামাজিক প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও দায়িত্বকে বিকেন্দ্রিত করে মানুষের চিন্তা ও কর্মের, পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করাই হল সমাজবাদের সাম্প্রতিকতম কার্যক্রমের বিষয়। মূল কথা হল, বেন্থামীয় র‍্যাডিক্যাল কায়দায় বৃহত্তম সুখের (greatest happiness) সন্ধান করা সমাজবাদের উদ্দেশ্য নয়, তার কাজ হল মানুষের স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত ও সুরক্ষিত করা। একথা একই সঙ্গে যে কোন সমাজে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন সত্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সমভাবে সত্য। সমাজবাদের ফেবীয় প্রবক্তাগণ বিশেষ একটি পরিস্থিতে যে যাত্রা শুরু করেছিলেন তার গন্তব্যস্থল, যাত্রাপদ্ধতি ও কার্যক্রম বিশ শতকের শেষে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে সত্য, কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজবাদীর পক্ষে সার্বিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. হবসন (John Atkinson Hobson)—ইংরেজ অর্থনীতিবিদ (1858—1940)। তাঁর *Imperialism : A Study* (1902) গ্রন্থে উপনিবেশিকতাবাদের আর্থনীতিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

২. হেউইন্স (William Albert Samuel Hewins)—ইংরেজ ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিক (1865—1931)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সিডনী ওয়েবের আমন্ত্রণে লন্ডন স্কুল ইকনমিক্স এন্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সের প্রথম ডিরেক্টরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-বিজ্ঞান ও সংখ্যাতত্ত্বের অধ্যাপক, ট্যারিফ কমিশনের প্রথমে সেক্রেটারী ও পরে সভাপতি, পার্লামেন্টে রক্ষণশীল দলের এম. পি. ইত্যাদি পদে বৃত হন। তিনি জোশেফ চেম্বারলেনের উপনিবেশ সংক্রান্ত চিন্তাধারার এবং সাধারণভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার সমর্থক ছিলেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থের নাম *The Apologia of an Imperialist* (1929)।

৩. স্ট্যালিন (Joseph Stalin)—সোভিয়েত ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা ও সর্বময় শাসক (1879—1953)। কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য বলপ্রয়োগ পন্থা গ্রহণ করেন। লেনিনের মৃত্যুর পর অল্প সময়ের মধ্যেই ক্ষমতা করায়ত্ত করেন।

৪. Sidney and Beatrice Webb, *Soviet Communism : A New Civilisation* (London : Longmans, 1935)।

৫. এস্. জি. হব্‌সন্ (Samuel George Hobson)—গীল্ড সমাজবাদী আন্দোলনের নেতা (1864—1940)। প্রথমে ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্য ছিলেন, পরে একটি পৃথক সমাজবাদী দল গঠনের জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করেন।

৬. রিচার্ড টনি (Richard Henry Tawney)—বিখ্যাত ইংরেজ অধ্যাপক, ঐতিহাসিক ও গবেষক (1880—1962)। তাঁর জন্ম ভারতে। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *The Acquisitive Society* (1920)। তাঁর রাষ্ট্র-দর্শনকে 'ক্রিশ্চিয়ান সমাজবাদ' বলা যায়।

৭. R. H. Tawney, *The Sickness of an Acquisitive Society* (London : Allen & Unwin, 1920)।

৮. J. A. Hall and J. Higgins, "What Influences Labour MPs Now" ?, *New Society*, 2 December 1976.

৯. অ্যাটলি (Clement Richard Attlee)—ব্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলনের নেতা ও ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী (1883—1967)। কিছুকাল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং লন্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্‌সে অধ্যাপনা করেন। সাইমন কমিশনের সদস্য হিসেবে ভারতে আসেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাতীয় সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পরে শ্রমিক দলের পরিচালিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৫—৫১) হন।

১০. মরিসন্ (Herbert Stanley Morrison)—ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্ (1888—1965)। ব্রিটিশ লেবার পার্টির বিশিষ্ট নেতা। লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের নেতা ও পরে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী হন।

১১. বেভান (Aneurin Bevan)—ব্রিটিশ লেবার পার্টির অন্যতম নেতা (1897—1960)। শ্রমিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজস্ব যোগ্যতার মাধ্যমে খনি শ্রমিক ফেডারেশনের নেতৃত্বে আসেন। ব্রিটেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী (১৯৪৫—৫১) হিসেবে বিশেষ যোগ্যতা দেখান।

১২. এমিল ডেভিস্ (Emil Davis)—বিশ শতকের গোড়ার দিকে ফেবিয়ান সোসাইটির অন্যতম তাত্ত্বিক (1875—1950)। তাঁর প্রণীত অন্যতম গ্রন্থ *The State in Business* (1913)।

১৩. প্রোগ্রেসিভ পার্টি (Progressive Party)—ঊনিশ শতকের শেষ দুই দশকে লন্ডনের স্থানীয় রাজনীতিতে একটি সক্রিয় রাজনৈতিক সংস্থা যার মধ্যে লিবারেল, লিবারেল ইউনিয়নিস্ট, র‍্যাডিকাল, ফেবিয়ান সোসালিস্ট, রোমান

ক্যাথলিক মানবপ্রেমী ইত্যাদি বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষেরা ছিলেন। মূলতঃ এই দলের প্রধানতম সংগঠক ছিলেন র‍্যাডিকাল নেতা জে. এফ্. বি. ফার্থ (J. F. B. Firth)। লণ্ডন শহরের পৌর শাসনের মধ্যে কিছুটা আদর্শবাদ নিয়ে আসাই ছিল এই দলের মূল কার্যক্রম।

১৪. চার্চিল (Sir Winston Churchill)—বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্ ও ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের বিশিষ্ট নেতা (1874—1965)। প্রথম জীবনে সামরিক বাহিনীতে, পরে সাংবাদিকতায় নিযুক্ত ছিলেন। একাধিকবার মন্ত্রী হন ও দু'বার প্রধানমন্ত্রী (১৯৪০—৪৫ এবং ১৯৫১—৫৫) হন। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন ও সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান।

১৫. R. H. S. Crossman (ed), *New Fabian Essays* (London : Turnstile Press,1952)।

১৬. ক্রসম্যান (Richard Howard Stafford Crossman)—ব্রিটিশ সমাজবাদী আন্দোলনের অন্যতম বুদ্ধিজীবি নেতা (জন্ম ঃ ১৯০৭)। অক্সফোর্ড সিটি কাউন্সিলের নেতা ছিলেন। দীর্ঘকাল "নিউ স্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকার সম্পাদনা কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শ্রমিকদল পরিচালিত মন্ত্রীসভায় মন্ত্রী ছিলেন (১৯৬৪—৭০)। সমাজবাদের সমস্যা ও ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।

১৭. ক্রসল্যান্ড (Charles Anthony Raven Crosland)—ব্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম বুদ্ধিজীবি নেতা (জন্ম ঃ ১৯১৮)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও পরে সেখানে অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। শ্রমিক দলের মন্ত্রীসভায় মন্ত্রী (১৯৬৪—৭০) হন। ফেবিয়ান সোসাইটির কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য (১৯৪৭—৫৩) এবং চেয়ারম্যান (১৯৬১—৬২) ছিলেন। সমাজবাদী সমাজ সংগঠনের সমস্যা নিয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

১৮. মার্গারেট কোল (Margaret Isabel Cole)—অধ্যাপক জি. ডি. এইচ্. কোলের স্ত্রী শ্রীমতী কোল ফেবিয়ান সোসাইটির নেতৃস্থানীয়া সদস্যা ছিলেন (জন্ম ঃ ১৮৯৩)। ব্রিটিশ সমাজবাদী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন এবং অনেক পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। ফেবিয়ান সোসাইটির চেয়ারম্যান্ (১৯৫৫) ও প্রেসিডেন্ট (১৯৬৩) হন।

১৯. জন স্ট্র্যাচি (John Strachey)—ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্ ও গ্রন্থকার (1901—63)। পার্লামেন্টে লেবার পার্টির এম্., পি, (১৯২৯—৩১) ছিলেন। পরে মার্কসবাদ গ্রহণ করেন। পুনরায় লেবার পার্টিতে ফিরে আসেন এবং মন্ত্রী হন (১৯৪৫—৫১)।

২০. দ্রষ্টব্য ঃ ফেবিয়ান এসেজ্ ইন্ সোসালিজম্ (১৮৮৯) গ্রন্থে সম্পাদক জর্জ বার্নার্ড শ'-লিখিত ভূমিকা।

২১. ল্যাস্কি (Harold Joseph Laski)—রাষ্ট্রদর্শনের বিশিষ্ট ব্রিটিশ অধ্যাপক ও গবেষক (1893—1950)। ফেবিয়ান সোসাইটির প্রভাবশালী সদস্য। সুদীর্ঘকাল (১৯২০—৫০) লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিকস্ অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সে (লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়) রাষ্ট্রদর্শনের অধ্যাপনা করেন। ব্রিটিশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান (১৯৪৫—৪৬) হন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ফেবীয় মতবাদের প্রভাব

ফেবিয়ান সোসাইটি প্রধানতঃ লণ্ডন মহানগরীকে কেন্দ্র করেই তার কাজ-কর্মকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। কয়েকটি প্রশ্নে ফেবীয় নেতাদের নিজেদের মধ্যেই কোন মতৈক্য ছিল না। যা কিছু লণ্ডন অঞ্চলের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক বলে মনে হতো তাকেই তাঁরা ব্রিটেনের সর্বত্র প্রযোজ্য বলে দাবী করতেন। লণ্ডন কাউণ্টির জন্য স্বায়ত্তশাসনের রাজনীতিতে ফেবীয় সমাজবাদীগণ কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন, কিন্তু এই সাফল্য পুরোপুরি তাঁদের নিজস্ব কৃতিত্ব ছিল না। মূলত লিবারেল পার্টির লণ্ডন শাখার এবং 'র‍্যাডিক্যাল'-গোষ্ঠী প্রভাবিত প্রোগ্রেসিভ পার্টির কাজকর্মের জন্যই ফেবীয় সমাজবাদীগণ এই সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তবে একথা সত্য যে, শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না থেকেও ফেবীয় নেতৃবৃন্দ তাঁদের বিদ্যাচর্চা ও গবেষণার জন্যই যথেষ্ট রাজনৈতিক পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

ফেবীয় সমাজবাদীগণ নিজেদের কোন রাজনৈতিক দল তৈরী করেন নি, কিন্তু বিশ শতকের প্রথম থেকেই কমন্স্ সভায় বেশ কিছু ফেবীয় নেতা নির্বাচিত হন। এঁরা হয় লিবারেল পার্টি নয় লেবার পার্টি নয়তো উভয়ের সমর্থনেই নির্বাচিত হতেন। ফেবিয়ান সোসাইটির গবেষণামূলক প্রচারের ফলে রাষ্ট্র পরিচালনার কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা নতুন আইন-কানুন প্রণয়ন বা পুরানো আইন-কানুনের সংশোধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের সবচেয়ে জোরালো বক্তব্য ছিল "পৌর সমাজবাদের" পক্ষে এবং অবিরত প্রচারের মাধ্যমে প্রায় দুই শতকের মধ্যে এই ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের চিন্তাকে তাঁরা কিছুটা প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন বলেই মনে হয়।

উদারনীতিক-পুঁজিবাদী কাঠামোকে বজায় রেখেই ফেবীয় সমাজবাদী গোষ্ঠী ব্রিটিশ সমাজে কিছু কিছু পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন এবং সেজন্য তাঁরা সমাজের উচ্চশ্রেণীর কাছে নিজেদের বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। তদানীন্তন ব্রিটিশ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় যেটুকু পরিবর্তন "সম্ভব" ছিল শুধু সেই ধরনের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনাই ছিল ফেবীয় সমাজবাদীদের লক্ষ্য। তাঁরা প্রধানতঃ Westminster (অর্থাৎ আইন) ও Whitehall (অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন)-এর সাহায্যেই সামাজিক

পরিবর্তনে প্রয়াসী হন, এবং সেজন্য আইন প্রণয়ন ও আইন প্রয়োগের কাজে নিযুক্ত এই দুই ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ (permeate) করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। এটা ছিল তাঁদের প্রাগ্রসর শ্রেণীসুলভ (elitist) রাজনৈতিক কর্মকৌশল। সুতরাং শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব অর্জন করা অপেক্ষা ফেবীয় সমাজবাদীগণ বেশি জোর দেন লর্ড রোজবেরী বা জোশেফ চেম্বারলেন প্রমুখ নেতাদের এবং প্রশাসনে নিযুক্ত উচ্চশ্রেণীর আমলাদের প্রভাবিত করার ওপর। রাষ্ট্রিক-সামাজিক পরিবর্তনের এই পথকে "manipulative approach" বলা হয়েছে, কিন্তু এই পথে শেষ পর্যন্ত সাফল্য আসে নি। ব্রিটিশ লেবার পার্টি গঠিত হওয়ার (১৯০৬) পর ধীরে অনুপ্রবেশের ফেবীয় কৌশলকে সমর্থন করা হয় এই যুক্তিতে যে, লিবারেল পার্টির ওপর যথাসম্ভব চাপ সৃষ্টি করে সমাজবাদের দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে এবং একই সঙ্গে লেবার পার্টিকে সমাজবাদী ধারণা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রভাবিত করা সম্ভব হবে। ধীরে অনুপ্রবেশ প্রক্রিয়ায় কাজ করা এবং স্বাধীন গোষ্ঠীসত্তা বজায় রেখে কাজ করা—এই দুই কৌশলনীতির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা ফেবিয়ান সোসাইটির মধ্যে অনেক বছর ধরে চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফেবিয়ান সোসাইটি সরাসরি ব্রিটিশ লেবার পার্টির প্রভাবাধীন হওয়ায় এই কৌশলগত মতদ্বৈধতার অবসান হয়। লেবার পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কেউ কেউ শেষদিকে ওয়েব দম্পতির প্রতি কিছুটা সন্দিহান হয়ে ওঠেন। ১৯১৮ সালে লেবার পার্টির মধ্যে পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করে ফেবিয়ান সোসাইটির নেতারা পার্টির নীতি ও কৌশল প্রভাবিত করতে প্রয়াসী হলে ট্রেড ইউনিয়ন গোষ্ঠীর নেতারা এই ধরণের কমিটিগুলিকে কার্যত অকেজো করে দেন। স্বার্থশূন্য, বিশুদ্ধ আর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রদত্ত পরামর্শ গ্রহণ করার মেজাজ বা আগ্রহ ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাছ থেকে আশা করাই অন্যায়।

ব্রিটেনের বাইরে ফেবীয় সমাজবাদীর মতবাদ কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল। গণতান্ত্রিক পন্থায় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ফেবীয় সমাজবাদের ধারণা ও তত্ত্ব জার্মানীতে মার্কসবাদের সংশোধনবাদীদের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়। জার্মান সংশোধনবাদী নেতা বার্নস্টাইন[১] তাঁর ইংলণ্ডে প্রবাসকালে ফেবিয়ান সোসাইটির অনেক নেতার সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসেন। জানা যায় যে, বার্নস্টাইনের কথাবার্তায় "ফেবীয় মতবাদের প্রতি উৎসাহ" লক্ষ্য করে এঙ্গেলস্ অসন্তুষ্ট হন (বেবেলকে লেখা এঙ্গেলসের ২০শে আগস্ট ১৮৯২ তারিখের চিঠি)। বার্নস্টাইন তাঁর বিবর্তনবাদী সমাজবাদের বর্ণনা করতে গিয়ে স্বীকার করেছেন

যে, শিল্প-উদ্যোগগুলিকে সামাজিক মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসার পর সেগুলির জন্য দক্ষ প্রশাসকের প্রয়োজন হবে। শ্রমিক শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করলেও সঙ্গে সঙ্গেই শিল্প পরিচালনার যোগ্য হয়ে উঠবে না। সুতরাং বার্নস্টাইন সমবায় উদ্যোগের মাধ্যমে শিল্প পরিচালনার কথা বলেন। যখন সমাজবাদীদের প্রিয় আদর্শ "উৎপাদকের সমবায়ের" (producers' cooperatives) পরিবর্তে বার্নস্টাইন "ক্রেতা সমবায়ে"র (consumers' cooperatives) কথা বলেন তখন তাঁর চিন্তায় ওয়েব দম্পতির প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়। বার্নস্টাইনের লেখায় বিয়াট্রিস্ ওয়েবের *The Cooperative Movement* বইটির প্রশংসা দেখতে পাওয়া যায়, কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে, ব্যবহারের জন্য উৎপাদন করার যে সমস্যা তার প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাধান ক্রেতা সমবায়ের মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে; কেননা, শেষ পর্যন্ত উৎপাদকের সমবায় মুনাফা অর্জনের একটি পন্থায় পরিণত হবে। আরো একটি বিষয়ে বার্নস্টাইনের ওপর ওয়েব দম্পতির প্রভাব লক্ষণীয়। শিল্প পরিচালনায় শ্রমিক শ্রেণীর একচ্ছত্র স্বায়ত্তশাসন বার্নস্টাইন সমর্থন করেন নি। প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় সরকার, আঞ্চলিক সরকার বা স্থানীয় পৌর শাসনের মাধ্যমেই শিল্পোদ্যোগ পরিচালিত হওয়া উচিত এবং এই শিল্প পরিচালনার কাজে সাহায্য করার জন্য স্বতস্ফূর্তভাবে সংগঠিত ক্রেতা সমবায়গুলি কাজ করবে বলে বার্নস্টাইন মনে করতেন।

বার্নস্টাইন মনে করতেন যে, সমাজবাদ কোন একদিন অকস্মাৎ প্রতিষ্ঠিত হবে না—পুঁজিবাদ থেকে সমাজবাদে রূপান্তর ঘটবে ধীরে ধীরে। বিবর্তনবাদী সমাজবাদের কথা বার্নস্টাইন প্রথম স্পষ্টভাবে বলতে আরম্ভ করেন ১৮৯৬ সালে এবং তার প্রায় দশ-বারো বছর আগেই ফেবীয় সমাজবাদীগণ, বিশেষ করে বার্নার্ড শ এবং সিডনী ওয়েব, একই কথা বলেছিলেন। বার্নস্টাইনের ওপর ফেবীয় সমাজবাদী মতাদর্শের প্রভাব সুস্পষ্ট। শ্রেণী সংগ্রামকে সমাজ পরিবর্তনের একমাত্র পন্থা বা অস্ত্র হিসেবে বার্নস্টাইন বা ওয়েব কেউই মেনে নিতে পারেন নি। তাঁদের বক্তব্য হল, সমাজ পরিবর্তনের অন্যান্য অনেক উপায়ের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম অন্যতম হতে পারে, কিন্তু কোনক্রমেই অপরিহার্য বা একমাত্র উপায় নয়। বক্তব্যের সারবস্তু বিচার করলে বলতে হয় যে, বার্নস্টাইনের সংশোধনবাদী বক্তব্য বিশেষভাবে মার্কস্‌বাদের বিরোধিতা করলেও তা ছিল আসলে ফেবীয় মতবাদেরই অনুসারী বক্তব্য। উভয়েই বিপ্লবের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক বিবর্তনের পথ বেছে নেয়, কিন্তু জার্মান সংশোধন-বাদীদের থেকে ফেবীয় সমাজবাদীদের পার্থক্য হল যে, প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ মার্কস্‌বাদের বাতাবরণের মধ্যে বাস করেই বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার

করেছিলেন, আর ফেবীয় সমাজবাদীদের কখনই মার্কস্‌বাদের প্রভাবাধীন হয়ে কাজ করতে হয়নি।

ফরাসী সমাজবাদী নেতা মিলেরাঁর[৭] চিন্তার ওপরও ফেবীয় মতের প্রভাব পড়ে। ১৮৯৬ সালে ফরাসী সমাজবাদীদের কাছে একটি বিখ্যাত বক্তৃতায় মিলেরাঁ সমাজবাদ কায়েম করার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার নীতি ("gradualism") সমর্থন করেন। তাঁর মতে সমাজবাদের প্রকৃত অর্থ হল সমাজে স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার সাধারণভাবে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং সেই কাজটি কখনই হঠাৎ সংঘটিত হতে পারে না। স্পষ্টতই মিলেরাঁ তাঁর বক্তব্যে মার্কসীয় ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু যা তিনি বলতে চেয়েছিলেন তার সঙ্গে সিডনী ওয়েবের সমাজ বিবর্তনের বক্তব্যের মিল অনেক বেশি। মিলেরাঁ প্রয়োজনবোধে ধীরে ধীরে উৎপাদনের বৃহৎ প্রক্রিয়াগুলির ওপর জাতীয়করণের মাধ্যমে বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিচালনায় সামাজিক মালিকানা কায়েম করার পক্ষপাতী ছিলেন এবং এই কাজ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রশক্তি দখলের দিন পর্যন্ত ফেলে রাখার বিরোধী ছিলেন। আবার ফেবীয় সমাজবাদীদের মতো মিলেরাঁ সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় পৌর উদ্যোগের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জনস্বার্থ-সম্পর্কিত সেবাগুলির ওপর পৌর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাকে তিনি সমাজবাদের দিকে একটি পদক্ষেপ বলেই মনে করতেন।

এসিয়া ও আফ্রিকার সমাজবাদী চিন্তাতেও ফেবীয় সমাজবাদের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এই দুই মহাদেশের বিভিন্ন ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে যে সকল ছাত্র-গবেষক ইংলন্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়তে যেতেন তাঁদের অধিকাংশই পরে তাঁদের নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষভাবে জড়িত হন এবং স্বাধীনতালাভের পর এঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্বদেশে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এঁদের অনেকের চিন্তাধারায় ফেবীয় সমাজবাদের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রিক মতাদর্শের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়ে। গণতান্ত্রিক উপায়ে সংসদীয় পথে ধীরে ধীরে সমাজবাদ কায়েম করার নীতি এঁদের মধ্যে অনেকেই গ্রহণ করেছিলেন। ভারত, সিংহল, পাকিস্তান, কেনিয়া, নাইজিরিয়া, ঘানা ইত্যাদি দেশের জননেতা ও রাষ্ট্রনায়কদের অনেকেই ফেবীয় সমাজবাদের ধারণার দ্বারা কম-বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষে প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম শ্রেণীর অনেক নেতা ফেবীয় সমাজবাদের মতাদর্শের দ্বারা কম-বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। জওহরলাল নেহরুর[৮] আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি ছাত্র ছিলেন তখন ফেবীয় নেতাদের অনেকেরই লেখা পড়ে বা বক্তৃতা

শুনে তাঁর মনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার ফেবীয় বক্তব্য বিশেষ-রেখাপাত করে। পরবর্তী জীবনে তিনি পুরোপুরি ফেবীয় সমাজবাদী হননি বটে, কিন্তু স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস দলের একচ্ছত্র নেতার ভূমিকায় তিনি ভারতে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রবক্তা হিসাবে পরিচিত হন। কংগ্রেসের অপর একজন নেতা সুভাষচন্দ্র বসু[৪] ১৯৩০-এর দশকে যে সমাজবাদের বক্তব্য প্রচার করতে থাকেন তা ছিল সমন্বয়ী সমাজবাদের আদর্শ যার মধ্যে ফেবীয় সমাজবাদের অনেক বক্তব্যই স্থান পায়। বিশেষ করে তিনি "পৌর সমাজবাদের" আদর্শে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন এবং ইউরোপের কোন কোন শহরে সাফল্যের সঙ্গে "পৌর সমাজবাদ" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা তিনি স্বচক্ষে দেখে বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তৃতীয়ত, কংগ্রেস দলের মধ্যে যখন কিছু সংখ্যক তরুণ সমাজবাদী "কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি"র প্রতিষ্ঠা করেন (১৯৩৪), তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ফেবীয় সমাজবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন: এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অশোক মেহতা[৫] এবং মিনু মাসানী[৬]। এঁরা দুজনেই পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজবাদী ধ্যানধারণা ও আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং স্বাধীন ভারতে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের ভাবধারা প্রচারের জন্য দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ভারতে মার্কস্‌বাদী দলগুলিকে বাদ দিলে প্রায় প্রতিটি সমাজবাদী দলই কিছু না কিছু পরিমাণে ফেবীয় সমাজবাদের কার্যক্রমের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. বার্নস্টাইন (Eduard Bernstein)—জার্মাণীতে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সংশোধনবাদী অংশের অবিসম্বাদী নেতা (1850—1932)। উনিশ শতকের শেষ দশকে জার্মাণীর পরিবর্তিত রাষ্ট্রিক ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে মার্কস-এঙ্গেলসের বক্তব্যের প্রয়োজনানুগ সংশোধন প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie* (1899) ; বইটির ইংরাজী অনুবাদ *Evolutionary Socialism* নামে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয়।

২. মিলেরাঁ (Alexander Millerand)—ফ্রান্সে সমাজবাদী আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা (1859—1943)। ফরাসী প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এবং ফ্রান্সে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সমাজবাদী দলের সঙ্গে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দলগুলির রাজনৈতিক সহযোগিতার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন।

তিনি বিপ্লবের পরিবর্তে সংস্কারের পথেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

৩. জওহরলাল নেহরু (Jawaharlal Nehru)—ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা (1889—1964)। একাধিকবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৭—৬৪)। তিনি ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতি ও গণতান্ত্রিক সমাজবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৪. সুভাষচন্দ্র বসু (Subhas Chandra Bose)—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশিষ্ট নেতা (1896—1945)। প্রথমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ও পরে ফরওয়ার্ড ব্লক দলের নেতা। কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জনে হতাশ হয়ে ভারতের বাইরে থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা করেন। আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠন করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের মাটিতে পদার্পণ করে। কিন্তু অক্ষশক্তির পরাজয় আসন্ন হওয়ায় তাঁকে চলে যেতে হয়। ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসের পর তাঁর কোন হদিশ পাওয়া যায় না। আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামের প্রভাবে ভারতের স্বাধীনতা লাভ তরান্বিত হয়।

৫. অশোক মেহতা (Asoka Mehta)—ভারতে সমাজবাদী আন্দোলনের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি নেতা (1911—84)। কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। হিন্দ মজদুর সভা নামক শ্রমিক সংস্থার সাধারণ সম্পাদক (১৯৪৯) হন। প্রজা সোসালিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক (১৯৫০—৫৩) ও সভাপতি (১৯৫৯—৬৩) ছিলেন। পরে কংগ্রেস দলে যোগ দেন এবং ভারত সরকারের যোজনা মন্ত্রী ও যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হন। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ সম্বন্ধে বহু পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মূল্যায়ন

সমাজ তার বিবর্তনের ধারায় অবধারিতভাবেই সমাজবাদের দিকে এগিয়ে চলেছে: কথাটি মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ বলেছিলেন তাঁদের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক আলোচনার ভিত্তিতে। আর ফেবীয় নেতৃবৃন্দ ইংলণ্ডের সমাজ বিবর্তনের ধারায় পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ আন্দোলন না গড়ে তুলেই স্বচ্ছন্দে ধীরে ধীরে সমাজবাদের ঘাটে তাঁদের তরী ভেড়াতে চেয়েছিলেন। তাঁরাও সমাজবাদের একধরণের অবশ্যম্ভাবিতায় (inevitability) বিশ্বাস করতেন। উনিশ শতকের শেষ দশকে ব্রিটেনের লিবারেল মতবাদের মধ্যে "আমরা সবাই সমাজবাদী" (*we are all socialists*) ধরণের একটি কথা চালু ছিল। সিডনী ওয়েব প্রমুখ ফেবীয় তাত্ত্বিকগণ এই ধরণের কথায় বিশ্বাসী ছিলেন। আসলে এঁরা যেটা বলতে চেয়েছিলেন সেটা হল এই যে, এই সময় ব্রিটেনে পূর্বযুগের তুলনায় অবাধ, এবং সেই কারণে নৈরাজ্যবাদী, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ আর আগের মতো গ্রহণযোগ্য ছিল না। ১৮৩০-এর দশকের পর থেকে একের পর এক জনস্বাস্থ্য আইন, পোষ্ট অফিস আইন, কারখানা আইন, সামরিক বাহিনী আইন, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আইন, গ্যাস, জলসরবরাহ ও ট্রামওয়েজ্‌কে পৌর কর্তৃত্বাধীনে আনার জন্য আইন ইত্যাদি ব্যবস্থা গৃহীত হতে থাকে। এই আর্থ-রাষ্ট্রিক প্রক্রিয়াটি ছিল আসলে পুঁজিবাদী সামাজিকীকরণ (capitalist socialization) প্রক্রিয়া যাকে ফেবীয় সমাজবাদীগণ ভুল করে সমাজবাদ (socialism) বলে মনে করেন। সেই কারণেই তাঁরা সমাজবাদের "অবশ্যম্ভাবিতার" কথা বলেন। কিন্তু তদানীন্তন ব্রিটিশ সমাজের এই বিবর্তন কোন বিশেষ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্য এবং বৈপ্লবিক শ্রেণী সংগ্রামের ফলে ঘটেনি। ফেবীয় সমাজবাদ পুঁজিবাদের কিছু কিছু ব্যবস্থার সংস্কার করার কথা বলে কিন্তু কখনই পুঁজিবাদকে বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে ধ্বংস করতে চায়নি। অবাধ প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদের বিপরীতার্থক কথা হিসেবেই ফেবীয় মতবাদে "সমাজবাদ" কথাটি ব্যবহৃত হয়। সমকালীন ইংলণ্ডের রাজনীতির পরিবেশে যেটুকু পরিবর্তন ব্যবহারিক দিক থেকে সম্ভব তার বাইরে যেতে তাঁরা মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। ফেবীয় তত্ত্বে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'সম্ভাব্যতার তত্ত্ব' (theory of possibilism)। ওয়েব-দম্পতি

কখনো কখনো ফেবীয় মতবাদের প্রভাব মূল্যায়ন করতে গিয়ে এমন কথা বলতে চেয়েছেন যে, ইংলণ্ডের শ্রমিক আন্দোলন, লিবারেল পার্টির সংস্কারমূলক প্রশাসনিক ও আর্থনীতিক কার্যক্রম, লেবার পার্টির জন্ম, লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিলের প্রগতিশীল কাজকর্ম ইত্যাদি অনেক কিছুই নাকি ফেবিয়ান সোসাইটির ভাবধারা, কার্যক্রম, কর্মোদ্যোগ ও প্রভাবের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। ফেবীয় নেতারা এমন দাবীও করেছেন যে, ইংলণ্ডে মার্কসবাদের প্রভাব তাঁরাই ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। ফেবীয় সমাজবাদ সম্পর্কে সাম্প্রতিক গবেষণায় কিন্তু এই সকল দাবীর কোনটাকেই সঠিক বলে মনে হয়নি। আসলে ফেবীয় নেতারা হাজারো রকমের বিষয় সম্পর্কে প্রবন্ধ বা পুস্তিকা লিখেছিলেন। সুতরাং তাঁদের মতামত কোথায় কতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। এই প্রসঙ্গে ম্যাকব্রিয়ারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

"The eclectic nature of the Fabian doctrine makes its influence the harder to assess, for there is danger of attributing to Fabian influence effects which are due to other and more general causes."[১]

অনেক কারণ একত্রে এক একটি আর্থ-সামাজিক বা রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী থাকে। সুতরাং ঐতিহাসিকের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নে এদের কোন একটির কৃতিত্ব মেনে নেওয়া খুবই অবৈজ্ঞানিক মনে হতে বাধ্য। ফেবীয় গোষ্ঠীর অনেক কৃতিত্বের দাবীই সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে অসার বলে মনে হবে। আসল কথা হলো, ফেবীয় সমাজবাদ মূলত ছিল উনিশ শতকের শেষপাদে ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিদের কাছে গ্রহণ-যোগ্য সামাজিক পরিবর্তনের মতবাদ। ব্রিটেন তখন ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধনশালী ও ক্ষমতাশালী দেশ এবং প্রথম শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। সুতরাং স্বদেশে আভ্যন্তরীণ সামাজিক শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সমাজে আর্থনীতিকভাবে বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণীকে আহৃত সম্পদের কিছু অংশ দিতে পুঁজিবাদী শ্রেণীর কোন আপত্তি ছিল না। আর ব্যবহারিক বুদ্ধি প্রখর থাকায় তাঁরা বুঝেছিলেন যে, সমাজবাদী ধ্যানধারণাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা বা ১৮৯০-এর দশকে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে ১৮৪০-এর দশকের কায়দায় আর দমন করে রাখা সম্ভব হবে না। ফেবীয় মতবাদ যেভাবে হাজির করা হয়েছিল তাতে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহ বা কোন আমূল আর্থনীতিক বিপ্লবের কথা ঘোষিত হয়নি, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামোর পক্ষে ক্রিয়াশীল স্থিত স্বার্থের বিরুদ্ধে আঘাত হানার কথাও বলা হয় নি। সুতরাং ব্রিটেনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে সংসদীয় উপায়ে তার সম্প্রসারিত

আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে কিছ‍ু কিছ‍ু সংস্কার সাধন করার যে কার্যক্রম ফেবিয়ান সোসাইটি প্রচার করে তাকে নির্মমভাবে দমন করা বা বাধা দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠেনি।

বরং একথা বলা যেতে পারে যে, ফেবীয় ধরণের সমাজবাদের মাধ্যমেই শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে ঠেকিয়ে রাখা গেছে। এই ধরণের মতবাদে কোন নীতিগত কঠোরতা ছিল না এবং এর নিজস্ব প্রকৃতি ছিল protean, সেই কারণে ফেবীয় সমাজবাদী মতাদর্শ চার্চ এবং ট্রেড ইউনিয়ন উভয় গোষ্ঠীর কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। স‍ুতরাং বলা যেতে পারে, শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে ব্রিটেনের আর্থ-রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছ‍ু কিছ‍ু প্রবণতাকে ফেবীয় সমাজবাদীগণ একটি তাত্ত্বিক র‍ূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। যখন ১৮৮৯ সালে তাঁদের স‍ুচিন্তিত বক্তব্য 'ফেবিয়ান এসেজ‍্' গ্রন্থে বিধ‍ৃত হয় তখন ইংরেজি ভাষায় সমাজবাদ সম্পর্কে লেখা খ‍ুব কমই ছিল। ফেবীয়দের বাদ দিলে সে সময় আর যাঁরা সমাজবাদ সম্পর্কে লেখালেখি করতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন উইলিয়ম মরিস, হেনরী হাইন্ডম্যান এবং বেলফোর্ট বাক‍্স‍্।[২] আর 'কম‍্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টো' ইংরেজীতে ভাষান্তরিত হয় ১৮৮৮ সালে। স‍ুতরাং ফেবীয় নেতাদের পক্ষে বলা যায়, ফেবিয়ান সোসাইটি ছিল ব্রিটেনে ব‍ুদ্ধিজীবিদের প্রথম সংগঠন যা প‍ূর্ণ প্রতিযোগিতাম‍ূলক ধ্র‍ুপদী প‍ুঁজিবাদের শোষণর‍ূপ বিশ্লেষণ করে এবং একটি শিল্পোন্নত গণতন্ত্রের,পক্ষে ব্যবহারিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য একটি সমাজবাদী ব্যবস্থার পক্ষে কথা বলে। এর চেয়ে বেশি কোন ঐতিহাসিক ভ‍ূমিকা ফেবীয় সমাজবাদীগণ পালন করতে চেয়েছিলেন বা পালন করতে সফল হয়েছিলেন মনে বলে মনে হয় না। যত রকমের গণতান্ত্রিক সমাজবাদী মতাদর্শ আছে তাদের মধ্যে সাধারণ উপাদানগ‍ুলি ফেবীয় মতবাদের মধ্যেও ছিল, কিন্তু ফেবীয় গোষ্ঠী কিছ‍ু কিছ‍ু সমাজবাদী ধারণা এবং কার্যক্রম এমনভাবে উপস্থিত করেন যাতে ব্রিটেনে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই তাঁদের সমাজবাদী কার্যক্রমগ‍ুলিকে র‍ূপায়িত করা যায়।

ফেবীয় সমাজবাদীগণ সামাজিক উদ্ব‍ৃত্তকে সমাজের অধিকারে এনে সমাজবাদ কায়েম করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক‍্ কোন‍্ পন্থায় কাজটা এগোবে সে বিষয়ে তাঁরা কোন নির্দিষ্ট কার্যক্রমের কথা বলেন নি। কার্যক্ষেত্রে তাঁরা সকলের জন্য সভ্য জীবনযাপনের পক্ষে প্রয়োজনীয় জাতীয় নিম্নতম মান অর্জন করার দাবীকে সমর্থন করেন।

তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, প‍ুঁজিবাদী ব্যবস্থা শ‍ুধ‍ু উৎপাদন হ্রাসের জন্য দায়ী নয়, উপরন্তু অ-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনের মাধ্যমে প্রচুর অপচয়ের

জন্যও দায়ী। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ধনিক শ্রেণীর মানুষের প্রয়োজনহীন বা প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগের ব্যবস্থাই করা হয়। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণের পর কিভাবে উৎপাদন সংগঠিত করা হবে সে সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। অবশ্য একটা বিষয়ে সিডনী ও বিয়াট্রিস ওয়েব খুব জোরের সঙ্গেই তাঁদের বক্তব্য বলেছেন। তা হল সমাজবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা শিল্প পরিচালনা করার প্রতি তাঁদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতির অভাব। শিল্পক্ষেত্রে গণতন্ত্র বলতে ফেবীয় সমাজবাদীগণ বোঝাতে চেয়েছিলেন নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে পরিচালকদের জনসাধারণের কাছে এবং স্থানীয় পৌর শাসন ও ক্রেতা সমবায় আন্দোলনের কাছে দায়বদ্ধতা। সমাজবাদ কায়েম করার জন্য যে কোন রকমের প্রত্যক্ষ সংগ্রামেরই তাঁরা বিরোধী ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন শ্রমিক সংস্থাগুলির উচিত শৃংখলাবদ্ধভাবে কাজ করে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা।

খাজনা তত্ত্বের ব্যাখ্যার মাধ্যমে পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধগুলির যথার্থ বিশ্লেষণ সম্ভব নয় বলেই মার্কসবাদীগণ মনে করতেন। কিন্তু ফেবীয় সমাজবাদীগণ মনে করতেন যে, তা সম্ভব তো বটেই, এমন কি পুঁজিবাদের চরিত্র বিশ্লেষণে খাজনা তত্ত্বের প্রয়োগকে তাঁরা তাঁদের একটি বিশেষ তাত্ত্বিক দান বলে মনে করতেন। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ফেবীয় আর্থনীতিক তত্ত্ব ফেবীয় সমাজবাদী মতকে জনপ্রিয় করতে খুব কিছু সাহায্য করে নি। ফেবীয় তত্ত্বে আর্থিক বিকাশের (economic growth) সমস্যা সম্বন্ধে কোন আলোচনা নেই। ফলে ১৯৩০-এর দশকে যখন বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা দিল এবং পশ্চিমী পুঁজিবাদ তার চরমতম সংকটের সম্মুখীন হল, তখন ফেবীয় আর্থনীতিক তত্ত্বে তার কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এবং সমাধানের পথ পাওয়া গেল না। তার ফলে ফেবীয় রাজনৈতিক বক্তব্যও অসার বলে প্রতীয়মান হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯৩১ সালে বার্নার্ড শ'য়ের স্বীকারোক্তি স্মর্তব্য : "...present paths [as laid down in F*abian Essays* (1889)]...lead nowhere" এবং "Socialism along constitutional path is idle."[৩] প্রকৃতপক্ষে এই সময়েই ব্রিটেনের বুদ্ধিজীবিমহলে মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষণ জন্মাতে থাকে এবং ফেবীয় নেতৃবৃন্দ এত দিন ধরে যে মার্কসবাদ-বিরোধী মানসিকতা সৃষ্টি করেছিলেন শেষ পর্যন্ত তার সাময়িক অবসান ঘটে।

আফ্রো-এশীয় অনেক নেতার এবং রাজনৈতিক দলের বক্তব্যের মধ্যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের ফেবীয় মতের কথা আছে, কিন্তু এসব দেশে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের জন্য কার্যক্ষেত্রে ফেবীয় ধ্যানধারণা ও কার্যক্রম রাষ্ট্রিক-আর্থনীতিক নীতিগুলিকে কতটা পরিমাণে প্রভাবিত করেছে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের

অবকাশ আছে। ঠিক একইভাবে কথাটা ব্রিটেনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ফেবীয় সমাজবাদীগণ প্ররোপ্ররি নিজস্ব প্রচেষ্টায়, প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক, ব্রিটিশ সমাজে কোন রকম গ্রর্ত্বপ্রণ' পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। বিভিন্ন বিকল্প সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকে পছন্দ করাই হল রাষ্ট্রনীতির কাজ এবং এই কাজে সমাজনীতি-অর্থনীতির জ্ঞান সাহায্য করতে পারে। কিন্তু একমাত্র এই ধরণের জ্ঞানের মাধ্যমেই রাষ্ট্রিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সাধন করা যায় না। ফেবীয় সমাজবাদীগণ আসলে ছিলেন মননের দিক থেকে সংস্কারপন্থী অভিজাত প্রকৃতির মান্‌ষ। প্রথম য্‌গে ওয়েব-দম্পতি, বার্ণার্ড শ, গ্রাহাম ওয়ালাস্ প্রম্খ বিদ্বৎজনের গবেষণাধর্মী ও স্জনধর্মী পাণ্ডিত্য গণতান্ত্রিক সমাজবাদের এক ধরণের মতাদর্শ গঠনে সাহায্য করে। তাঁদের পরে গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের ধারাকে অক্ষ্‌ণ্ণ রাখেন রিচার্ড টনি, রবার্ট এন্‌সর, জি. ডি. এইচ. কোল, হ্যারল্ড ল্যাস্কি, হারমান ফাইনার[৪], উইলিয়ম্ রব্‌সন[৫], রিচার্ড ক্রসম্যান এবং আরো অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ। ব্রিটেনের রাষ্ট্রিক-সামাজিক ইতিহাস, সাংবিধানিক ব্যবস্থা, স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা, সংসদীয় গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক সমাজবাদী প্রশাসন, রাষ্ট্রীয় শিল্পোদ্যোগ পরিচালনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে এই পণ্ডিতবর্গ তথ্যপ্রণ' প্রথম শ্রেণীর গবেষণা করেন। ফেবীয় সমাজবাদের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সাধারণ ধ্যান ধারণার সঙ্গে ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে কেইন্‌স্[৬] ও বেভারিজ[৭] প্রস্তাবিত রাষ্ট্রিক-আর্থনীতিক প্রনর্গঠন কার্যক্রমের সঙ্গতি দেখা যায়। ১৯৩০-এর দশকে বিশ্বজ্বড়ে প্রঁজিবাদী অর্থনীতিতে ভয়াবহ মন্দা দেখা দেওয়ায় উদারনীতিক গণতন্ত্র যে সঙ্কটের সম্ম্খীন হয় তার হাত থেকে ম্বক্তি পাওয়ার জন্য কেইন্‌স্ রাষ্ট্র কর্তৃক পরিকল্পিত ব্যয়ের মাধ্যমে নতুন চাহিদা স্ষ্টি করার প্রস্তাব দেন এবং বেভারিজ রাষ্ট্র কর্তৃক সামাজিক বীমা প্রকল্পের মাধ্যমে মান্‌ষের সামাজিক নিরাপত্তা স্ষ্টি করার ওপর জোর দেন। কিন্তু ফেবীয় সমাজবাদের প্রতি সহান্‌ভূতিসম্পন্ন বা ফেবীয় মতের সমর্থক পণ্ডিতদের জ্ঞানের দ্বারা ব্রিটেনের রাষ্ট্রিক ও আর্থ-সামাজিক নীতিকে কতটা প্রভাবিত করা সম্ভব হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়।

ম্ল কথাটা হল এই যে, ফেবীয় সমাজবাদীগণ প্রঁজিবাদী ব্যবস্থার সীমিত সংস্কারের প্রয়োজন অন্‌ভব করেন এবং সেজন্য উদারনীতিক রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সম্প্রসারণ মেনে নেন। এই ব্যাপারেও তাঁদের কোনভাবেই তাত্বিক প্ররোধা বলা যায় না, কেননা তাঁদের আগেই চেম্বারলেন, ফার্থ প্রম্খ ব্যক্তিগণ "gas and water socialism" ইত্যাদি কথা বলতে আরম্ভ করেন। আসলে ইংলণ্ডে ভিক্টোরীয় য্‌গের শেষ দিকে এঁরা সবাই যে কাজটি করছিলেন তা হল সংস্কারের

পথ ধরে শ্রমিক শ্রেণীকে মধ্যবিত্তের শ্রেণীস্বার্থে ব্যবহার করা যে "সম্ভব" (possible) ছিল তা পরিষ্কার করে দেখিয়ে দেওয়া। তাঁদের মতাদর্শ ও ব্যবহারিক রাজনীতির মাধ্যমে তাঁরা ব্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলনকে সমাজ বিপ্লবের প্রশস্ত পথ থেকে "শ্রমিকস্বার্থসর্বস্বতা" (labourism) মানসিকতার কানাগলিতে চালিত করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা শ্রেণীসংগ্রামের পরিবর্তে বিবর্তনবাদী রাজনীতির ওপর জোর দেন। ফেবীয় সমাজবাদের মধ্যে এই বৃহত্তর বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গীর একটি বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়। এইভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই শ্রমিক শ্রেণীর দাবী-দাওয়া পূরণের জন্য তার রাজনৈতিক অস্থিরতাকে সাঙ্গীকরণ (assimilation) করা সম্ভব হয়। ফেবীয় সমাজবাদী মতাদর্শ ও কাজকর্ম একদিক থেকে এই সাঙ্গীকরণের কাজটি সহজ করতে সাহায্য করে।[৮] এখানেই বোধ হয় ফেবীয় সমাজবাদের অন্যতম ঐতিহাসিক তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়।

পরিশেষে, ব্যবহারিক রাজনীতিতে ও রাষ্ট্র পরিচালনায় ফেবীয় সমাজবাদীদের নিজস্ব গোষ্ঠীগত ব্যর্থতা দেখে একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, শুধুমাত্র জ্ঞান বা বুদ্ধির মাধ্যমে কোন সমাজেই রাষ্ট্রিক ক্ষমতা (political power) অর্জন করা যায় না বা গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব হয় না। এরজন্য বিশেষ প্রয়োজন সুপরিচালিত ও সুনিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক সংগঠন এবং নিয়ত সজাগ ও সক্রিয় জনগণের সমাজবাদ কায়েম করার জন্য আপোষহীন সংগ্রাম। আর দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অবস্থাভেদে স্থির হয় সে সংগ্রাম কতটা সহিংস বা কতটা অহিংস, কতটা জঙ্গী বা কতটা শান্তিপূর্ণ হবে। সমাজবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে সততই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে—এর কোন বিকল্প নেই। মুক্তিকামী মানুষের সামনে প্রমিথিউসের আদর্শের চেয়ে বড় আদর্শ বোধহয় আর নেই।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. A. M. McBriar, *Fabian Socialism and English Politics*, p. 347.

২. বেলফোর্ট বাক্‌স্ (Ernest Belfort Bax)—ইংরেজ সমাজবাদী লেখক ও সাংবাদিক (1854—1926) যাঁর মধ্যে মার্কসীয় ও ভিক্টোরীয় ভাবধারা ও মূল্যবোধ যুগপৎ দেখা যায়। বার্নস্টাইনের সংশোধনবাদী বক্তব্যের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর সমালোচনা করেন।

৩. ফেবিয়ান এসেজ্ ইন সোসালিজম্ গ্রন্থের ১৯৩১ সালে প্রকাশিত সংস্করণের মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪. হারমান ফাইনার (Herman Finer)—প্রখ্যাত ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী (1898—1969)। লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স এণ্ড পলিটিকাল সায়েন্সে (লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়) ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ফেবিয়ান সোসাইটির কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন।